RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Bmp 3865
DATE 26.8.67
CALCUTTA

RARE BOOK

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

B. L. LIBRARY 1880 CALCUTTA

২০৮ সংখ্যা।	বৈশা[illegible]৮২।	২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যে সংসার হিসাবী, যেখানে বৎসরের প্রথমে তাহার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ হিসাব করেন, ইহাকে 'বজেট' বলে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের হিসাব করিয়া চলিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু সকল সময় তাহার মত কাজ হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর ঋণের সুদ কোটী কোটী টাকা দিতে হইত না। যাহাহউক বজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অর্থসম্বন্ধীয় অবস্থা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়।

গবর্ণমেণ্টের আয় গত বৎসর মোট ৭২,৯১,৩০,০০০ হইয়াছে, এ বৎসর ৬৬,৪৫,৯০,০০০ টাকা অনুমিত হইয়াছে। যে যে হিসাবে প্রধান প্রধান আয় হয়, তাহা এই :—

আবগারী ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ, ষ্ট্যাম্প ও ঐরূপ, ভূমির রাজস্ব ২৫ কোটী ১০ লক্ষ, অহিফেন ৯॥ কোটী, রেলওয়েতে ৯ কোটী, বাণিজ্য শুল্ক ১ কোটীর অধিক। ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের মোট ব্যয় ৬০ কোটী টাকার অধিক হইয়াছিল, এ বৎসর ৪০ কোটী টাকার অধিক হইবার সম্ভাবনা। সৈনিক ব্যয় ১৬।১৭ কোটী টাকা, শাসনকার্য্যে ব্যয় প্রায় ১১ কোটী, শিক্ষা বিভাগে ২ কোটীর কিছু অধিক, আইন আদালতে ৩ কোটীর

অধিক; চিকিৎসায় ১০ লক্ষ, খালে ৯১ লক্ষ; রাস্তা প্রভৃতিতে ৬ কোটী, টেলিগ্রাফে ৬৩ লক্ষ, ডাকে ১ কোটীর অধিক, পুলিসে ২॥ কোটীর অধিক, বৃত্তিতে ৪ কোটীর অধিক।

নূতন বর্ষের আরম্ভে বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা এবং বঙ্গের বহুকালের পরিচিত স্যার আসলী ইডেন ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। ইনি নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া আমাদিগকে অনেক আশায় নিরাশ করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা লোপের চেষ্টা এবং দেশীয়দিগের স্বায়ত্তশাসন পথে প্রতিবন্ধাচরণ করিয়া ইনি আপনার উদার স্বভাবকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই জন্য অনেকেই ইহাঁ হইতে এ দেশের কল্যাণের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে রিবার্স টমসন্ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। নূতন ছোট লাটের সরলতার সুখ্যাতি আছে। এ বৎসর পত্রিকায় লিখিয়াছে শুভ রাজা, তস্য মন্ত্রী চন্দ্র। রাজফল ও মন্ত্রিফল উভয়ই শুভ। লর্ড রিপণ ও রিবার্স টমসন্ এই উভয়ের যোগে আমরা কি সেইরূপ শুভ ফলের প্রত্যাশা করিতে পারিব?

মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর দয়া ও সৌজন্যের সংখ্যা নাই। (১) ফ্রান্সের রাজ্যভ্রষ্ট মহারাণী ইউজিন্ ইংলণ্ডের উপকূলে বাস করিতেছেন, মহারাণীও তাহার নিকটস্থ ওয়াইটদ্বীপে মধ্যে মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার তত্ত্বাবধান ও তাঁহার সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করেন। (২) মধ্যে একদিন মহারাণী গাড়ি করিয়া এক রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, পথে একটী লোকের মাথার টুপি উড়িয়া গিয়া সে অত্যন্ত বিপদস্থ হয়, সকল লোকে দেখিয়া কেবল হাস্য করে, মহারাণী গাড়ি থামাইয়া আপনার লোক দ্বারা তাহার টুপী তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। (৩) গত ৯ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী ওয়াইট দ্বীপের অসবরণের নিকট শকট যোগে চলিয়াছেন, পথে একটী শীর্ণকায় রমণী একটী সন্তান পৃষ্ঠে করিয়া অতি কষ্টে যাইতেছে দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া তাহাকে অর্থ বস্ত্রাদি দান করিলেন। রমণী কতদূর কৃতজ্ঞ হইল, বলা বাহুল্য।

কয়েক দিবস হইল, কোঁচবিহারের মহারাজার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এই পুত্র খ্যাতনামা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত। বাঙ্গালীর দৌহিত্র কোঁচবিহারের উত্তরাধিকারী হইলেন, এ সংবাদে বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।

NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या বামাবোধিনী পত্রিকা-

Class No. ১২৮-৩১,সে ১৮৮২-

पुस्तक संख्या বৈশাখ-চৈত্র, ১৮৮৩

Book No. বঙ্গাব্দ

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

গত বাসন্তী অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানার্থ বহুদেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের জনতা হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর আদেশে তাঁহার উলীপুরের অতিথিশালায় ২০ হাজার লোককে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করা হয়। মহারাণীর বদান্যতা ধন্য।

ভূপালের বেগম নবাব সাজিহান জি, সি, এস আই কলিকাতায় আসিয়া অতি সৎকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের নিম্নলিখিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি :—

(১) স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের হাঁসপাতাল ফণ্ডে … …	১০০০
(২) ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা …	৫০০
(৩) সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট পল সভা	৫০০
(৪) কলিকাতা মাদ্রাসা …	৫০০
(৫) সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট হোম …	২৫০
(৬) লোরেটো অনাথ নিবাস…	৫০০
(৭) মেয়ো হাঁসপাতাল …	২৫০
(৮) ক্যাম্বেল ঐ … …	২৫০
(৯) বিজ্ঞান সভা … …	২৫০
(১০) জুলজিকাল গার্ডেন …	১০০০
(১১) ধাত্রী বিদ্যালয় …	২০০
(১২) বিজ্ঞান সমাজ (আবদুল লতীফ দ্বারা) … …	৫৫০
(১৩) ইংরাজ সৈন্যগণের পুরস্কার	১০০০
(১৪) বিবিধ দান … …	১৪০
মোট	৭২৪০

বিদুষী রমা বাই পুনাতে গিয়া তত্রত্য মহিলা বিদ্যালয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি নাকি ইংরাজী শিখিতেছেন। ইনি অবশিষ্ট জীবন স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে উৎসর্গ করেন, নিতান্ত প্রার্থনীয়।

নববর্ষ।

বর্ষের পর বর্ষ যেমন গত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে জগতের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি সভ্য, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক সুব্যবস্থা প্রভৃতি যে বিষয় আলোচনা করা যায়, সেই বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সুখী হওয়া যায়। ভারতবর্ষ হীনাবস্থায় পতিত হওয়াতে ইহার সকল বিষয়েরই অধোগতি হইতেছিল, তাহা দেখিয়া এ দেশের লোক নিরাশ হইয়া পৃথিবীর ধ্বংসকাল আসন্ন বলিয়া কল্পনা করিতেছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় সভ্যজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ পুনরায় অল্পে অল্পে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেছে, এবং বর্ষে বর্ষে অন্যান্য দেশের সহিত ইহার উন্নতি যেমন সাধিত হইতেছে,

আমরা তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াও আনন্দিত হইতেছি।

গতবর্ষে আমাদিগের ধন ধান্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছে এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিয়াছে। কাবুলের যুদ্ধের বিরাম হওয়াতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। নানা স্থানে নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, ট্রামওয়ে, রাস্তা, খাল প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, দেশের বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যেরও শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। এ বৎসর ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, প্রত্যুত প্রচুর শস্যোৎপত্তি হওয়াতে চাউল এরূপ সুলভমূল্য হইয়াছে, যে ১০। ১২ বৎসরের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। লবণের মাসুল কমিয়া গিয়াও তাহা সাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। যে সংক্রামক রোগ বঙ্গদেশকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, তাহার প্রকোপ এবৎসরও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা অধিক স্থানব্যাপী হয় নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপণ একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তাঁহার শাসনে প্রজাগণ সুখে থাকিবে আশা করিতেছে। আমরা আশা করি তাহাদিগের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

১। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী জাতির উন্নতি— পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান জন্য অনেক দেশে চেষ্টা হইতেছে। লণ্ডন 'কিংস্ কলেজ' স্ত্রীলোক দিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনর প্রভৃতি উপাধি পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা অধিকার লাভ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকার নবস্কোসিয়া প্রদেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে যেরূপ উদার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বৎসরের পরীক্ষায় তাহার শুভ ফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রথম ২।১ বৎসর ২।৩টী মাত্র বালিকা দেখা গিয়াছিল; কিন্তু গত বর্ষে ৭টী ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে ১০টী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই অল্পকালে এতদূর উন্নতি আশার অতীত বলিতে হইবে। প্রথম আর্ট পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত ৩টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগামী বর্ষে বি এ পরীক্ষার জন্য দুইটী রমণী প্রস্তুত হইতেছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপ্রণালী আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদিগের সহিত রমণীগণের প্রতিযোগিতার যে অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতির আশা করিতেছি। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর কোন অংশে স্ত্রীলোকগণ যে অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। উপযুক্ত অবসর ও সাহায্য

প্রদান করিলে নারীগণ মানসিক ক্ষমতাতে পুরুষগণের সমকক্ষ হইতে পারেন। সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ রাজ্যে এই সুযোগ অধিক প্রদান করা হয় বলিয়া তত্রত্য রমণীগণ সকল বিষয়েই উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা বারিষ্টারী, ডাক্তারী, অধ্যাপকতা প্রভৃতি কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন কোন রমণী প্রেসিডেণ্ট ও রাজদূত হইবারও প্রার্থী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে একটী রমণী অতি প্রশংসার সহিত গণিতের "রাঙ্গলার" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত বৎসর রুসিয়া, ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে ডাক্তারী পরীক্ষায় অনেক রমণী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলশ্রুতি আমরা পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি, তাহাতে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় রমণীগণ পুরুষগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া উচ্চতম খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অনর অর্থাৎ এম এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে এবং গণিতে যাঁহারা সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোক। বিবী বেজাণ্টের অদ্বিতীয় খ্যাতিও পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। এ গুলি স্ত্রীজাতির উন্নতির অমোঘ প্রমাণ।

স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়াই যে নিরস্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। অনেক নারীজীবন পরহিতৈষিতা ব্রতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এমেণ্ডা স্মিথ নাম্নী যে কাফ্রী রমণী কিছুকাল পূর্ব্বে ক্রীতদাসী ছিলেন, তিনি নানা স্থানে জলন্ত উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গত বর্ষে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের একদল রমণী চিনবাসিনীদিগের উদ্ধার সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে 'সালভেসন আরমী' অর্থাৎ মুক্তিসাধক সেনাদলের নারী সৈন্যগণ এবং এ দেশের সুরাদলনী রমণীগণ বীরাঙ্গনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনেক রমণী পুস্তক লিখিয়া সমাজের উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের দুই একটী রমণীও যে এ বিষয়ে সহকারিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

গতবর্ষে এ দেশের সাধারণ শিক্ষার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষারও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। মোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৮১৩১ এবং ছাত্র সংখ্যা ২,০৯,৪৫৯ বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় ৩৫৭ স্থানে ৮৪০ এবং বালিকা সংখ্যা ১৪,৮৭০ স্থানে ১৯,৩৭৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালক বিদ্যালয়ে ১৩৪৫৫টী বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩,২১৮টী বালিকা শিক্ষাধীন আছে। বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শিকা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলার ১,৯৪৩, অন্তঃপুরবাসিনীর পরীক্ষা করেন, তাহাদিগের অধিকাংশেই মিশ্র শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অন্তঃপুরে দুই

এক স্থানে উচ্চশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অধিক স্থান ব্যাপী হওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দান করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট সহিত সংসৃষ্ট দুটী মাত্র বিদ্যালয় আছে—কলিকাতায় বেথুন এবং ঢাকার ইডেন স্কুল। ইহা সাহারা অরণ্যের মধ্যে মরুদ্বীপ স্বরূপ। শিল্প, চিত্র প্রভৃতি বিদ্যা স্ত্রী জাতির বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। আর্টস্কুলের সহিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? অনেক কারণে স্ত্রীলোক দিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসক আবশ্যক। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকেও শিক্ষাদান করা হইতেছে এ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি। কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহাতে রমণীগণ উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। মান্দ্রাজে একটী রমণী মিটিয়র-লজিকাল রিপোর্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত টেলিগ্রাফ বিভাগে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, ইহা অতি সৎ প্রস্তাব বটে। টেলিগ্রাফ এবং ডাকের কাজ শিক্ষা দিলে নারী গন অতি সহজে তাহা শিখিয়া জীবিকা লাভের উপায় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২। বামাকুলোন্নতি বিধায়িনী সভা—এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীজাতির উন্নতি জন্য কতকগুলি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরা আনন্দের সহিত তাহাদিগের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথম, ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন। বিলাতে ইহার মূল সভা এবং ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান বিভাগে ইহার এক একটী শাখা সভা আছে। এই সভার একখানি সমাচার পত্র আছে। তদ্ভিন্ন ইহা শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতেছেন, এবং স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সকল বর্ষে বর্ষে প্রচার করিতেছেন। যাহাতে সামাজিক সম্মিলন দ্বারা ইউরোপীয় ও দেশীয় দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, সভা তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। অত্রত্য রমণীগণ ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সামাজিক হিতকর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতেছেন। ২য় বঙ্গ মহিলা সমাজ—ঈশ্বরোপাসনা, রচনা লেখা, জ্ঞানালোচনা, সামাজিক সম্মিলন, পুস্তক প্রচার প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ইহাও এদেশীয় নারীগণের উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। আর্য্য নারী সমাজ এবং খৃষ্টীয় মহিলা সমাজও

এইরূপ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। পুরুষদিগের দ্বারা সম্পাদিত কয়েকটী সভার মধ্যে উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাহাদিগের কার্য্যের উন্নতির সংবাদ আমরা এবৎসরও প্রাপ্ত হইয়াছি। বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা, যশোহর সম্মিলনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা প্রভৃতি কয়েকটী সভাও পরীক্ষা ও পারিতোষিক দান প্রভৃতি উপায়ে বর্ষে বর্ষে শত শত রমণীর জ্ঞানোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ইহা-দিগের দ্বারা স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে এবং আরও হইবে আশা করা যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে ৪৫টী জেলা, শত শত পরগণা এবং সহস্র ২ গ্রাম রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ৫।৬টী সভায় কি হইবে? প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটী করিয়া এরূপ সভা স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দানের কথঞ্চিৎ উপায় হয়। অন্যান্য জেলার কৃতবিদ্য-গণ এবিষয় চিন্তা স্থলে গ্রহণ করেন আমাদিগের প্রার্থনা এবং যে যে স্থানে শিক্ষিত রমণী অন্ততঃ ২।৫টী আছেন, তথায় এক একটী স্ত্রীসমাজ সংস্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সকল সামাজিক সংস্কারের অগ্রণী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ভারতবর্ষে যেমন ইহার সংখ্যা প্রায় ১৫০ হইয়াছে, তেমনি তাঁহাদিগের প্রত্যেকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলে নারীসমাজের অনেক উন্নতির প্রত্যাশা করা যায়। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার নাম্নী একটী ব্রাহ্মিকাকে প্রচারিকা পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারিকা সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের পরিশ্রমে ভারত নারী সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৩। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পত্রিকা—বামাবোধিনী, পরিচারিকা ও খ্রীষ্টীয় মহিলা এদেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই তিনখানি পত্রিকা; ইহারা এক প্রকার নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পাঠিকা-সমাজের হিতসাধন করিতেছে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী অনেকগুলি পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা সে দেশীয়-দিগেরই জন্য। ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের জেননা মিশন দ্বারা "Indian Women" অর্থাৎ ভারত মহিলা নামে একখানি পত্রিকার প্রচার সংবাদে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি, উপরিউক্ত পত্রিকা ছাড়া কোন কোন পত্রিকায় স্ত্রী-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ সকলও পত্রস্থ করা হইয়াছে। ভারতীতে একজন কৃতবিদ্য রমণী লিখিত কয়েকটী অতি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি অন্যান্য পত্রিকায় এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে।

৪। সামাজিক উন্নতি—বদ্ধ তড়াগের জল যেমন পূতিগন্ধময় হয়, সেইরূপ উন্নতির স্রোত বদ্ধ হইয়া দোষাকর দেশাচারে এদেশের সমূহ অকল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতিবৎসর সেই কদাচার সকল অধিক পরিমাণে নিবারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতেছি। বাল্য বিবাহ ভদ্র সমাজ হইতে অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে অবিবাহিত রাখিবার জন্য এবং উপযুক্ত বয়সে তাহাদিগকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য অনেকেই সাহসী হইতেছেন। কৌলীন্য প্রথা ক্রমশই ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছে। বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহ জন্য ক্রমশঃ চেষ্টার আধিক্য এবং তৎসঙ্গে তাহার সুফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, লাহোর, মান্দ্রাজ, রাজমন্দ্রী, কালিকট, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বিধবা বিবাহোৎসাহিনী সভা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে কয়েকটী বিধবা বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ের মাধো দাস রঘুনাথ দাসের নাম এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তিনি একাকী বহু অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেক গুলি দুর্ভাগিনী রমণীকে সুখী করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজে অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত ক্রমে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে এবং ক্রমে অধিক সংখ্যক হিন্দু বিধবা এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু সমাজের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী নূতন কুপ্রথা বদ্ধমূল হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি, সেটী বিবাহ বাণিজ্য। একটী কন্যার বিবাহের কথা হইলে বরপক্ষে বণিক্ হইয়া প্রচুর টাকা আদায়ের পন্থা করেন। এ জঘন্য প্রথা শীঘ্র নিবারিত হওয়া আবশ্যক।

৫। ধর্ম্ম—ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল সমাজের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিন্দুগণ আর্য্যসভা বা হরিসভা প্রভৃতি নাম দিয়া ধর্ম্মসভা সকল স্থাপন করিয়া পুরাতন ধর্ম্মের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই উপাসনা সমাজ স্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যৎ সমাজ সংগঠনের চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমান ও খৃষ্টীয়গণও উৎসাহের সহিত আপনাদিগের ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত দলের অনেকে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া এক প্রকার ধর্ম্মবিহীন জীবন ধারণ করিতেছেন। এ প্রকার দৃশ্য অতিশয় শোচনীয়। যে কোন প্রকার হউক একটী ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠার সহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন না করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, মনুষ্য-জীবন উন্নত, সুখী, সন্তুষ্ট হয়

যায় না। শিক্ষিত রমণীগণ এ বিষয়ে সতর্ক হন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

৬। সাধারণ সভা—এদেশে ভারতবর্ষীয় সভা, ভারত-সভা এবং পুনা সার্ব্বজনিক সভা রাজনীতি ও দেশ-হিতকর নানা বিষয় আন্দোলন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহাদিগের অনুরূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া বা শাখাস্বরূপ হইয়া অনেকগুলি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের উন্নতি জন্য নানা স্থানে ছাত্র-সভা সকলও সংগঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য কলিকাতায় বিজ্ঞান-সভা ক্রমে দৃঢ়ভিত্তি হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মুসলমানগণ, প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ ও অপরাপর সম্প্রদায়স্থ লোকেরাও সভাস্থাপন দ্বারা স্ব স্ব শাস্ত্রালোচনাতে উৎসাহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

৭। রাজানুগ্রহ—ভারতবর্ষের প্রতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর দৃষ্টি অধিক পতিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভার অনেকগুলি সভ্যও ক্রমে আমাদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের যে স্বাধীনতা গবর্ণমেণ্ট হরণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ প্রদান করিয়াছেন। ডাক ও টেলিগ্রাফ ক্রমে সাধারণের পক্ষে সুলভ করা হইতেছে, রেজিষ্টারি ফি ।০ হইতে ৵০ হইয়াছে; সংবাদপত্রের ডাকমাশুল কমিয়াছে, টেলিগ্রাফের ফি কমাইয়া ও তাহার আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ হইতে পুলিসের ব্যয় উঠাইয়া লইয়া স্থানীয় উন্নতির উপায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা যাহাতে আত্মশাসনক্ষম হয়, তাহার জন্যও রাজপুরুষেরা আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগকে জলের জন্য ধৃত করিবার নিয়ম করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী অত্যাচারের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, রাজপ্রতিনিধি যে বিষয়ে কতকটা সুবিবেচনা করিয়াছেন।

গত বৎসর আমরা যে সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য মঙ্গলদাতা পরমেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় নব বর্ষে প্রবিষ্ট হই। আমরা যে আশা করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছি, তাঁহার কৃপায় যেন তাহা পূর্ণ হয়। আমরা এ বৎসর সাধারণ উন্নতি এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি যেন অধিক পরিমাণে দর্শন করিতে সমর্থ হই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এ সময় আমাদিগের সকৃতজ্ঞ প্রীতি উপহার গ্রহণ করুন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে বামাবোধিনী মুমূর্ষু অবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিতা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহের প্রয়াসী হইয়া নূতন বেশে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতেছে। তাঁহারা ইহার মস্তকে

শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্ যেন এই পত্রিকা নিরাপদে জীবন ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার সাধন ও সেবা ব্রত পালনে সমর্থ হয়।

গার্হস্থ্য-শিক্ষা।

"গার্হস্থ্য-শিক্ষা" শীর্ষক দীর্ঘ প্রস্তাবের অধিক অংশ সমাপ্ত হইয়াছে, অল্প অবশিষ্ট আছে। সুতরাং সেটুকু সমাপ্ত না করিলে পাঠক পাঠিকার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তৎসংক্রান্ত আরও দুই একটী প্রস্তাব লিখিব।

গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনী খুলিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে আমরা গৃহস্থালী-শিক্ষা উপলক্ষে পাক-বিদ্যা ঘটিত কতকগুলি উপদেশ দিয়াছি এবং তাহার পোষকতার জন্য দুই একটী স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনা গৃহিনী বিরচিত কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। এবারও সেই পাক বিদ্যা উপদেশের অপর একটী অংশ প্রকটিত করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বসমেত মূল রস বা আস্বাদ ছয় প্রকার এবং তাহারই সংযোগ-বিয়োগ বশতঃ মিশ্ররস সর্ব্বসমেত ৬৪ চতুঃষষ্টি প্রকার। দুই বা ততোধিক রস একত্র করিলে যে নূতন প্রকার রস বা আস্বাদ হয় কেন, তাহা পাঠিকাগণ মন-দিয়া শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্বোক্ত ছয় রস কি গুণে কি স্বভাবে সকল প্রকারেই অত্যন্ত বিভিন্ন, সে জন্য উহারা পরস্পর বিরোধী। উহাদের প্রত্যেকটীর স্বভাব এই যে, উহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে খাট করিবার চেষ্টা পায়। দুই বা ততোধিক রস একত্রিত করিলে কোনটীরই প্রবলতা থাকে না; কাযে কাযেই তাহা হইতে এক প্রকার নূতন আস্বাদ জন্মে।

অম্ল মিষ্টকে খাট করে; এবং মিষ্টও অম্লতার হানি করে, এইরূপ স্বভাব থাকায় উক্ত দুই রস একত্রিত হইয়া মাত্র না টক্ না মিষ্ট মাঝামাঝি এক প্রকার নূতন অবস্থা ঘটে; কাযে কাযেই তাহা নূতন বা কৃত্রিম বলিয়া গণ্য।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, তিক্ত রসের সঙ্গে কি মিষ্ট, কি অম্ল, কি কষায়,—যে কোন রস সংযোগ করিবে, কিছুতেই কোন নূতন প্রকার সুরস বা সুস্বাদ উৎপন্ন হইবে না। তাহার কারণ এই যে তিক্ত রস সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। সেই কারণেই তিক্ত ঘটিত ব্যঞ্জন অধিক হয় না।

আবার তিক্ত অপেক্ষাও অধিক তীক্ষ্ণ ও কষ্টদায়ক বলিয়া কেবল কটু, কেবল লবণ, ও কেবল কষায় রসের ব্যঞ্জন ভাল নহে এবং অন্য রসের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র এই সকল রসের ব্যঞ্জন অব্যবহার্য্য। স্বতন্ত্র খাদ্য কেবল মধুর রসের হইয়া থাকে ইহার কারণ এই যে মধুর রসটী কষ্টদায়ক ও তীক্ষ্ণ নহে। যাঁহারা পাক বিদ্যা বা রাসায়নিক-রসায়ন-বিদ্যা শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে কোন মধুর রসের দ্রব্য লইয়া তাহাতে একটু আধটু অন্য রস যোগ করিয়া পাক দ্বারা নানাবিধ সুস্বাদু ও গুণকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং বলেন যে, মধুর রসই অশেষ প্রকার খাদ্যের মূল ভিত্তি। কারণ, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে,—পূর্ব্ব-কালের গৃহিণীগণ এই বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞা ছিলেন না।

"শুক্‌নো আঁতে তিতো মিঠো নুনের
মিঠো বড়,
মিঠো বিনে ছিষ্টি মজে ঝালে জড়
সড়।"

"শুক্‌নো"—শুক্ত। "তিতো"—তিক্ত-রস। "আঁত"—অন্ত্র। "নুন"—লবণ। "ছিষ্টি"—সৃষ্টি। অর্থাৎ তিক্তরসের ব্যঞ্জন প্রথম গ্রাসে বড় মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু উহা অন্যসময়ে কষ্টদায়ক। সুতরাং শুক্ত নামক তিক্তরসের ব্যঞ্জন প্রথমে খাইতে হয়। লবণ স্বতন্ত্র খাওয়া যায় না বলিয়া লবণ রসের স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন নাই, কিন্তু তাহার যোগে খাদ্য বস্তু মাত্রেই যখন মিষ্ট হয়, তখন লবণের মিষ্টতাই শ্রেষ্ঠ। যদি মিষ্ট রস না থাকিত, তাহাহইলে জীবের বড়ই কষ্ট হইত। ঝাল অর্থাৎ কটুরস এত তীক্ষ্ণ, যে উহার নিকট সকল রসই জড় সড় অর্থাৎ নিস্তেজ, সেই কারণেই ঝালের কণামাত্র ব্যবহৃত হয় এবং কেবল তাহা দ্বারা কোন স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত হয় না।

প্রত্যেক রসের লক্ষণ।

যাঁহারা পাক বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রথমতঃ রস বা আস্বাদ গুলির একটা সাধারণ ভাব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; পরে সেই সেই রসের স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য কি কি, তৎ-সমুদয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তাহা না জানিলে নূতন নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিবার অধিকার হয় না। অতএব অগ্রে রসগুলির সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সেই রসের কতক-গুলি দ্রব্যের উল্লেখ করিব।

মধুর—তৃপ্তিজনক, জিহ্বাদির হর্ষজনক, মুখের লিপ্ততাজনক, পানেচ্ছাকারী, ও বিশেষ কষ্টজনক নহে।

অম্ল—গল-গহ্বরে ও দন্তমূলে কষ্ট উৎপাদন করে, দন্তমূল শিথিল করিয়া আনে এবং জিহ্বায় লালা উৎপন্ন করে। সুতরাং অম্লরস ঘন হইলে কষ্টদায়ক হয়।

লবণ—গলনলীর কষ্টদায়ক, ইহা দ্বারা জিহ্বা ছাড়িয়া যায় ও অন্তরিন্দ্রিয়ে ব্যাকুলতা জন্মায়।

কটু বা ঝাল—ইহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, জিহ্বার জ্বালা জন্মাইয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করিয়া তুলে, জ্বালা নিবারণ করিতে থাকে।

তিক্ত—কষ্টজনক, শোষ এবং মুখ-বৈজাত্য জন্মায় অর্থাৎ মুখের রসগ্রহণী শিরাজাল খারাপ করিয়া দেয়।

কষায়—ইহাও কষ্টপ্রদ শোষজনক, জিহ্বার স্তম্ভনকারী এবং মুখ বিরস ও জড় করিয়া তুলে।

ছয় রসের দ্রব্য সংগ্রহ।

যে যে বস্তুতে যে যে রসের ভাগ অধিক পরিমাণে আছে, সে দ্রব্য সেই রসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য। ভারতবর্ষীয় পাক শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহার, কতকগুলি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

স্বভাব মধুর—দুগ্ধ, ঘৃত, চর্ব্বি, মজ্জা, শালী ও বেটে ধানের চাউল, যব, গম, মাষ কলায় ও মসুর প্রভৃতি শস্য,—এবং তাল, নারিকেল, পিয়াল, পদ্মবীজ, খোজুরা প্রভৃতি ফল,—ও আলু, পালঙ্, শাকের মূল, প্রভৃতি মূল সকল স্বভাব-মধুর। কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর, রাজাদন নামক ফল, পানীফল, কেশুর, ইক্ষু, ইক্ষুজাত গুড়াদি দ্রব্য, কুষ্মাণ্ড,—এ সকলও মধুর-স্বভাব বটে। উল্লিখিত দ্রব্যের কোনটীতে কিছু অধিক, কোনটীতে অল্পমাত্রায় মাধুর্য্য আছে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই মধুর রসের দ্রব্য হইতে কৌশল দ্বারা চিনি বাহির করা যায়।

স্বভাবাম্ল—দাড়িম, আমলকী, লেবু, কথ্‌বেল, করমচা, কুল, পানি-আমলা, তেঁতুল, বেতের ফল, জেঙ্গো নামক ফল,—এবং চুকা পালঙ্ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ শাক। দধি, ঘোল, সুরা, আম্র ফল, ছোট কিস্‌মিস, এবং গন্ধক প্রভৃতি অনেক উপধাতুও স্বভাবাম্ল। চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা ইহা হইতে কৌশলে অম্লসার বাহির করিয়া থাকেন।

স্বভাব-লবণ—লবণ অনেক উদ্ভিদে এবং অনেক স্থানের মৃত্তিকায় আছে। অনেক শস্যে ও বহুতর ফলেও আছে। মিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই কিছু না কিছু লবণ আছে। এজন্য স্বভাব-মধুর ফল, কি মূল, পাক করিতে হইলে অধিক লবণ দেওয়া আবশ্যক হয় না। দুগ্ধে ভূরি পরিমাণ লবণ থাকায় দুগ্ধ পাকে আদৌ লবণ দিতে নাই। কণা মাত্র দিলে জানা যায় না, বরং মিষ্টাধিক্য হয়, কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিলে শরীরে পীড়া আনয়ন করিবে। চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা অনেক প্রকার তৃণ ও মৃত্তিকা হইতে লবণ বাহির করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করেন, কিন্তু সে সকল খাদ্যের উপযুক্ত নহে। সৈন্ধব ও পাক্কিম অর্থাৎ সমুদ্র

জল পাক করিয়া তজ্জাত লবণ ঐ খাদ্যের উপযোগী।

স্বভাব-কটু—পিপুল, মরিচ, চৈ, লশুন, পলাণ্ডু, লঙ্কা, ও মরিচ, প্রভৃতি স্বভাব-কটু বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার বৃক্ষ ত্বক, মূল, দল, ও শস্যও স্বভাব কটু বলিয়া পরিচিত আছে, কিন্তু সে সকল রন্ধনে লাগে না, কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়।

স্বভাব-কষায়—আম, বীজপূর, ও বকুল প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল, ফুল, পত্র ও মূল প্রভৃতি স্বভাব-কষায় বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু সে সকল পাকে লাগে না, তবে মোরব্বা হইতে পারে। মুগ কলায়, উড়িধানের চাউল, বেগুণ, শুষনী-শাক এ সকল কষায় রসের দ্রব্য বটে, কিন্তু পাক করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

মাংসে সকল রসই আছে। পশুরা নানা প্রকার ফল, শস্য, তৃণাদি ভক্ষণ করে বলিয়া তদুৎপন্ন মাংসে সকল রসই সমাবেশ আছে; তবে যে পশু বা যে পক্ষী, যে রসের দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে সে পশু বা সে পক্ষীর মাংসে সেই রসের ভাগ অধিক থাকে। মাংসে কোন একটা প্রধান রস অধিক পরিমাণে না থাকিলেও স্থূলতঃ মধুর রসের মাংসই অধিক, অন্যান্য রসের মাংস অতি অল্প।

কোন্ কোন্ রস শরীরের কি কি উপকার বা অপকার করে, তাহাও গৃহিণী দিগের জানা আবশ্যক; কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ব্যক্ত করাই উচিত বিবেচনায় এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

স্থানীয় বাত্যা।

আমাদিগের দেশে এই গ্রীষ্মকালে বায়ু একটু উষ্ণ হওয়াতে আমরা কত কষ্ট অনুভব করিতেছি। কিন্তু পৃথিবীর স্থানে স্থানে নানাবিধ উষ্ণ বায়ু প্রবাহ রহিয়া থাকে, মরুভূমিতে ইহা মূর্ত্তিমান অগ্নি হইয়া যেন সৃষ্টিদাহ করিতে ধাবমান হয়। পাঠিকাগণ শুনিয়া থাকিবেন ‘লু’ নামে এক প্রকার বাতাস উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বয়, তাহা গায় লাগিলে ফোস্কা হয়; সময় সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ইহার ভয়ে সে প্রদেশের লোকে মধ্যাহ্নে বাটীর বাহির হয় না। পৃথিবীর আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উষ্ণ বায়ু প্রবাহ আছে এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে যথা:—খামসিন, সামিয়েল, সাইমুম, হার্ম্মাটান ও সিরক্কো। ইহাদিগের এক একটীর বিশেষ বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

১ খামসিন—ইহা দক্ষিণে উষ্ণ বায়ু. বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ ১১ইচৈত্রের পর মিসর দেশে প্রবাহিত হয়। খামসিন অর্থ ৫০ দিন, ইহা মধ্যে মধ্যে স্থগিত থাকিয়া ৫০ দিন পর্য্যন্ত বহিয়া থাকে।

২ সামিয়েল ও সাইমুম—এ দুইটী একই বায়ু. ভিন্ন২ নামে তুরক ও আরব এই দুইটী ভিন্ন জাতিদ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। ইহা সিরিয়া আরব ও নিউবিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হয়, যখন ইহা মৃদুমৃদু বয়, তখনও ক্লেশ অনুভব হয়, প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে বহিলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মক্কার তীর্থযাত্রী এবং বাগদাদের বাজার যাত্রী অনেক লোক ইহা দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া থাকে। ব্রুশ নামক এক সাহেব এক সহচরের সহিত নীলনদ পার হইতে হইতে এই বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হন এবং তাহার স্পর্শে তাঁহাদের উৎকট শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা এত দুর্ব্বল হন, যে আপনাদিগের তাঁবু গাড়িতে সক্ষম হইলেন না। তিনি চেন্দী নামক স্থানে এই সাইমুমের এইরূপ গুণব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—"ইহা যখন বহিল বোধ হইল উনানের মধ্য হইতে আগুণের প্রবাহ আসিতেছে। আমাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন, ওষ্ঠ বিদীর্ণ, হাঁটু থর২ কম্পমান এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়াও কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হইল না।" ডলনী নামক আর এক ভ্রমণকারী ইহার আরও উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন পথিকেরা ইহাকে বিষাক্ত বায়ু বা মরুভূমির তপ্ত বায়ু বলিয়া থাকে। এই বায়ুর উত্তাপ যে কত তীক্ষ্ণ তাহা যে ব্যক্তি নিজে ভোগ না করিয়াছে, সে অনুভব করিতে পারে না। যে জ্বলন্ত চুল্লী হইতে পাঁউরুটী সেঁকিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহার উত্তাপের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। যখন এই বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, তখন বায়ুমণ্ডল এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। এখানে আকাশ সচরাচর অতি নির্ম্মল, কিন্তু সে সময় তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া নীলিম মূর্ত্তি ধারণ করে। বায়ু যে মেঘাবৃত হয়, তাহা নহে, কিন্তু এক প্রকার সূক্ষ্ম বালু রেণুতে পূর্ণ হইয়া পাংশু বর্ণ হয়, সে রেণু সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই বায়ু অতি লঘু এবং দ্রুতগামী, কিন্তু প্রথমে তত উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয় না—যত বহিতে থাকে, উত্তরোত্তর ততই উগ্র ভাব ধারণ করে। জীব মাত্রেরই শরীরে ইহার ফল প্রত্যক্ষ হয়। শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুসফুস বিস্তারিত না হইলে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলে না। লঘু বায়ুতে শ্বাসযন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকে। চর্ম্ম নীরস ও কর্কশ হইয়া উঠে এবং শরীরের অভ্যন্তর অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়। অধিক পরিমাণে জলপান করা বিফল,

তাহাতে দাহ নিবারণ হয় না। এবং শরীরে ঘর্ম্মেরও সঞ্চার হয় না; কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া শীতল হইবার আশা করাও বৃথা। মার্ব্বল, লোহা, ধাতুপাত্র, জল সকলই উষ্ণ, সূর্য্য বালুকা দ্বারা অদৃশ্য হইয়া থাকিলেও এই উষ্ণতার উপশম হয় না। লোকেরা পথ ঘাট পরিত্যাগ করে, দিবা দ্বিপ্রহর মধ্যাহ্ন রাত্রির ন্যায় মৃতবৎ নিস্তব্ধ! নগর ও পল্লীবাসীরা আপনাপন গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া কারাবাসীর ন্যায় বাস করে। বালুকারণ্য পর্য্যটকেরা তাঁবুর মধ্যে অথবা ভূমির নিম্নে গর্ত্ত খুলিয়া কষ্টে প্রাণ ধারণ করে। সচরাচর ৩ দিন এইরূপ বায়ু বহে, তাহার অধিক হইলে এককালে অসহ্য হয়। যে ভ্রমণকারী আশ্রয় স্থান হইতে দূরে গিয়া এই বায়ু প্রবাহের মুখে পতিত হয়, তাহার দুরবস্থার একশেষ এবং অবশেষে নিশ্চয় মৃত্যু। ঝটিকাকারে এই বায়ু বহিলে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়। বায়ুর দ্রুতগতির সহিত তাপ এত বৃদ্ধি হয়, যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিশ্বাস রোধ হইয়া এই মৃত্যু হয়। ফুসফুস শূন্য হইয়া উলটিয়া পড়ে, রক্তচালনা বিশৃঙ্খল হয়, সমুদয় রক্ত বক্ষ ও মস্তকের দিকে প্রবাহিত হয়, এইজন্য মৃত্যুর পর মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্তস্রোত বহির্গত হইয়া থাকে। স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বায়ু সমধিক পীড়াদায়ক। ক্লান্তিবশতঃ যাহাদিগের মাংসপেশী ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, ইহা তাহাদিগেরও পক্ষে অসহ্য হয়। মৃত্যুর পর শরীর অনেক ক্ষণ উষ্ণ থাকে, ফুলিয়া উঠে, নীলবর্ণ হয় ও শরীরের ভিন্ন ২ অংশ সহজে পৃথক্ করা যায়। শরীরের রস ও রক্তস্রোত বদ্ধ হওয়াতে তাহা এইরূপ পচিয়া উঠে। মুখ ও নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে আবৃত করিলে হঠাৎ মৃত্যু হয় না। উষ্ট্রেরা এই সময় তাহাদিগের স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা বালুকার মধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া রাখে এবং বায়ুপ্রবাহ অবসান না হইলে মুখ তুলে না। এই সময় বায়ু এত শুষ্ক হয়, যে মেজেতে জল ছড়াইলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুখিয়া যায়। এই শুষ্ক বায়ু স্পর্শে বৃক্ষ সকল বিশীর্ণ হয়, মনুষ্য শরীর হইতেও রস ভাগ শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া ফেলে। সাইমুম যখন বয়, অধিক স্থান যুড়িয়া বয় না, ইহাতেই রক্ষা, নতুবা সৃষ্টিনাশ হইত। বর্ণিত আছে, আসিরিয়া-রাজ সেনাচেরিবের অসংখ্য সৈন্য হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী হয়। বাইবেলে লেখে যে দেবদূত আসিয়া তাহাদিগকে বধ করে। অনেকে অনুমান করেন, সাইমুমই তাহাদিগের যমদূত হইয়া নিমেষে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

উপন্যাস।

সুখসম্মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন সন্ধ্যাকালে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা তাহাদিগের গৃহের যে গবাক্ষটী নদীর দিকে উন্মুক্ত, তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা, কি করিলে সুখী হওয়া যায়?" প্রশ্ন শুনিয়া জননীর বড় কষ্ট হইল। ভাবিলেন এ বয়সে যে ক্রীড়া বই বুঝিবে না, তাহার প্রাণেও দুঃখের শেল ফুটিয়াছে! এ চিন্তায় কি মায়ের চোখে জল না আসিয়া যায়? জননী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "শৈল, দুঃখে কষ্টে ভগবানের নাম করিলে বড় সুখ হয়। কিন্তু বাছা, তোমার কিসের দুঃখ? ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন।"

শৈলবালা কথা কহিল না; সে তাহার সরলতাময় নীলোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় অনন্ত বিস্তৃত নীলোজ্জ্বল সন্ধ্যাকাশে স্থাপন করিল। সে দেখিল আকাশের এক প্রান্তে একটী তারকা মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যদি সে তারকা-লোকে মানুষ থাকিত, তবে বোধ হয় দেখিতে পাইত, এ পৃথিবীর একখানি গৃহের গবাক্ষ দিয়া দুইটি তারকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

শৈলবালার যখন তিন বৎসর বয়স, সেই সময়ে তাহার পিতার কাল হয়। অভিভাবকের অভাবে, প্রতিবেশীর কুচক্রে ক্রমে ঘোর দারিদ্র আসিয়া ক্ষুদ্র পরিবারটীকে গ্রাস করিয়াছে। বাড়ীখানি এক রকম মন্দ ছিল না; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অপরিসীম কষ্ট! কতবার শৈলের মাতা ভাবিয়াছিল বাড়ী ঘর বেচিয়া ফেলি; কিন্তু দেখিলেন যে এ ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া কিরূপে গৃহশূন্য হইয়া থাকেন? তাই কোনরূপে কন্যাটীকে লইয়া বাড়ীতে মাথা গুঁজিয়া আছেন।

শৈলবালার চক্ষু আকাশের নীলপটে ও নদীর স্বচ্ছজলে চন্দ্রমা এবং নক্ষত্রের শোভায় অনেক ক্ষণ বদ্ধ ছিল। ঐ সরল ক্ষুদ্র প্রাণের সহিত স্বভাবের অতুল সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ? ঐ ভাসা ভাসা চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত চন্দ্র তারকার কিসের সম্বন্ধ? পাখীর গানে, বনলতার সৌন্দর্য্যে শৈলবালার প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায় কেন? সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গৃহের প্রান্তস্থিত একটী বৃক্ষ হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, শৈলবালার স্থির চক্ষু চঞ্চল হইল; জানালায় মুখ বাহির

করিয়া গাছের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কৈ পাখী দেখা গেল না। কিন্তু বৃক্ষ শাখায় মনুষ্যের মত কি ও? শৈলবালা তাকাইয়া তাকাইয়া নিরীক্ষণ করিল; দেখিল বাস্তবিক মানুষ। সে ভাবিল রাত্রিতে গাছে মানুষ কেন? ঐ গাছে চড়িয়া তো ছাদে উঠিতে পারা যায়—যে দিন ও পাড়ার মিত্রদের বাড়ীর ছেলে ঐ গাছে উঠিয়া ছাদে আসিয়াছিল। শৈলবালার ভয় হইল। সে ভাবিল ছাদে তাহার সাজ গোজ করা একটা পুতুল পড়িয়া আছে, যদি চোরে লইয়া যায়। শৈলবালা সাবধান, সাবধান, তোমার মাকে বল, যেন চোরে আদরের পুতুলটী চুরি করিতে না পারে। শৈল ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল "মা!" উত্তর পাইল না। দেখিল মাতা তাহার পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। শৈল আর ডাকিল না; সে বুঝিল তাহার মাতা ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন। সত্য সত্যই জননী সন্তানের কথায় ব্যাকুল হইয়া পরমেশ্বরের কাছে ইহাই ভিক্ষা করিতেছিলেন "হে প্রভো! এ পরিবারকে সুখে রাখিতে হয় সুখে রাখ, দুঃখে রাখিতে হয় দুঃখেই রাখ, কিন্তু এই করিও যেন সুখের উন্মাদে বা দুঃখের পীড়নে চির সুহৃদ্ তোমাকে না ভুলি।" ধীরে ধীরে রাত্রি কিছু বেশী হইল, এতক্ষণে শৈলবালা গাছের মানুষ এবং ছাদের পুতুল সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছে। শৈলবালা জানিত, সে রাত্রি গৃহে আহারের সংস্থান নাই; পাছে মা তাহাকে ক্ষুধার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাঁদেন, এই ভয়ে আগেই মাকে বলিল "মা আমায় ঘুম পাচ্ছে, তুমি শোবে না?" মা শৈলের মনের ভাব বুঝিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। মাতার চক্ষে জল কেন? এ দুঃখের অশ্রু না সুখের অশ্রু! কিন্তু শৈলবালা তুমি যা মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিলে, সে কথা মাকে জানাইবে না? অবোধ শৈল, সে কথা একবার মাকে জানাইলে ভাল হইত। শৈল ঘুমাইল; শৈলের মাতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। গাছে যে লোকটী উঠিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি? সে কি ছাদে পুতুল চুরি করিতে গেল? বৃক্ষের তলায় একজন মানুষ, ডালে একজন; আর ঐ ছাদে একজন! শৈলের মা জাগো জাগো; পুতুল চুরি যায় গো। এখন যদি কাল নিদ্রা না ভাঙ্গে, তবে আর চক্ষু মেলিও না। প্রকৃতি কেমন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চন্দ্র নক্ষত্র স্থির দৃষ্টিতে সংসারের নৃশংস মানবের পশুবৎ আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। সংসারের লোকের হৃদয় এমন পাষাণও আছে যে দুঃখীর সম্বল অপহরণ করে; এই কথা ভাবিয়াই যেন ঝাউগাছ সোঁ সোঁ করিয়া গভীর দুঃখের শ্বাস ছাড়িতেছে। এই সময়ের নিস্তব্ধতা কি ভয়ঙ্কর ভাব-

বাস্তুক! চোরে ছাদ হইতে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা সহজে উদ্‌ঘাটন করিল এবং নিঃশব্দে দুঃখিনীর ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণের পুতুল চুরি করিল। ধীরে ধীরে পুতুলটী এ হাত হইতে ও হাত চালিত হইয়া নিমেষে নদীর তীরে নীত হইল। শৈল, তুমি কি জাগিয়াছ, তবে চিৎকার কর না কেন? আহা দস্যুরা তোমার মুখ বাঁধিয়াছে। তবে আর কি করিবে? মায়ের কাছে শিখিয়াছ দুঃখে কষ্টে পড়িলে ভগবানের নাম করিতে হয়। তুমি অসহায়া, দুঃখিনীর কন্যা দুঃখিনী, আর তোমার অন্য উপায় নাই, দেখিও এ বিপৎকালে যেন সেই নাম লইতে ভুলিও না।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৫ সংখ্যা ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

কলম্বস এইরূপে নিজের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি যদিও এক্ষণে ভিন্ন দেশবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মাতৃভূমি জেনোয়ার মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহাতে এই আবিষ্কারের কার্য্যে সাহায্য করিয়া জেনোয়ার যশ, ক্ষমতা ও ধন বৃদ্ধি হয়, এই আশায় তিনি স্বদেশের শাসন-সভায় নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিবস হইতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশবাসী হওয়াতে তাঁহার দেশীয় লোকেরা তাঁহার ক্ষমতার বিষয় বিশেষ অবগত ছিল না। তাহারা তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অবিবেচকের ন্যায় তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল এবং এইরূপে স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব পুনরুজ্জ্বল করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল।

এইরূপে জেনোয়ায় নিরাশ হইয়া কলম্বস ভাবিলেন যে তিনি পর্টুগালের রাজার অধীনে অনেক দিন বাস করিতেছেন, অতএব স্বদেশে নিরাশ হইবার পর তাঁহার আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করাই প্রথম কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় জনের নিকট তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। পর্টুগেলে সকলেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সদ্‌গুণের বিষয় অবগত ছিল। তাঁহার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস থাকাতে একদিকে যেমন লোকের মনে হইতে লাগিল

যে তাঁহার প্রস্তাব অসম্ভব না হইতে পারে, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহার চরিত্রেও লোকের আস্থা ছিল, সুতরাং প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থলাভের চেষ্টা বা তদ্রূপ অন্য কোন নীচ অভিপ্রায়ের সন্দেহও তাঁহার সম্বন্ধে লোকের মনে স্থান পায় নাই। এইজন্য জন যত্নপূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, এবং এই বিষয় মীমাংসার ভার সিউটার ধর্ম্মযাজক ডেগো অর্টিজ ও দুইজন য়িহুদী চিকিৎসকের উপর অর্পণ করিলেন। ইঁহারা তিন জনেই ভুগোলবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বাণিজ্য যাত্রাদি সম্বন্ধে রাজা ইঁহাদেরই পরামর্শানুসারে চলিতেন। ইঁহাদেরই উপদেশ মত পর্টুগীজদের সমস্ত আবিষ্কার কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কলম্বস যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন এবং যে পন্থাকে তিনি অনায়াসসাধ্য বলিতেছিলেন, তাঁহারা পর্টুগীজদিগকে ঠিক তাহার বিপরীত পথ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা দেখিলেন যে যদি কলম্বসের প্রস্তাব গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের প্রদর্শিত পথকে কষ্টসাধ্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয় ও কলম্বসকে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা প্রথমে এরূপ ভাবে আপত্তি সকল উত্থাপন করিতে লাগিলেন যাহাতে কলম্বসের মত ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তাঁহার মনের কথা কতক কতক বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারা আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত তাঁহার গোচর করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা এই চক্রান্ত করিলেন, যে কলম্বস এই প্রস্তাব সুসিদ্ধ করিয়া যে সম্মান ও সমৃদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। এই মানসে তাঁহারা রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে কলম্বস যে পথের প্রস্তাব করিয়াছেন ঠিক সেই পথ দিয়া গোপনে কয়েকখানি অর্ণবপোত প্রেরণ করা হউক। জন তাঁহাদের পরামর্শে রাজোচিত মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া এই নীচ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির উপর এই আবিষ্কারের ভার দেওয়া হইল, তাঁহার এই সুমহৎ কার্য্য সাধনের উপযুক্ত প্রতিভাও ছিল না, দৃঢ়তাও ছিল না। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া স্থলের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। বিপরীত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; তাঁহার সাহসও তৎসঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইতে লাগিল; এবং অবশেষে কলম্বসের সিদ্ধান্তকে অসম্ভব ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া অভিসম্পাত করিতে করিতে তিনি লিস্‌বনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই নীচ প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় জানিতে পারিয়া কলম্বসের

হৃদয়ে অত্যন্ত বিরক্তির উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্টুগাল পরিত্যাগ করিয়া স্পেন দেশে গমন করিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলম্বস স্পেনে উপস্থিত হইয়া কাষ্টাইল ও আরাগণের রাজা ফার্ডিনাণ্ড, ও রাজ্ঞী ইজাবেলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনে যতদূর দেখিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা ও রাজ-সভাসদ্দিগের নিকট আবেদনের সফলতার উপর তাঁহার আর বড় বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তিনি স্পেনে সাহায্য পাইবার আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রাতা বার্থোলোমিউকে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরির নিকট প্রেরণ করিলেন, কারণ সপ্তম হেনরি অত্যন্ত বিবেচক ও ধনবান্ রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কলম্বস্ স্পেনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। এই সময়ে ফার্ডিনাণ্ডের সহিত স্পেনের শেষ মুসলমান রাজ্য গ্রানাডার ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছিল; ফার্ডিনাণ্ড ও দুঃসাহসিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপারে সাহায্য করিবার লোক ছিলেন না, কারণ তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। রাজ্ঞী ইজাবেলা যদিও অধিকতর উদার ও এরূপ ব্যাপারে উৎসাহ দিবার উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি সকল বিষয়ে স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। এতদ্ভিন্ন মুসলমান-দিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকাতে এক দিকে স্পানিয়ার্ডদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় ছিল না, এবং অপর দিকে এই সকল যুদ্ধাদিতেই তাহাদের যশোলিপ্সা চরিতার্থ হইতেছিল। তাহাতে আবার স্পানিয়ার্ডগণ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ অত্যন্ত অলস ও দীর্ঘসূত্রী, সুতরাং এরূপ অবস্থায় কলম্বসের আশা সফল হইতে যে বিলম্ব হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

RARE BOOK
Imp 38697 — 26/4/07

প্রকৃত দয়া ও কুমারী ল।

অন্যের কষ্টে কাতর এবং তাহা মোচনার্থ যত্নবান্ হওয়ার নামই দয়া। ইহা মনের একটী উচ্চ গুণ এবং কেবল মনুষ্যোতেই দেখা যায়। দয়াই সকল ধর্ম্মের আকর। ঈশ্বরভক্তিরূপ ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইলে ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম পদার্থ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহার অধিকারীদিগের মুখেরক্ত

কথাই নাই, আবার অন্যে তাহাদিগকে দর্শন বা তাহাদিগের নাম উল্লেখেও বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হয়। দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই প্রাতঃ স্মরণীয়। জীব মাত্রেই স্বার্থপর, একমাত্র দয়া মনুষ্যকে নিঃস্বার্থ দেবোপম করিয়া দেয়। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য নিজ স্বচ্ছন্দতায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের হিত সাধন করিতেছেন, এমন কি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জন করিয়া থাকেন!

ভগবান্ অবলাকে দয়া গুণে সমধিক ভূষিত করিয়াছেন। মাতা, ভগ্নী, পত্নী ও কন্যার অকৃত্রিম ভালবাসার তুলনা কোথায় পাইবে? পীড়া হইলে ইহাদিগের তুল্য সেবা শুশ্রূষা কে করে? আমি পুত্রগণের অগৌরব করিতেছি না, তাহারা নিঃসন্দেহে স্নেহের পাত্র; কিন্তু কন্যা আমার নিকট প্রিয়তর বোধহয়, প্রতিবাসী বা অতিথির দুঃখে তাহার ন্যায় কে এত অশ্রুপাত করে? পাঠিকাগণ দেখিও যেন এই স্বজাতির স্বাভাবিক গুণের ত্রুটি তোমাদের জীবনে লক্ষিত না হয়। ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, ইহার নিমিত্তই তোমরা সাধারণের নিকট পূজ্য ও আদরণীয়।

দয়ার একটী কার্য্য দান। অনেকে এরূপ ভাবেন যে কামিনীগণ দানের বিঘ্ন স্বরূপ। পুরুষ যত দিন একাকী থাকেন, ততদিন অকাতরে খরচ করেন, কিন্তু বিবাহ করিলেই কৃপণ হন। কতকদূর ইহা সত্য বটে। স্ত্রীলোক লইয়া সংসার এবং গৃহস্থেরা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেক সময় ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বজনক জননীরূপে দেখেন এবং তাঁহাকেই বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ কথা খাটে না। তাঁহারা আপনার কিছুমাত্র থাকিতে অন্যকে ক্লেশ পাইতে দেন না। ফলতঃ আমাদের দেশেই দেখুন না কেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শরৎসুন্দরী অপেক্ষা কে অধিক দাতা? ইহারা বদান্যতার একপ্রকার আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু ইহাদিগের ঐশ্বর্য্য অতুল, দানও অপরিমেয় ভাবিয়া পাঠিকাগণ আপনাদিগের ক্ষুদ্রাবস্থায় হতাশ্বাস হইয়া যেন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় না হন। অর্থের পরিমাণ লইয়া দানের মহত্ত্ব নিরূপিত হয় না। ঈশ্বর মন দেখেন। কর্ম্মকাণ্ডের চরম ফল মনের উৎকর্ষসাধন। যতদূর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিই, ততদূরই স্বর্গ রাজ্যের নিকটস্থ হই। আত্মার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরমাত্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব। সেই অনন্ত মহানের নিকট অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ আপনাকে জানিয়া অহমিকা এককালে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু সাবধান! সুখ্যাতির আশায় কার্য্য করিও না। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ মনে করিও, যশ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষায় অধোগতি হয়। ভগবানের

উদ্দেশে ও তাঁহার প্রীত্যর্থ সকল কার্য্য করিও, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রকৃত ও অনন্ত প্রেমানন্দ ভোগ করিবে। পরম ভক্ত সাধু জর্জ্জ মুলারের গ্রন্থ হইতে একটী রমণীর বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে, পাঠিকাগণ তাহাতে দেখিবেন, দয়ার জন্য মন থাকিলে ধনের অভাব হয় না।

কুমারী ল—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে সূচিকা কার্য্য দ্বারা মাসে ৭। ৭ টাকা অর্জ্জন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন। তাহার মাতামহী কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া মরেন। পিতা যাবজ্জীবন উহার উপস্বত্বমাত্র ভোগী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মূলধন এক ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী মধ্যে তুল্য রূপে বিভক্ত হওয়ায় এক এক জন ৪৮০০টাকা পান। জনক সুরাপায়ী, কাজেই অপব্যয়ী থাকায় ঋণ রাখিয়া যান। সন্তানেরা যদিও কোন মতে ঐ টাকার জন্য দায়ী নয়, তথাচ ভদ্রতা করিয়া দেনার ।० দিন এবং মহাজনেরা অগত্যা তাহাই সন্তোষ পূর্ব্বক লইল। কিন্তু জন্মদাতার নামে কলঙ্ক এবং ঋণ জন্য পরলোকে সদ্‌গতির ব্যাঘাত আশঙ্কায় কুমারী ল নিজ অংশ হইতে অতিরিক্ত ৪০০ টাকা দিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন। জননীকে অপর সন্তানেরা ৫০০ টাকা দেন, কিন্তু তিনি এক কালে সহস্র টাকা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই শুনিলেন যে জর্জ মূলার পিতৃমাতৃহীনদের জন্য এক অনাথ আশ্রম স্থাপনে উদ্যত—তিনি উহার সাহায্যার্থ গুপ্ত ভাবে অন্যের হাত দিয়া একহাজার টাকা পাঠান। দাতার আয়ের অবস্থা শুনিয়া মুলার প্রথমতঃ ঐ টাকা লইতে স্বীকৃত হন নাই, পরে কুমারীর সহিত আলাপ হওয়ায় দেখিলেন যে তিনি যথার্থ ধর্ম্ম-পরায়ণা—ঈশ্বরে তাঁহার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস এবং তাহার ধর্ম্মের আদেশানু-সারে কাজ করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। কুমারী তাঁহাকে বলিলেন "টাকাত দিতেছি না, অনন্ত কালের নিমিত্ত জমা করিতেছি এবং ইহার বদলে নিশ্চয়ই শত শত গুণ অধিক মূল্যের দ্রব্য পাইব। ইহা কি দেববাণী নয় যে সংসারে ধন সঞ্চয় করিও না, কেন না তথায় চোরে চুরি এবং বাটপাড়ে প্রবঞ্চনা করিয়া লইতে পারে। তদ্ভিন্ন ঈশা আমার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার তৃপ্ত্যর্থ আমার যথা সর্ব্বস্ব দিলেও সে ঋণ শোধ হয় না, হাজার টাকা কোন্ তুচ্ছ!" মুলার ভক্তের দান আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করিলেন। ইহার ৭মাস পরে কুমারী একদিন পাদরী মুলারের নিকট আসিয়া কহিলেন যে তোমা-কর্ত্তৃক স্থাপিত ধর্ম্মোন্নতি সভার শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে করিতে মনে হইল যে কেবল রুক্ষ বচনে কি ফল? আমার যে ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহার প্রমাণ কই।

যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ অর্থ দ্বারা ইহার আনুকূল্য করা আবশ্যক এবং সেই জন্য ৫০০ টাকা আনিয়াছি। প্রাপ্যধনের ইহা শেষাংশ ভাবিয়া সাহেব টাকা লইতে কিন্তু করিতে লাগিলেন। শেষে দেখেন কুমারী ছাড়িবার নন। তিনি বলিলেন আমি যে পরমাহ্লাদের সহিত এই দান করিতেছি, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আর ৫ আধুলি আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে সাধারণের হিতার্থ উপরিউক্ত দানভিন্ন প্রতিবাসী দুঃস্থদিগের মধ্যে যাহার যে অভাব হইত, তিনি সাধ্যানুসারে তৎপূরণে যত্নবতী হইতেন। সময়ে সময়ে কাহাকে বা পথ্য কাহাকে বা অন্ন বস্ত্র দিতেন। অতি গুপ্ত ভাবে তাঁহার এ সকল দান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, দুই চারি জন ভিন্ন কেহই জানিত না। সাধারণের নিকট তাঁহার নাম আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহসংসারে তিনি আপনার জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্গধামে প্রেমময়ের ক্রোড়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য সহৃদয়তা! ধন্য ইংলণ্ড যথায় দুঃখীদিগের মধ্যে এরূপ সাধুতা। এই নিমিত্তই তুমি এরূপ সৌভাগ্যশালিনী! তোমার পুত্র কন্যারা ভগবানের কৃপায় পাত্র হইয়া দিন দিন প্রকৃত সভ্যতার আরও শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন। আমরা কেবল যেন নিরাপদে তোমার অধীনে থাকিয়াই সন্তুষ্ট না হই, কিন্তু তোমার সাধু দৃষ্টান্তে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হই। কুমারী ক ১৮৪৪ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যদিও দুর্ব্বলা ও রুগ্ন ছিলেন, কিন্তু স্বীয় অর্জ্জিত ধনে মনের সুখে কাল কাটাইতেন। জীবনের শেষ কয়েক মাস একেকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু আত্মীয়গণ কোন ক্রমে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে দেন নাই।

দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ।

আমরা চক্ষুদ্বারা যাহা দর্শন করি, তাহা ছাড়া ঈশ্বরের যে কত সৃষ্টি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ এই দুইটী যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়া মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তিকে অনেক উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে এবং মনুষ্যের চক্ষে সৃষ্টিরাজ্যকে সহস্রগুণ অধিক প্রশস্ত করিয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দূরের বস্তুকে নিকটস্থ এবং বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া থাকে। কত কোটী কোটী যোজন দূরে নক্ষত্র সকল রহিয়াছে, কিন্তু এই যন্ত্র দিয়া দেখিলে তাহারা চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটী মশা হাতীর মত

দেখায়। কিন্তু এই যন্ত্রদ্বয় অদৃশ্য জগতের সকল পদার্থ কি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে? কখনই নয়। ইহারা যত উৎকৃষ্ট হইতেছে, তত অধিক পদার্থ আবিষ্কৃত করিতেছে। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনন্ত, যত আমাদিগের দেখিবার শক্তি বাড়িবে, ততই নূতন নূতন পদার্থ পুঞ্জ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইব এবং সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র জ্যোতির্বিদ্যার আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে এবং কত দূর হইতে সুদূরের সংবাদ আমাদিগের নিকেট আনয়ন করিতেছে। কিন্তু ইহার কৌশল প্রথমে একটী বালক কর্ত্তৃক বাহির হয়। হলণ্ডের মিডলবর্গ নগরের একজন চসমাওয়ালার পুত্র পিতার দোকানে কাচ লইয়া খেলা করিতেছিল। দুইখানি কাচ হাতে করিয়া একবার কাছাকাছি একবার দূরে দূরে রাখিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতেছিল, সে হঠাৎ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে গির্জার চূড়াটা অনেক বড় হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, কিন্তু উলটা দেখা যাইতেছে। সে পিতাকে ডাকিয়া বলিল, দেখ দেখ এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য। তাহার পিতা বুদ্ধিমান্ ও শিল্পকুশল ছিলেন, তিনি একখানি তক্তার উপর দুইখানি কাচ এমন ভাবে বসাইলেন যে তাহাদিগকে ইচ্ছামত সরাইয়া সরাইয়া রাখা যায় এবং এইরূপে সামান্য প্রকার দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাতে দূরস্থ পদার্থ নিকটস্থ বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিও এই সংবাদ শুনিবামাত্র যন্ত্রটীর কৌশল এককালে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য অভিনিবিষ্ট হইলেন। তিনি লম্বা এক নলের দুই ধারে কাচ বসাইয়া প্রথম দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদ্বারা গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম বার যখন নক্ষত্রমালা বিভূষিত আকাশ এই যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত কি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইল! দেখিলেন বৃহস্পতিগ্রহ অতি বৃহদাকার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহার চতুর্দ্দিকে আবার ৪টী চন্দ্র; চন্দ্রমণ্ডলে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকল দৃষ্ট হইতেছে; খালি চক্ষে আকাশে যেখানে কিছুই দেখা যায় নাই সেখানে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। পরে তিনি সূর্য্যমণ্ডল যখন দেখিলেন, দেখিলেন চন্দ্রের মত তাহাতেও কলঙ্ক রহিয়াছে। ১৬১০ সালে এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়। তৎপরে ৩৭০ বৎসর গত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রভৃতি যত তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করা যাইতেছে, ততই তাহাদিগের সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতেছে। দূরত্বের সকল বাধা ক্রমশঃ অতিক্রম

করিয়া আমাদিগের দৃষ্টি কোটী কোটী ক্রোশ পথ ছাড়াইয়া উঠিতেছে এবং বিস্ফারিত চক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার উপলব্ধি হইতেছে। বিজ্ঞান কৌশলে সৃষ্টির আরও কত আশ্চর্য্য দৃশ্য আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহার ইচ্ছায় এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে, তাঁহার মহত্ব মনুষ্যের বুদ্ধি কি প্রকার ধারণা করিবে!

(ক্রমশঃ)

সীতার বনবাস।

স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের অত্যাচারের কথা ভাবিলে মনে কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণার উদয় হয়। কি পুরাকালে, কি বর্ত্তমান কালে, এই মহাপাপে জগৎ কলঙ্কিত হইয়া আসিতেছে; এবং যত দিন মানব-হৃদয়ের বিশেষ উন্নতি না হইতেছে, ততদিন এই কলঙ্কের পরিসমাপ্তি নাই। কিন্তু যে স্থলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সাধু, উভয়েই স্নেহের আদর্শস্বরূপ, অথচ সেই পুরুষের হস্তে সেই সাধ্বী, প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে অতি বিরল। বোধ হয় সীতার বনবাস ব্যতীত ইহার অন্য উদাহরণ নাই।

রাম সীতাকে ভাল বাসিতেন একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিধাতা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে চমৎকার সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ আবদ্ধ রহিয়াছে। যাহারা নিতান্ত কঠোর-হৃদয়, তাহারাই কেবল এই স্বাভাবিক নিয়মের অন্যথা করিতে সক্ষম। যদিচ এরূপ প্রকৃতির লোকের সংখ্যা স্বল্প নহে, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ জগতে বিশুদ্ধ দাম্পত্য ভাবেরও অভাব নাই। তাই বলিতেছিলাম রাম সীতাকে ভাল বাসিতেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তথাপি রাম সীতার ভাল বাসার ও অপর স্ত্রীপুরুষের ভাল বাসার একটু প্রভেদ আছে। সীতার ন্যায় গুণবতী রমণী জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সীতার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা কয়জন সৌভাগ্যশালী পুরুষের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? যিনি অতি দুশ্চারিণীর ন্যায় রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও কখনও এক দিনের জন্যও রামের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, বরং দিবানিশি বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পুনরায় যদি তাঁহাকে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাহইলে রামচন্দ্রই যেন তাঁহার ভর্ত্তা হন,—তিনি কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রী তাহা আমাদের বোধাতীত। সামান্যা মানবীর সহিত তাঁহাকে তুলনা করিতে গেলে মনে কেমন এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হয়।

সুতরাং এরূপ স্ত্রীরত্নের প্রতি পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামের স্নেহ কত প্রগাঢ় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শুধু অনুমান কেন? ইহার প্রমাণও জাজ্বল্যমান। পঞ্চবটী বনে বসতিকালে একাকিনী পাইয়া দুষ্ট রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিল,রামচন্দ্র শূন্য কুটীর দেখিয়া কি পর্য্যন্ত না শোকাকুল,অধৈর্য্য ও হতচেতন হইয়াছিলেন! এস্থলে পাঠিকা বর্গ বলিতে পারেন এরূপ অবস্থায় কে না শোকে অধীর হইবে? সত্য, কিন্তু শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়া রামের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি ও দৃঢ়চিত্ত পুরুষের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। তাঁহার বনবাস বৃত্তান্তটা একবার ভাবিয়া দেখ। রাম কল্য পিতৃদত্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন, রাজবংশ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশের তিনি প্রধান পুরুষ হইবেন, তাঁহার মনে কত আশা,কত ভরসা, কত সুখ স্বপ্ন উদিত হইতেছে! রাম যে দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করেন সেই দিকে কেবল মঙ্গল চিহ্ন, অভিষেকের বহুবিধ আয়োজন হইতেছে,—রজনী প্রভাত হইলেই রাম রাজা হইবেন। ইতি মধ্যে হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে বজ্রধ্বনি হইল— রামের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য কৈকেয়ীর হৃদয়ে সহিল না। পিতা, মাতা, স্বদেশ, সিংহাসন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে (দুই এক বৎসর নহে) চতুর্দ্দশ বৎসর বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে কালাতিপাত করিতে হইবে। এই ভয়ানক সংবাদ অচিরে রামের কর্ণগোচর হইল। এরূপ শাস্তির অপেক্ষা প্রাণদণ্ড সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তথাপি রামের হৃদয় অণুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইল না। তিনি স্বচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। জগতে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তৎসমুদয় যিনি অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, তাঁহার ধৈর্য্য শক্তি কতদূর প্রবল ভাবিয়া দেখ। সেই রাম কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া যখন দেখিলেন সীতা নাই, তখন তাঁহার সেই ধৈর্য্য কোথায় রহিল! তিনি বনে বনে বালকের মত রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মণ একদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন— 'আর্য্যের সে সময়ের ক্রিয়া কলাপ দেখিলে পাষাণও রোদন করিত, বজ্রেরও হৃদয় দলিত হইত।' পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রে ও একজন সামান্য মনুষ্যে তখন আর বিশেষ প্রভেদ রহিল না। ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ শুদ্ধ এই মাত্র যে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের স্নেহ অলৌকিক ভাবাপন্ন ছিল। যে ব্যক্তি সিংহাসনে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই, সীতা বিরহে সেইব্যক্তি একেবারে উন্মত্তের মত হইলেন। বুঝিয়া দেখ রাম সীতাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ কত সাময়িক পত্র আছে, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ১৮৮০ সালে ইহাদের সংখ্যা ৩৪,২৭৪ এবং হাজার কোটীর অধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়া থাকে গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১৯,৫৫৭, উত্তর আমেরিকায় ১২,৪০০, আসিয়ায় ৭৭৫, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬৬৯, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬০৯, আফ্রিকায় ১৩২ মাত্র। সমুদায় পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড পৃথিবীর এককোণে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ হইয়াও ভাষা দ্বারা পৃথিবীর সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে।

২। লোহিত সাগরে যে মনুষ্যাকৃতি মৎস্য ধৃত হইয়াছে তাহা দীর্ঘে ৮ ফিট এবং পরিধিতে ২॥ ফিট। সুয়েজের নিকট ইহা ধৃত হয়, যে ধরে সে নাকি ইহার যোড়া একটী স্ত্রীমৎস্য দেখিয়াছে।

৩। আমরা অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভারত সংস্কার সভার অধীনে উচ্চশ্রেণীর একটী স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবারে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ সুবিস্তৃত, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সুখের বটে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী (প্রথমখণ্ড)—ইহাতে থিয়োডোর পার্কার ও ভগিনী ডোরার আখ্যায়িকা আছে। শেষোক্ত প্রস্তাবটী বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং থিয়োডর পার্কারের জীবন জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ পূর্ণ, সুতরাং এ পুস্তকখানি যে পাঠিকাগণের হৃদ্য হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্গসমাজে প্রকৃত মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, উন্নত জীবন গঠনের পক্ষে ইহা একটী প্রধান উপায়। আমরা এই পুস্তিকার উত্তর খণ্ড সকল দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

২। নবলতিকা—রায়যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। এখানি উপন্যাসগ্রন্থ, ইহার লেখায় আকর্ষণ আছে। লেখক বলিয়াছেন এ পুস্তক পড়িলে কাহারও স্বভাব খারাপ হইবে না, আমরাও সেইরূপ আশা করি।

৩। ত্রিদিবতৃষ্ণা অর্থাৎ অন্বেষণ—সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। লেখকের পদ্য লিখিবার শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সফল প্রযত্ন হইতে পারিবেন।

৪। চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দশ বার্ষিক রিপোর্ট—চৌদবৎসর হইল এই বিদ্যালয়টী স্থায়ী হইয়া

স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেছে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। এক সময়ে ইহা বেথুন স্কুলের সমকক্ষ হইয়াছিল। এখনও ইহার শিক্ষা কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে, তবে অর্থাভাবে উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

বামাগণের রচনা।

কার্য্যেতেই মহত্ত্ব।

কার্য্যেতে এরূপ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আছে যাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক জন লোক অতি উচ্চ পদবীস্থ হইলেও তাঁহাকে কোন কার্য্যে রত দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, আলস্যের ক্রোড়ে নিদ্রিত দেখিলে মনোমধ্যে তদ্রূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহাই মনুষ্য স্বভাব। কার্য্য যত ছোট হউক না কেন, তাহাতে একরূপ মহত্ত্ব ও গৌরব আছে। একজন অর্থশীল ব্যক্তি কোন চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন, তাঁহার যেরূপ গৌরব; একজন দরিদ্র পথিমধ্যস্থ এক পীড়িত ক্রন্দনার্ত্ত বালককে উঠাইয়া তাহার নয়নাশ্রুমোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটী পয়সা দিলেন, এই ব্যক্তিরও কি সেইরূপ গৌরব নয়? আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত, তাঁহার সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত যখন কোন না কোন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত আছে, তখন কি আমাদের নিকর্ম্মা হইয়া থাকা উচিত?

যে স্থান এক সময়ে অরণ্য প্রায় ছিল, মনুষ্যের পরিশ্রমে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া শস্য পূর্ণ ভূমিতে পরিণত হইল, ক্রমে সেখানে নানা প্রকার ফল মূল উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং দিন কতক পরে উচ্চ অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইল; ইহা দেখিলে পরিশ্রমের অসাধ্য কিছুই নাই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় সুতরাং আমরাও পরিশ্রম করিলে কি কোন না কোন কার্য্য করিতে পারিব না?

মনুষ্য যে পর্য্যন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সন্দেহ, দুঃখ, নিরাশা প্রভৃতি ভাব হৃদয়ে উত্থিত হয়, কিন্তু যেই প্রাণ মন দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অমনি সেই সকল কোথায় বিদূরিত হয়। তখনহইতে মনুষ্য মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়।

পরিশ্রমের অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিলে অন্য সকল কুপ্রবৃত্তি ভস্মে পরিণত হয়।

এরূপ দেখা যায় যে যখন আমরা অলস হইয়া থাকি, তখনই আমরা অধিক পাপে লিপ্ত থাকি। এবং তখনই বহু প্রকার পরনিন্দা বৃথা গল্প ইত্যাদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি কখন কখন এরূপ হয় যে কোন কার্য্যকরিতে ইচ্ছা করে না, আলস্য আসিয়া এরূপ দৃঢ় রূপে আক্রমণ করে যে তখন তাহার হস্ত হইতে এড়ান অতি আয়াসসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যদি কেহ এরূপ সময় আলস্যকে দূর করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনের ভাবী উন্নতি সহজে সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘোরশত্রু আলস্যকে তাড়াইয়া সকলেরই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া বাঁচিয়া কোন সুখ নাই। আজ যদি পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ স্থগিত করে, তাহা হইলে কি উপায় হয়? পৃথিবী যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার অসম্পূর্ণতা, অসমানতা কিছুই দেখাযায় না, তাহাতে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহাও ক্রমে বিদূরিত হয়। এইরূপে আমরাও যদি কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের অনেক অভাব পূর্ণ হয়। পরিশ্রমী কুম্ভকার যেরূপ কর্দ্দম হইতে সুন্দর সুন্দর পাত্র নির্ম্মাণ করে সেইরূপ পরিশ্রম করিলে আমরাও আমাদের এই কর্দ্দমের ন্যায় হৃদয়কে কি না করিতে পারি? আমার নিন্দা করিবার অভ্যাস আছে, চেষ্টা করিলে কি তাহা নিবারণ করিতে পারি না? আপনার বৃথা গল্প করিয়া সময় কাটাইবার অভ্যাস আছে, আপনি কি পরিশ্রম করিলে তাহা দূর করিতে পারেন না? যাঁহারা অলস ও পরিশ্রমে বিমুখ তাঁহাদের হৃদয়ে অনেক সৎ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা কোন দিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না।

যিনি জীবনের উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী, তাঁহার আর অভাব কি? কারণ জীবন কেবল কার্য্যের নিমিত্ত। যখন হইতে আমরা কার্য্য করিতে আরম্ভ করি, তখন হইতে আমাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে আমাদের মনে কতকগুলি মত মাত্র থাকে কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা যত বিষয়ে অজ্ঞ থাকি এবং যে যে সন্দেহ থাকে ক্রমে তাহা ভঞ্জন হয়। কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে আমাদের সাহস, অধ্যবসায়, বিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়।

অনেক কার্য্য প্রথমে অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হৃদয় ঢালিয়া করিতে আরম্ভ করিলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। যখন সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস বলেন যে সমুদ্রের অপর পারে ভূমি আছে, তখন দেশস্থ পণ্ডিত সমূহ তাঁহাকে পাগল জ্ঞান করিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করেন।

কিন্তু তিনি কিছুতেই হতাশ্বাস হন নাই। তাঁহার অবস্থা যেরূপ অসচ্ছল ছিল, তাহাতে এরূপ সুকঠিন কার্য্যে হস্ত দেওয়া আমাদের নিকট ও বাতুল প্রায় বোধ হয়, কিন্তু তিনি সঙ্কল্প সাধনে সমর্থ হইলেন। কার্য্য অর্থের উপর নির্ভর করে না। আমার এ কার্য্য করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ উপযুক্ত অর্থাভাবে বা উপযুক্ত সুযোগ অভাবে করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার ইচ্ছারই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়।

কলম্বস যখন এত দরিদ্র অবস্থায় থাকিয়া ওরূপ সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তখন কে না বলিবে যে ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে। কার্য্য করিতে হইলে পরিশ্রম ও ইচ্ছা উভয়ই চাই। সুতরাং ভগিগণ! আজ আসুন, প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। সকলে একবার ভাবিয়া দেখুন যে যদি আজ আমাদের পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়াছি, ইহা আমাদের বলিবার কতদূর অধিকার আছে। আমার বিবেচনায় অন্য কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়কে মহৎ করা উচিত।—"স্ত্রী জাতি অতি নিন্দা প্রিয়।" এই বলিয়া যে দোষটী আমাদের সকলকেই প্রদত্ত হইয়াছে, আমরাও কি সেই দোষটী ত্যাগ করিতে পারিব না? আমার বোধ হয় ইহার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে প্রীতি নাই। যে ধর্ম্মবন্ধনে সকলে বদ্ধ আছি, প্রীতি মূলক না হইলে তাহার প্রকৃত ফল লাভ হয় না। আমরা প্রত্যেকে কুমারী নাইটিঙ্গেল হইতে পারিব না বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে আমাদের সমাজে নিশ্চয়ই কবিবর Wordsworth এর ভগিনীর ন্যায় ভগিনী, কুমারী মেরী রাসেল মিটফোর্ড (Miss Mary Russel Mitford) এর ন্যায় দুহিতা এবং সেণ্ট অগষ্টিনের মাতা মণিকার ন্যায় জননী উৎপন্ন হইবেই। আসুন তবে আজ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যঅনুভব করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করি, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকেই "কার্য্য করিব" এই কথাটী আজ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

বঙ্গমহিলা সমাজের কোন সভ্য।

WINDSOR CASTLE.

This is one of the houses in which the Queen of England and Empress of India passes a good deal of her time. Windsor is about 22 miles from London. The river Thames flows on one side of the town, which it divides from the village of Eton. Here is a very large school for boys. It was founded by

Edward VI. A great many of the English Aristocracy send their sons to this school. Some part of it is very old. The chapel here is handsomer than St. George's chapel at Windsor. From the time of William the Conqueror 1066, the English kings have had a residence here. Part of the present castle was built as early as the 14th century. It was continually added to during succeeding years, but it was George IV., uncle of the present Queen, who had much of it rebuilt and converted into a suitable residence for himself and his successors. Nearly £800,000 were spent upon the Castle and the stables which are very large. In the reign of Queen Victoria it has not been much altered. The Castle is situated on a hill overlooking the town and a splendid view of the surrounding country for miles may be had by ascending the Round Tower which is of great height.

We will now describe the interior of the Castle. First there are the State apartments, which are reached by entering through the gates of the Castle and passing a beautiful garden full of flowers. At the foot of the Round Tower, the flower beds are arranged so as to represent the "Star of India." You then enter a waiting room, where there is a good picture of the Queen as a young woman and then pass into the Queen's Audience Chamber which has a fine ceiling painted to represent a Queen in the character of Britannia sitting in a triumphal Car, drawn by swans and attended by goddesses proceeding towards the Temple of Virtue. This is of course allegorical. The rooms all go out of one another and you enter in turn, the Presence Chamber, the Guard Chamber, the Waterloo Chamber, St. George's Chamber, the grand Banqueting Hall, the Grand Reception Room, the Throne and Anti-throne Rooms, the Queen's State Drawing room, the Vandyck Room, which was used to be the Ball Room and the Grand Vestibule. These apartments are only used on state occasions and the Queen does not live in them. These rooms are beautifully furnished with velvet cushions, sofas and chairs covered in red, blue, green, and yellow velvet, and handsome carpets of all kinds. The walls of the rooms are hung with pictures, most of which are portraits of celebrated people. There is also some very fine old tapestry, splendid mirrors of rare value and beautiful chandeliers, especially one in the grand Reception Room. This room is 90 feet long. It has magnificent windows with plate glass from which may be taken a splendid and extensive view over the parks and country. The ceiling is decorated with carved flowers and birds together with the royal arms. The floor is of oak inlaid with ebony. The furniture is gilt, covered with crimson damask silk. At one end of the room is a beautiful malachite vase, a kind of green marble, given to the Queen by the Emperor of Russia, and two large granite vases presented to king William IV. by the king of Russia. The Banqueting or Dining Hall is 200 feet long. It contains a very long table and a huge fire place. Here is the coronation chair, made of oak richly carved, in which the kings and queens of England are crowned. There are some very fine full length portraits of the Sovereigns of England from James I. to William IV. In the state Ante-Room there is a large harpsichord, on which Charles II. used to play, so it is a very old instrument. The private apartments which are seldom shown, are very interesting. There is a long corridor which runs the whole extent of the apartments and the rooms open out of it on each side. The walls are hung with paintings, many of them are incidents in the life of the Queen, such as her portrait in her coronation robes and her marriage with Prince Albert. There are many portraits and busts of all kinds in the corridor, a splendid collection of old China and rare vases of great value

are placed in magnificent cabinets round the walls. One large ebony cabinet beautifully carved belonged to Cardinal Wolsey. A group of statuary is near here, in white marble life size, of the Queen and the Prince Consort. Her Majesty is looking up to Prince Albert with an expression of grief and hope and great affection. Underneath are these lines "Allured to Brighter Worlds, and led the way." This piece of statuary was made after the death of the Prince. The White Drawing room is near here, in which Prince Albert took his last meal before his fatal illness, and which the Queen has not dined in since. Then come the crimson and green Drawing rooms, called so from the colour of their furniture. In the crimson room the band used to play every day during dinner when the Prince was alive, but it only plays there now on grand occasions. At one end of the corridor is the Queen's private sitting room, from which there is a splendid view of a three mile walks, called, "the Long Walk," which extends in a straight line between two beautiful rows of trees, into Windsor Forest. Then you come to three elegantly furnished rooms, which were fitted up on purpose for the Duke of Edinburg and his bride on their arrival from Russia. Then there is the Oak room where everything is made of oak, in which apartment the Queen always dines when she is at Windsor. This is not at all a large room. The private Royal chapel is small but pretty. The clock was presented by Henry VIII to his Queen Anne Boleyn and is very ancient looking. St. George's chapel is much larger and very grand looking. It is within the walls of the Castle, and some part of it, is very old. Here the Royal marriages generally take place, and a great many of the English sovereigns are buried. On the walls are hung the banners of the Knights of the Garter, with their insignier and coats of arms in brass. There is a beautiful memorial window in this chapel to Prince Albert. But the most splendid memorial to the Prince Consort is the chapel formerly called Cardinal Wolsey's. The walls are inlaid with marble of different colours and mosaic pictures are let into the walls made by different artists and some of them by a lady. In the centre of the chapel is the beautiful mausoleum erected to the memory of Prince Albert by the Royal family. His body is buried in a vault under the chapel. The whole was decorated by the wish of the Queen in memory of her husband. The royal stables are very extensive. They contain about 60 horses and 14 carriages. The horses are beautifully kept. They are very sleek and seem well-fed and cared for. They have their names painted over their stalls such as "Puss" "Destiny" "Breeze" and "Fidget." There are two very fine Arab horses, also a very old horse which the Queen used to ride and one that was ridden by Prince Albert which is 32 years old. They do not do any work now, but they look rather melancholy as they seem very weak. The Castle is surrounded on two sides by the little Park which at one time formed part of Windsor Forest. Then there is the great Park in which is the "Long Walk" running from the principal entrance of the Castle to the top of a commanding hill called Snow Hill. On each side of the walk there is a double row of stately elms. It is considered the finest thing of the kind in Europe. A colossal equestrian statue of George III is erected on the highest part of the hill. At the Southern extremity of the Park is Virginia Water, the largest artificial lake in England.

C. T.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৯ সংখ্যা। | জৈষ্ঠ ১২৮৯—জুন ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কৃত্রিম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য সভ্যদেশের লোকে কত প্রকারে আপনাদিগের অঙ্গবিকৃতি করিয়া অশেষ রোগ ভোগ করিয়া থাকেন, বামাবোধিনীতে ইহা অনেকবার লেখা গিয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সম্প্রতি বিলাতের রমণীগণ এই কুপ্রথার প্রতিবাদী হইয়াছেন এবং অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বন্ধনীদ্বারা কোমর ও বুক আঁটিয়া পোষাক পরিবেন না। 'ফ্যাসন' যতটুকু নির্দ্দোষ, জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য চিত্তরঞ্জন করে, করুক, কিন্তু ইহার জন্য শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করা ও মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয় কেন?

প্রায় ৩০ বৎসর হইতে চলিল, করুণস্বভাব বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের বিবাহ হওয়া উচিত কি না, এই প্রস্তাব অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র হিন্দু সমাজব্যাপী ঘোরতর আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনের ফলে একটী আইন হয়, তাহাতে বিধবা বিবাহ এবং বিবাহিত বিধবানারীর গর্ভজাত সন্তান সকলের বৈধতা স্থাপিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ অদ্যাপি প্রবেশ লাভে সমর্থ হয় নাই,বাঙ্গালী কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও ভীরুতাবশতঃ ইহার অনুকূলে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কে অগ্রসর হয় দেখি, বলিয়া দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা

করিয়া বসিয়া আছেন। বঙ্গসমাজে স্থানে স্থানে এ বিষয়ের পুনরান্দোলনের সূত্রপাত দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। উদ্যোগীদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য, বিধবা বিবাহকারীগণ যাহাতে সহানুভূতিকারী সমাজ পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হউন, নতুবা যে ব্যক্তি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সামাজিক নানা দুর্গতি ভোগ করিয়া শেষে পরিত্যক্ত জীবের ন্যায় থাকিতে হয়, ইহাতে বিধবাবিবাহের পথ প্রসারিত না হইয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। সাহস করিয়া এক স্থানে ৫টী ব্যক্তি এইরূপ বিবাহব্রতী হইয়া একটী ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করুন এবং ধর্ম্ম সাহসের সহিত জীবন ধারণ করুন, দেখিবেন তাঁহার দৃষ্টান্তে শত শত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকের মন প্রস্তুত হইয়া আছে, এ সময় সাহস করিয়া লাগিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

জাপানে বালক অপেক্ষা বালিকার আদর অধিক, এটী বড় সুখের সংবাদ। জাপানীরা বালকদিগকে বিশেষ কোন নাম না দিয়া ১ম পুত্র, ২য় পুত্র, ইত্যাদি নামে ডাকে, কিন্তু উত্তম উত্তম পুষ্প ও লতিকার নামে কন্যাদিগের নামকরণ করে। সমাজেও পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সুখের ব্যবস্থা অধিক আছে।

আমাদের দেশে প্রায় ছোট ছেলে মেয়েরই জন্মতিথি হয়, কিন্তু ইংরাজদিগের দেশে বুড়ো বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণীর জন্মোৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা পারিবারিক একটী যোগবন্ধন ও বিশেষ সুখ উপভোগ হয়। গত ১২ই এপ্রেল ওয়াইকোম্ব নামক স্থানের হারিস নাম্নী একটী বৃদ্ধা বিবীর শত বার্ষিক জন্মোৎসব হয়। তিনি এক শকটে আরোহণ করেন, তাঁহার সন্তান ও নাতিতে ২০০ শতের অধিক সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং সেই গাড়ী টানিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়। তাঁহার ১৬টী সন্তানের ১০টী উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি এরূপ সমাদর অনুকরণীয়।

আকস্মিক ঘটনা হইতে ভারতেশ্বরীর প্রাণ রক্ষা হওয়াতে ঝিন্দের মহারাজা রাজভক্তির চিহ্নস্বরূপ ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সাহায্যার্থ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা এই সভার একটী প্রধান উদ্দেশ্য সুতরাং মহারাজার দানে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির সহকারিতা হইবে আশা করিয়া আমরা সুখী হইতেছি। মহারাজার সদ্বুদ্ধিরও প্রশংসা করি। অনেক ধনীর ন্যায় আলো জ্বালিয়া বা আতোষবাজী

পোড়াইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন না করিয়া সংকার্য্যের উৎসাহ দান দ্বারা তিনি অর্থের সার্থকতা করিয়াছেন। এ দেশে এইরূপ দানের দৃষ্টান্ত অধিক হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দেখিতে চাই।

সিন্ধুদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের ঘোর অত্যাচার ছিল এবং তাহাতে অসংখ্য স্ত্রী-হত্যা সংঘটিত হইত। গবর্ণমেণ্টের শাসনে যদিও তাহা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীকে প্রহার করা রোগ অদ্যাপি তত্রত্য অধিবাসীদিগের বিলক্ষণ আছে। তথাকার পথ দিয়া চলিলে প্রহারজনিত স্ত্রীলোকের ক্রন্দন সর্ব্বদাই শ্রুত হয়। ইহারও শাসন নিতান্ত আবশ্যক।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী (ডিসরেলী) লর্ড বিকন্সফিল্ডের স্মরণার্থ এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।

নেপালে আজিও ভয়ঙ্কর সহমরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি চিলং নামক স্থানে এক কৃষক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার ৬০ বর্ষীয়া পত্নীকে সমারোহ পূর্ব্বক পতির সহিত দাহ করা হইয়াছে। এ নিষ্ঠুর প্রথা কি ভারতকে এককালে পরিত্যাগ করিবে না?

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ কত সাময়িক পত্র আছে, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ১৮৮০ সালে ইহাদের সংখ্যা ৩৪,২১৪ এবং হাজার কোটীর অধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়া থাকে গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১৯,৫৫৭, উত্তর আমেরিকায় ১২,৪০০, আসিয়ায় ৭৭৫, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬৬৯, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬০৯, আফ্রিকায় ১৩২ মাত্র। সমুদায় পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড পৃথিবীর এককোণে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ হইয়া পৃথিবীর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়াছে। অধিবাসীদিগের গুণেই দেশের গৌরব।

ভারতেশ্বরীর প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করাতে যে ব্যক্তি ধৃত হয়, সে বিচারে পাগল বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে এবং মুক্তি লাভ করিয়াছে। ধন্য ইংরাজ বিচার ও মহারাণীর ক্ষমা!

মহারাণীর দুর্ঘটনার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজা রাজড়া বড় বড় লোক কত পত্র লিখিয়াছেন, কুমারী এডিথ ইলিয়ট নাম্নী একটী বালিকাও সরল ভাষায় তাহার মনের আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া এক চিঠি লিখিয়া পাঠায়। মহারাণী তৎপাঠে অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে এক প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়াছেন। মহারাণীর প্রতি আপামর সাধারণের যেমন অনুরাগ, সকলের প্রতি তাঁহারও তেমনি সৌজন্য।

এদেশে সোণার মোহর চলিত করিবার জন্য অনেক দিন হইতে আন্দোলন চলিয়াছিল, শীঘ্র টাঁকশাল হইতে ইহা বাহির হইবে। মোহরে মহারাণীর বর্ত্তমান সময়ের চেহারা এবং মস্তকে সম্রাটের মুকুট আছে।

এক খানি ফরাসী পত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহিলাগণের বিশেষ স্বভাব এইরূপ চিত্রিত হইয়াছে—"ইংরাজ বিবি ঘোড়ায় চড়েন; মার্কিন রমণী পদব্রজে ধাবিতা হন; ফরাসী মহিলা পরিচ্ছদাগারে দিন কাটান; জর্ম্মান বিবি পাক কার্য্য এবং দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে গভীররূপে প্রবিষ্ট হন; স্পেনীয় সুন্দরীগণ নৃত্য এবং পাখা ব্যজনে বড় পটু; ইটালীয় কামিনী হাতে জপমালা এবং বুকে প্রণয়লিপির কৌটা ধারণ করেন; রুসীয় ভামিনীগণ রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শিনী।" বঙ্গ সুন্দরীগণের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা আমাদিগের পাঠিকাগণ নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিলে আমরা আপ্যায়িত হই।

নিশীথ চিন্তা।

আহা, কি দেখিলাম! অমানিশির আঁধারে গা ঢাকিয়া এই ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিলাম! নৈশ আঁধারে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন, নৈশ গভীরতায় সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ। তাহা ভেদ করিয়া কি সুন্দর অনন্ত দৃশ্যে দৃষ্টি বিচরণ করিতে লাগিল!—দেখিলাম ছোট ছোট, বড় বড় অসংখ্য তারকা স্বর্ণ পদ্মের ন্যায় জলিতেছে:—কোনটী নিবি নিবি জ্বলিতেছে, কোনটী পূর্ণ-জ্যোতিতে জ্বলিতেছে, আবার কোনটী রহিয়া রহিয়া এক এক বার উঁকি মারিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছে। দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। একটী স্থান শূন্য ছিল, দেখিতে দেখিতে তথায় একটী তারকার আবির্ভাব হইল, মন বড় প্রফুল্ল হইল, ভাবিলাম এ দৃশ্য কতই সুন্দর।

আমি অজ্ঞান ক্ষুদ্র পৃথিবীর লোক; কিছুই জানিনা, কিছুই বুঝিনা। যখনি ঐ আকাশপানে তাকাই, তখনি দেখিতে পাই ঐ আকাশ সুন্দর সুন্দর নক্ষত্র গুলি লইয়া, আমাদিগের পৃথিবীর ছাউনী-স্বরূপ হইয়া, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আর কিছু দেখিয়াও দেখি না, ভাবিয়াও ভাবিনা। সুতরাং সর্ব্বদা যাহা দেখি, তাহাইমাত্র দেখি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। আর আর দিন যাহা দেখি, যাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হই,

আজও কি তাহাই দেখিলাম, তাহাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম?—কখনও নয়। তবে আজ আমি কি দেখিলাম, তোমরা কেহ বলিতে পার?

আমি দেখিলাম, ঐ সুনীল গগন পৃথিবীর চন্দ্রাতপ নহে। ঐ যে নক্ষত্র আর অস্ফুট তারকা গুলি শোভা পাইতেছে, উহারা সকলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবী হইতে সমদূরে অবস্থিত নহে। উহারা একটী অন্যটীর উর্দ্ধে অন্যটী তদূর্দ্ধে। সুতরাং ঐ যে আকাশ দেখিতে পাই, যদি ঐ আকাশ সীমায় উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম উহার উর্দ্ধেও অন্য আকাশ রহিয়াছে। এইরূপ আকাশের উপর আকাশ, তাহার উপর আকাশ, আবার আকাশ, চতুর্দ্দিকে অনন্ত আকাশ—ব্রহ্মাণ্ড আকাশ ময়!!

সমস্ত ভূমণ্ডলে একটী বালুকাকণা যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আমাদিগের পৃথিবী এই অসীম অনন্ত শূন্যের তুলনায় তৎপরিমাণে স্থানও অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ যে নক্ষত্র গুলি দেখিতেছি, উহাদের মধ্যে এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যাহারা পৃথিবী হইতে শত সহস্র গুণ বড়। যে বস্তু যত বড়, সেই বস্তু তত অধিক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯৫০০০,০০০ নয় কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, কিন্তু অনেক নক্ষত্র সূর্য্যমণ্ডল হইতেও অধিক দূরে রহিয়াছে। যদি নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর ন্যায় ছোট হইত, তাহা হইলে এতদূর হইতে আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাইতাম না। অনেক নক্ষত্র এতদূরে রহিয়াছে যে তাহাদের নিকট হইতে আমাদের এ পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

আমরা যে সূর্য্য, যে চন্দ্র, আর যে যে নক্ষত্র দেখিতেছি, উহারা ভিন্ন আর সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র নাই এ কথা কে বলিবে? দূরবীক্ষণে এক এক নক্ষত্র এক এক সূর্য্য এবং এক এক গ্রহের চারিদিকে কত চন্দ্র দেখা যাইতেছে! আমাদের চক্ষু এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অগোচরও কত শত সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯৮০০০ মাইল:—অর্থাৎ এক গণিতে যত সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে আলো চতুর্দ্দিকে প্রায় একলক্ষ ক্রোশ ছুটিয়া যায়। যাহাদিগের আলো পৃথিবী পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাদিগকেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু ঐ অনন্ত আকাশে এরূপ অনেক সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি রহিয়াছে, যাহাদের আলো প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ চলিয়াও পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া গেল, সেই কল্পনাতীত সময়ের মধ্যেও পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহারা আমাদের দৃষ্টি পথের অগোচর রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে আকাশের কথা বলিয়াছি,

আইস এখন আর একবার সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এবার কি দেখিতেছি? কেন ঐ দেখ এবারও সেই সুন্দর চন্দ্রাতপ নক্ষত্র বৃন্দ ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে বিস্তৃত হইতেছে। আকাশের সীমা না থাকিলে আমরা এ কি দেখিতেছি?—এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই হইতে পারে। আমরা যাহা দেখিতেছি ঐটী আকাশের সীমা নয়, ঐটী আমাদের দৃষ্টি শক্তির শেষ সীমা। আমরা উহা হইতে আর অধিক দূর দেখিতে পাই না, সুতরাং তাহার পরে আকাশ থাকিলেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন না থাকিলে নীলবর্ণ দেখায়, ইহার কারণ কি? আমাদের দৃষ্টির শেষ সীমা ও পৃথিবী, এই উভয় স্থানের মধ্যে যত স্থান আছে, সেই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া যে বায়ু রহিয়াছে সেই বায়ু সমষ্টির বর্ণ নীল দেখায় বলিয়া আমরা আকাশ নীলবর্ণ দেখিতে পাই। সুতরাং ঐ নীলিমা আকাশের শেষ সীমা বলিয়া কখনও অনুমিত হইতে পারে না। অতএব আমরা দেখিতেছি ঐ নভোমণ্ডলের আদিও নাই, অন্তও নাই। অনন্ত আকাশে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে, চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নিরন্তর অবিশ্রান্ত অমিত বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যে সূর্য্য দেখিতেছি, উহার চতুর্দ্দিকে যেমন শত শত গ্রহ ঘুরিতেছে, সেইরূপ আরও কত অসংখ্য গ্রহ তারা আর আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে কে বলিবে! শূন্যের এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার অননুভূত ক্ষমতা কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিয়াই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উন্নত মস্তক আপনা আপনি অবনত হইল। তখন আবার পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখি সর্ব্বত্র আঁধারময়! এ আঁধারে আমরা কীটানুকীট, এ আঁধারে আমরা আলোর ভিখারী। আমরা যে আলোকের ভিখারী, সে আলোক সূর্য্যালোক নহে, সে আলোক দিব্য জ্যোতি—পুণ্যালোক ও ঐশ্বরিক আকর্ষণ। যাহারা এ আলোকে আলোকিত আর এ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদেরই জীবন ধন্য, তাহারাই শান্তির বিমল সুখভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সীতার বনবাস।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

এস্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। সীতাকে রাম শুধু ভালবাসিতেন তাহা নহে; সীতাবিরহ কিরূপ ভয়ানক ব্যাপার তাহাও তিনি

বিলক্ষণ জানিতেন। পঞ্চবটীতে সীতাকে হারাইয়া তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। সীতাকে পাইয়া আবার তাঁহার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছিল। প্রাণ থাকিতে রাম সে সীতাকে আর কি ছাড়িতে পারেন? সত্য; কিন্তু প্রণয়ের অপেক্ষাও একটী মহত্তর প্রবৃত্তি দ্বারা রাম সর্ব্বদা চালিত হইতেন। রামের এই প্রবৃত্তিটী লোকের অবিদিত ছিলনা বটে, কিন্তু ইহা কতদূর বলশালিনী তাহা কেহই বুঝিত না। বিধাতা যখন সীতার বনবাস ঘটাইলেন, তখন লোকে ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিল।

রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার পুনরাগমনে সকলেই সুখী; ভ্রাতৃগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত; ও তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী বিরাজমানা। জগতে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, রাম সেই সকল পুনরায় পাইলেন। রামের সুখের আর সীমা রহিল না। কিন্তু হায় সে সুখ কতদিন রহিল! লঙ্কা হইতে প্রত্যাগমনের স্বল্পকাল মধ্যেই ইতর লোকদিগের মনে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ক্রমে সেই কথা রামের কর্ণে গিয়া উঠিল, ও তিনি পূর্ণগর্ভা দেহার্দ্ধভাগিনীকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া জন্মের মত বনবাসিনী করিলেন।

রাম সীতাকে কেন পরিত্যাগ করিলেন তাহা সকলেই জানেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে পৃথিবীতে যদি কিছু বিশুদ্ধ থাকে, তাহা সীতার চরিত্র। কিন্তু জনসাধারণে তাহা বুঝিল না। সীতা সুদীর্ঘকাল রাবণের অশোক কাননে আবদ্ধা রহিলেন, অথচ তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইল না, ইহা তাহাদের বোধাতীত হইল। রামের গুপ্তচর দুর্ম্মুখ পৌরগণের এই অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইল। রাম তখনই বুঝিলেন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি প্রজা-বর্গকে দোষী করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'তাহাদের দোষ কি? সীতার চরিত্র কলঙ্কিত হওয়া অসম্ভব বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।' পরে তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার ও হতভাগিনী জানকীর জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতে লাগিল।

রাম দেখিলেন যে এই বিষম ব্যাধির একমাত্র ঔষধ আছে। যে মুহূর্ত্তে তিনি দুর্ম্মুখের কাছে সীতার অপবাদের কথা শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে দুইটী পরস্পর বিরোধী ভাব তাঁহার হৃদয়কে দলিত করিতে লাগিল। একদিকে সীতার বিশুদ্ধতা, সীতার ভালবাসা, ও সীতা বিরহে তাঁহার কি উপায় হইবে এই বিষম চিন্তা; অন্যদিকে কর্ত্তব্যানু-

রোধ। রাবমন-জীবিতা নিরপরাধিনী জানকীকে অচিরে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ভয়ানক অবস্থাতেও তাঁহার হৃদয় বলশূন্য হইল না। তিনি বিলক্ষন বুঝিতেন যে যিনি রাজত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁহার নিজের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা উচিত নহে। তিনি প্রজাবর্গের দাস স্বরূপ। ভৃত্যের ন্যায় অনুক্ষন প্রজাগণের মনোরঞ্জন করাই তাঁহার পরম ব্রত। ইহাই রাজধর্ম্ম; ইহাই রাজোপাধিধারীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রজাবর্গ যখন জানকীর উপরে অসন্তুষ্ট, তখন তিনি কিরূপে আর তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিতে পারেন? রামের অদৃষ্টে যাহাই হউক, সীতার বনবাস ব্যতীত এই বিষম ব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।

কিরূপে রামচন্দ্র স্তোভবাক্যে জানকীকে ভুলাইয়া লক্ষণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিরূপে লক্ষণ সেই পতিব্রতা মধুরহৃদয়া রমণীকে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এক্ষণে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যানের নৈতিক অংশের প্রতি পাঠিকা বর্গের মনঃসংযোগ করাইবার চেষ্টা পাইব। রামচন্দ্র সীতাকে কত ভাল বাসিতেন তাহা বলা হইয়াছে। সেরূপ ভালবাসা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাহা স্বর্গীয় ভাবাপন্ন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার জীবনের জীবন স্বরূপা সেই জানকীকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছে, তখন তিনি আপনার ও জানকীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। স্বার্থত্যাগের এরূপ অপূর্ব্ব উদাহরণ বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রকৃত মহত্ত্ব জন্মিতে পারে না। বস্তুতঃ স্বার্থ-ত্যাগই জগতের পরম ধর্ম্ম। এই বিশাল সংসারের যে দিকে চাহিয়া দেখিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে রাশি রাশি অবশ্য করণীয় কর্ম্ম তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তুমি যদি মনুষ্য নামে অভিহিত হইতে চাও, লোকের কাছে যদি মনুষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রাণপণে এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত তুমি কখনই এই মহাব্রতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি শুদ্ধ নিজের জন্য সংসারে আসিয়াছেন, তিনি এই ব্রতের উপযুক্ত নহেন। যিনি স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরের জন্য জীবন ধারণ করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ইহার উপযুক্ত,—তিনিই যথার্থ মনুষ্য।

অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ।

(২০৮ সংখ্যা—৩৭৫ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চমতঃ—শ্রীরামের জন্মস্থান। যে স্থানে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এখন মহারাজা মানসিংহের ব্যয়ে পূর্ব্বমন্দিরের ইষ্টক নির্ম্মিত একটী ভিত্তি আছে। ইহারই পার্শ্বে একটী সুন্দর মন্দির ছিল ; পুণ্যস্থান বলিয়া এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক যাতায়াত করিত। মুসলমানদিগের অধিকার সময়ে কোন নবাব ঐ মন্দির নষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দুইটী মস্‌জিদ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। অধুনা ঐ দুই মস্‌জিদই মন্দিরের কার্য্য করিতেছে। দশরথ, কৌশল্যা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, হনুমান জাম্বুমান প্রভৃতি সকলের প্রতিমূর্ত্তি এখন ঐ মস্‌জিদেই আছে।

ষষ্ঠতঃ—শ্রীরামের রঙ্গভূমি। এ স্থানে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। রীতিমত সমস্ত পূজা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতিদিন পূজাস্থানে রামায়ণ ও বেদ পাঠ হইয়া থাকে, শুনিতে বড় মধুর। আমরা এ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বড় সুখ অনুভব করিয়াছিলাম। পুষ্প চন্দনের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল এবং পুরোহিত মৃগচর্ম্মে উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে যে বেদগান করিতেছিলেন, তাহার মধুর গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে সমস্ত মন্দির ও সমীপস্থ অন্যান্য স্থান পূর্ণ হইতেছিল। আমরা বসিয়া অনেকক্ষণ সে গান শুনিলাম।

অযোধ্যাতে এতদ্ভিন্ন দ্রষ্টব্য বিষয় অনেক আছে বটে, কিন্তু এক্ষণে উল্লিখিত কয়েকটী বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। সম্প্রতি ফৈজাবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা মাত্র উল্লেখ করিব। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে ফৈজাবাদ সব্ব প্রধান নগর ছিল। ইহাতে আজ কালও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। অযোধ্যা অপেক্ষা এ নগরে রাজপথ গুলি অধিক প্রশস্ত ও সুন্দর। এ নগরে একটী ইংরাজী এণ্ট্রেস্ স্কুল ও ছোট ছোট উর্দ্দু স্কুল আছে। এস্থানের সরকারি হাঁসপাতাল মহারাজা মানসিংহের ব্যয়ে নির্ম্মিত। এস্থানে সৈন্যের ছাউনি এবং কয়েকটী পলটন আছে। অযোধ্যার ন্যায় এ নগরেও অনেক বানর দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানের ভূমি উর্ব্বরা না হইলেও কৃষকগণের যত্নে ও পরিশ্রমে বহুল পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদের পরিশ্রম ও যত্নদর্শনে বড় বিস্মিত

হইয়া ছিলাম। ইহারা কূপ হইতে জল উঠাইয়া পয়োনালা দ্বারা সেই জল ক্ষেত্রমধ্যে সঞ্চালিত করে। কূপগুলি অত্যন্ত গভীর এবং জল অত্যন্ত নিম্নে থাকে সুতরাং ইহাদিগকে অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। এদেশের কৃষকগণ উহাদের পরিশ্রম দেখিতে পাইলে অধোমুখ হইত, সন্দেহ নাই।

ফৈজাবাদে নবাবের সময়ের কয়েকটী সিংহদ্বার আছে। ইহাদের মধ্যে সুন্দর আকৃতি খোদিত রহিয়াছে। এ নগরের প্রধান দৃশ্য প্রথমতঃ "গোপ্তার ঘাট" এবং "গোপ্তার বাগান"। অযোধ্যায় আমরা যে স্বর্গদ্বার ঘাটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই স্থান হইতে শ্রীরাম জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সরযূতে লম্ফ প্রদান করেন এবং ঐ স্থান হইতে ভাসিতে ভাসিতে "গোপ্তার ঘাট" পর্য্যন্ত আসিয়াই হঠাৎ নিমজ্জিত হন—তৎপরে আর কেহ তাঁহাকে অথবা তাহার শব দেখিতে পায় নাই। শ্রীরামচন্দ্র এস্থানে "গুপ্ত" অর্থাৎ লুক্কায়িত হইয়াছিলেন বলিয়া এই ঘাটের নাম "গুপ্তের" অর্থাৎ "গোপ্তার" ঘাট। ঐ ঘাটের পার্শ্বে গোপ্তার মন্দির নামে একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে একটী গহ্বর আছে, কেহ কেহ বলেন এস্থানে শ্রীরাম গুপ্ত হইয়াছিলেন। যে কেহ আত্মহত্যা করিতে অভিলাষী হইত, সে ঐ গহ্বরে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মঘাতী হইত। 'কিংবদন্তি' আছে, একজন সাহেব পরীক্ষা করিতে যাইয়া ঐ গহ্বরে পড়িয়া মরিয়াছিলেন। তদবধি ঐ গহ্বরে মানুষ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য তদুপরি একটী ইষ্টক নির্ম্মিত আবরণ গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার নাই। বাহির হইতে দেখিবার নিমিত্ত একটী মাত্র সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। ঐ গহ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমি পূর্ব্বোক্ত ছেদদ্বারা গহ্বরের কিছুই দেখিতে পাই নাই। অনেকে বলেন সরযূর সহিত ঐ গহ্বরের যোগ আছে। যাহাহউক, যদি গহ্বরের অস্তিত্ব সত্য হয়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই উহা একপ্রকার দূষিত (Carbonic acid gas) বায়ুতে পূর্ণ। সুতরাং উহার মুখবন্ধ থাকাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। গোপ্তার ঘাটের পার্শ্বেই সুন্দর একটী বড় বাগান আছে। এস্থানে সাহেব ও বিবিগণ বেড্‌মিন্টন, টেনিস্, ফুট্‌বল প্রভৃতি খেলা করিয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন এ স্থানে ব্যাণ্ড বাদ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ—অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের সমাধিমন্দির। এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রমাগতঃ চারিটী সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে হয়। এ সমাধিস্থান অতি সুন্দর। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি জলের ফোয়ারা আছে এবং দীপ রাখিবার জন্য ইহার অভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি

শ্রেণীবদ্ধ খোপ আছে। বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে ঐ সমস্ত ফোয়ারা ছাড়িয়া দেয় এবং ঐ সমস্ত দীপ জ্বালাইয়া থাকে। উৎসবের সময় এ সমাধিস্থান অতি মনোহর বেশ ধারণ করে।

তৃতীয়তঃ—বউবেগম সমাধি-মন্দির। এ মন্দির আগ্রার তাজ মহালের প্রতিকৃতি। ইহার ন্যায় উচ্চ ও বড় সমাধি-মন্দির ভারতবর্ষে অতি বিরল। আমরা ইহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত ফৈজাবাদ ও অযোধ্যানগর দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহার অভ্যন্তর পূর্ব্বোক্ত সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের সমরূপ। প্রত্যেকের মধ্যস্থ কুঠরীতে যাইয়া দেখিলাম ঠিক যেন একটী শব শায়িত রহিয়াছে, তদুপরি সুন্দর রক্তবর্ণ একখানা বস্ত্র বিস্তৃত, এবং নানা রঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত চিত্র বিচিত্র অতি সুন্দর এক খানা মশারী প্রত্যেক শবকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তখন ভূতপূর্ব্ব নবাব ও তৎপত্নীর শোচনীয় এই পরিণামের সহিত সমাধিস্থলের আড়ম্বর তুলনা করিয়া মনে নিতান্ত কষ্ট পাইলাম এবং ভাবিয়া দেখিলাম কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেরই পরিণাম ফল এক, সকলেই পার্থিব সুখ দুঃখ মান অপমান, হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি ক্ষণ কালের জন্য ভোগ করিয়া চরমকালে এক শয্যায় শায়িত হয়।

গৃহ লক্ষ্মী।

উপসংহার।

(পঞ্চমপত্র)

সাংসারিক মঙ্গল সাধনোদ্দেশে লক্ষ্মী-চরিত্রে যে সকল বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, অনাবশ্যক বোধে তাহার কোন কোন অংশ স্পর্শও করি নাই। তদনুসারে গৃহ-লক্ষ্মীর পূজা পদ্ধতিও পরিত্যক্ত হইল। কারণ তাহার কোন স্থলে ঢাকাই ফুল, সোণার চিরুণি, যশোম, বালা, কণ্ঠমালা, স্বর্ণ মেখলা, বাণারসী সাটিনের কাঁচুলি প্রভৃতি দ্রব্যের উল্লেখ দেখিলাম না; কেবল আমন ধান, কুমড়ার ফুল, ধূপ, দীপ, আতপ চাউলের নৈবেদ্য, পিষ্টক, পরমান্ন, দধি, ক্ষীর, গুড় প্রভৃতিরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা গেল। এ কালে এই সকল পূজোপকরণ লইয়া গৃহ-লক্ষ্মীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেই সর্ব্বনাশ! তবে দধি, ক্ষীর, পিষ্টক, পরমান্ন এই চারিটী দ্রব্য যে এককালে গৃহ-লক্ষ্মীগণের অগ্রাহ্য হইবে, এরূপ

বোধ হয় না। অতএব গৃহীর প্রতি উপদেশ এই, যিনি কৌষেয় বসন ও স্বর্ণাভরণাদির সংস্থান বিষয়ে অসমর্থ হইবেন, তিনি উভয়রূপে পিষ্টক পরমান্নের যোগাড় রাখিতে যেন উদাসীন না হন।

আমরা মাঘ মাস হইতে "গৃহলক্ষ্মী" শিরোনাম প্রবন্ধে যে যে কথা বলিয়া আসিতেছি, তাহা প্রধানতঃ লক্ষ্মীমতী গৃহিণী ও লক্ষ্মীবন্ত পুরুষ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অদ্যকার পত্রে লক্ষ্মীছাড়ার জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া গৃহলক্ষ্মীর উপসংহার করা যাইবে। লক্ষ্মীছাড়ার কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াই প্রথমে একটী শঙ্কা হইতেছে, হয়ত, অনেকে বলিবেন, "লক্ষ্মীছাড়ার কথা আবার কি শুনিব?" তাঁহাদের এরূপ বলিবার অধিকার আছে; কেননা লক্ষ্মীছাড়া এমনই হতভাগ্য যে তাহাদের কথা শুনিতেও কাহার প্রবৃত্তি হয় না। এই কয় পংক্তির মধ্যে চারিবার লক্ষ্মীছাড়া শব্দ লিখিয়াছি,—আর লিখিতে লেখনীও কম্পিত হইতেছে। লেখনীর ভয় এই, পাছে পাঠক পাঠিকাগণ বলেন যে,—"লক্ষ্মীছাড়া পড়িতে পড়িতে যে আমাদেরও লক্ষ্মী ছাড়ে।" লক্ষ্মীছাড়া জগতের নিকট হইতে ইহার অধিক সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে না। সে জানে, পৃথিবী তাহার নহে,—পৃথিবী পরের। সে সকলের পর,—সকলে তাহার পর। পৃথিবীর সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ লক্ষ্মীবন্তেরও যেমন,—লক্ষ্মীছাড়ারও তেমনি। কেবল আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অন্যরূপ। লক্ষ্মীবন্তের হৃদয় কন্দরস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া জগৎকে প্রেমময় করে, জগৎ মাধুর্য্যের মনোহর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শ্রীমানের নয়ন দ্বারে নৃত্য করিতে থাকে। লক্ষ্মীছাড়ার হৃদয় আগ্নেয় গিরির শিখরস্থ গহ্বর,—তাহা হইতে কালানল বাহির হইয়া জগৎকে দগ্ধ করে,—লক্ষ্মীছাড়া যে দিকে তাকায়, পোড়া মাটী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আমাদের গৃহিণীগণ লক্ষ্মীর অংশাবতার এবং গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহে বিরাজমানা। অতএব যাহাদের গৃহে গৃহলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয় নাই, কিম্বা যাহার গৃহ তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংসারে তাহারাই লক্ষ্মীছাড়া। এই লক্ষণে দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মীছাড়া দুই প্রকার, কুমার ও গৃহশূন্য। যদিও এই দুই জনকেই লক্ষ্মীছাড়া বলা গেল, কিন্তু এই দুই জনের অবস্থার অনেক অন্তর। এই অবস্থাগত ভিন্নতা কেবল অন্তর শব্দে পর্য্যাপ্ত নহে। দুই জনকে দুই স্বতন্ত্র জগতের লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন একজন অশিক্ষিত শিশু বিজ্ঞান, যোগ বা ভক্তিশাস্ত্রের রসাস্বাদ করিতে পারে না, সেইরূপ কুমার দাম্পত্য জগতের কোন সংবাদ রাখে না। যে পদার্থ

বিষয়িণী অভিজ্ঞতা নাই, তাহার সদ্ভাব বা অসদ্ভাব নিবন্ধন সুখ দুঃখ কোথা? যাহার দেবতায় ভক্তি নাই,—কখন দেব পূজা করে নাই; আরাধ্য দেবতার সেবার কি সুখ,—ধ্যানপরায়ণ সাধকের হৃদয় মন্দির হইতে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি অপহৃত হইলে কি দুঃখ, সে কি রূপে জানিবে? অতএব কুমার লক্ষ্মী-ছাড়াকে এই স্থান হইতেই ত্যাগ করা গেল। কেননা তাহাকে আসল লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যেই গণ্য করা যাইতে পারে না। সে দশ টাকা বাজে খরচ করে, তাহার স্বভাব একটু উগ্র হয় এবং হৃদয়ে মায়া দয়া অল্প থাকে, এই মাত্র। তাহার মনে যদি কোন ক্লেশ থাকে, তাহা অচিকিৎস্য রোগ নহে। লক্ষ্মী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সে সকল রোগ আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে।

যে দীর্ঘকাল গৃহলক্ষ্মীর উপাসনা করিতে করিতে সহসা সেই অতুল সেবাসুখে বঞ্চিত হয়, তাহার ন্যায় ভগ্নহৃদয় ভাগ্যহীন পুরুষ এজগতে আর নাই। সে চির জীবনের মত অকর্ম্মণ্য, সজীব জড় পদার্থ,—তাহার অবশিষ্ট জীবন মূর্ত্তিমতী বিড়ম্বনা। যে গৃহী গৃহলক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করে, তাহার স্বার্থ ও স্বরূপ গৃহলক্ষ্মীর চরণেই সমাহিত হয়। তাহার নিজের আর কিছুই থাকে না, সকলই পরনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ,—পরের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা। এ সামান্য পর নহে,—এ জীবনের পরাংশ গৃহিণীরূপিণী গৃহলক্ষ্মী। তিনি যাহার গৃহকে শ্মশান করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, সে যে আবার কোন্ সুখের প্রত্যাশায় সেই শ্মশানের আগুনে পুড়িতে থাকে, তাহা কে বলিবে? তাহার দেহের সুখ, মনের সুখ, পৃথিবীর সুখ এ জন্মের মত ফুরাইয়াছে। এ সংসারে যাহা যাহা সুখের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত, লক্ষ্মী-ছাড়ার মনে তাহার কোনটীই বিন্দুমাত্র সুখ দিতে পারে না। এই জন্য এক জন লক্ষ্মীছাড়া বলিয়াছেন, "অন্তরে চাহিয়া দেখি, কি যেন নাই। কার্য্যে সে উৎসাহ নাই, সংসার ধর্ম্মে সে অনুরাগ নাই, ধর্ম্মে সে বন্ধন নাই, মনে সে স্থিতিস্থাপকতা নাই, সৌন্দর্য্যে সে রমণীয়তা নাই, গন্ধে সে মধুরতা নাই, সংগীতে সে মুগ্ধকারিতা নাই, জগতে সে বৈচিত্র্য নাই, মনুষ্য মুখে সে দেব-ভাব নাই।" ঠিক্ কথা। লক্ষ্মীছাড়ার হিসাবে জগৎ যেন নির্জ্জীব হইয়াছে। তাহার ভাগ্যে সবই বিপরীত। তোমার আমার মনেও দুঃখ হয়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, প্রতি দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের ভার কমিয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়ার অনন্ত দুঃখজাত দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের শোণিত শোষণ করে। কেহ কেহ বলেন, কাহারও কোন বিশেষ কারণে হৃদয় ভগ্ন হইলে, মানব-জাতিনিষ্ঠ প্রেম

ব্যতিরেকে সে হৃদয় ব্যথা অন্তরিত হইয়া অভিনব সুখের সঞ্চার হয় না। সে মিথ্যা কথা! লক্ষ্মীছাড়ার ভগ্ন হৃদয় যোড়া দিতে পারে, এ সংসারে এমন কিছু নাই। সুখের আধেয়ত্ব পূর্ব্ববৎ আছে, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়ার হৃদয়ের আধারতা নাই। সে আর সুখোপভোগের যোগ্য নহে, সে সুখ লইয়া কি করিবে? সুখোৎফুল্লবদন কাহাকে দেখাইবে? সুখ বিকসিত-হৃদয়শতদল কাহার চরণে উপহার দিবে? এই জন্যই মিতব্যয়িনী প্রকৃতি চিরকালের জন্য তাহাকে সুখদানে বিরত হইয়াছেন। এই জন্যই তিনি সমস্ত মানব জাতিকে লক্ষ্মীছাড়ার দুঃখের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যদি কোন লক্ষ্মীছাড়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমাকে হৃদয়ের ক্ষত প্রদর্শন করে,তুমি তাহাকে এমন কথা বলিবে বা এমন ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিবে, যাহাতে তাহার ব্যথা শান্তি না হইয়া জ্বালা দ্বিগুণিত হইবে। কাজেই সে গম্ভীর, নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন বাস প্রিয় হইয়া উঠে। সে আপনার সাংঘাতিক শোচনীয় অবস্থা বিস্মৃত হইবার জন্য কোন কাজই অকর্ত্তব্য জ্ঞান করে না। লোকের সুখ্যাতি ও অখ্যাতির প্রতি সে ভ্রূক্ষেপ করেনা। সে স্থানে তাহার সুখ্যাতি শুনিয়া সুখী হইবার এবং অখ্যাতি শুনিয়া ব্যথা পাইবার লোক নাই। সুখ্যাতি অখ্যাতি লক্ষ্মীবন্তের প্রিয় সামগ্রী, লক্ষ্মীছাড়ার তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

তবে কি লক্ষ্মীছাড়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্মৃতির আগুনে ধক্ ধক্ করিয়া পুড়িবে? তাহার জীবন কি অশান্ত তৃষ্ণায় চিরকাল শুষ্ক হইতে থাকিবে? হৃদয়ের স্তরে স্তরে অসহ্য নরকানল চিরকালই জ্বলিবে? এ জীবনে কি আর সুখ বা শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? যদি কেবল 'না' বলিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এরূপ উত্তর দিলে সেই সকল দার্শনিকের মত সমর্থিত হইবে, যাঁহারা ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। কাহার কোন কথায় ঐমতের সমর্থন সূচনা করে,আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে। কেন না আমরা জগতের প্রত্যেক ঘটনায় দয়াময়ের করুণ হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাই। সামান্য মনুষ্যের আশা ভরসার সমাধিস্থলে যদি ঈশ্বরেরও দয়া দেখিতে না পাইলাম, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব কি? তিনি লক্ষ্মীছাড়ার গতি করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। কিন্তু সেই পরম দয়ালু জগৎপিতা তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সুখের বিধান করেন নাই; কেননা লক্ষ্মীছাড়ার যে রোগ, মৃত্যু ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় ঔষধ নাই। তবে দয়া করিয়া তাহার,জীবন্মৃত্যু-রূপিণী শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। লক্ষ্মীছাড়ার প্রতি এই অসীম দয়া প্রকাশ করাতেই তাঁহার নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নাম অন্বর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই শান্তি অতি কঠোর সাধন

প্রাপ্য করিয়াছেন। সেই সাধনের নাম নৈষ্ঠিক প্রেম।—অর্থাৎ আপনার যাবতীয় সুখ সচ্ছন্দতা আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবল পরের প্রীতিপ্রেম করিতে হইবে, পরের সুখ দুঃখের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি রাখিতে হইবে। এস, গৃহশূন্য ভাই সকল, এই সাধন আরম্ভ কর, ইহাতেই তোমাদের গতি মুক্তি; ইহাভিন্ন তোমাদের দগ্ধ জীবনে শান্তির উপায় আর কিছুই নাই।

এতক্ষণের পর আবার "গৃহশূন্য" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গোলে পড়িলাম। ভদ্রাসন-শূন্য ভ্রাতৃগণ তোমরা আসিয়া গোলযোগ করিও না, আমি তোমাদের ডাকি নাই। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" তোমরা যদি গৃহিনী শূন্য না হইয়া থাক, তোমাদের গাছ তলাই স্বর্ণপুরী, যিনি গৃহিনীশূন্য হইয়াছেন, তিনিই গৃহশূন্য, কেন না তাঁহার স্বর্ণপুরী শূন্য প্রান্তর বা মহাশ্মশান।

"গৃহলক্ষীর" উপসংহারে ক্রমশঃ যে সকল কথা উঠিতেছে, হয় ত তাহা অধিকাংশ পাঠক পাঠিকার মনে লাগিবে না। কেননা, যদিও এক জনের সুখ দুঃখ, সম্যকরূপে অপরের অনুভব করিবার শক্তি নাই, তথাপি সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রভাবে একে, কিয়ৎপরিমাণে, অন্যের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে। কিন্তু লক্ষীছাড়ার দুঃখ বুঝিতে যখন সহানুভূতির শক্তিও প্রতিহত হইয়া যায়, তখন তাহার দুঃখের কাহিনী পরকে শুনাইতে যাওয়া বাতুলতা বলিলেও হয়। তবে আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে দুই দশজন এমন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের হৃদয়ে এই পত্রের প্রত্যেক শব্দ নিশিত শায়কের ন্যায় প্রবেশ করিবে, অথচ একটু সুখ হইবে। যাহা হউক, দুই পাঁচ জন কপালপোড়া লক্ষী ছাড়ার জন্য বামাগণের সুকুমার করলালিত ও দৃষ্টিপূত বামাবোধিনীর আর স্থান নষ্ট করা উচিত নহে। অতএব এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

স্থানীয় বাত্যা।

(২০৮ সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠার পর)

৩। হারমাটান—এই উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ আফ্রিকার অন্তঃপাতী সাহারা মরুভূমির উত্তরভাগ হইতে প্রবাহিত হইয়া সেনিগাম্বিয়া ও গিনির উপর দিয়া ভার্ড এবং লোপেজ অন্তরীপের মধ্যস্থিত ভূভাগে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রতীরে প্রায় ২০০০ মাইল ভূমি ইহার ক্রীড়াস্থল। ইহা সাইমুম হইতে বিভিন্ন।

ইহা ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বয় এবং এই সময়ের মধ্যে তিন চারি বার ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহা যখন আসে, তিথি, বার, নক্ষত্রের কোন বিচার করে না, হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কখনও ২।১ দিন, কখনও ৫।৬ দিন এবং কখনও এক পক্ষকালও থাকে। এক প্রকার কুজ্ঝটিকা বা কোয়াসা ইহার সহচর, তদ্দ্বারা দিবস অমাবশ্যা রাত্রের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, নিকটস্থ বস্তুও স্পষ্ট দেখা যায় না। এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া মধ্যাহ্নের সূর্য্য মেটে মেটে রক্তবর্ণ থালার মত দেখায়। এই বায়ু যদিও সমুদ্রের উপর ১৫।১৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত বহে, তথাপি আশ্চর্য্য এই ইহার সহচর কুজ্ঝটিকা জলের উপর যায় না, স্থল সীমাতেই বদ্ধ থাকে। এই কোয়াসা হইতে বরফ কণার মত এক প্রকার শাদা গুঁড়া ঘাস ও গাছের উপর পতিত হয়। হার্ম্মাটানের আর একটী লক্ষণ এই, ইহা অতিশয় শুষ্ক। যত দিন ইহা থাকে, তত দিন শিশিরপাত হয় না, এবং আকাশে কিছুমাত্র শৈত্য লক্ষিত হয় না। ইহা দ্বারা সকল প্রকার উদ্ভিদেরই অনিষ্ট হয়। উদ্যানের কোমল পুষ্প ও বৃক্ষজাত বিনষ্ট হয়, ঘাস শুকাইয়া খড়ের মত হয়, লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল গুলি নত ও পাতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। হার্ম্মাটান উপরি উপরি দুই চারি দিন বহিলে বৃক্ষপল্লব এরূপ শুষ্ক হয় যে আঙ্গুলে চাপিলে গুঁড়া হইয়া যায়। ইহার প্রভাব আরও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাক্সের মধ্যে শক্তমলাট বহি দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখ তাহার মলাট এমনি বাঁকিয়া যাইবে, যেন আগুনের তাতে রাখা হইয়াছিল। ঘরের জিনিষপত্র ফাটিয়া যায়, দরজার প্যানেল ফাঁক হইয়া যায় এবং যোড়া কাঠ ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। হার্ম্মাটান যদিও উদ্ভিদ্ জীবনের অনিষ্টকারী, এবং মানবশরীরকেও শুষ্ক করিয়া দেয়, কিন্তু ইহা মনুষ্যের পক্ষে অতিশয় স্বাস্থ্যকর। বহুকালের জরাক্রান্ত লোকেরা ইহার সমাগমে নীরোগ হয়, দুর্ব্বল দেহ সবল হয় এবং উৎকট পীড়া সকলের নাম মাত্র শুনা যায় না। ঈশ্বরের মঙ্গল ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই এবং দুর্ঘটনা হইতেও তিনি শুভ ফল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। আফ্রিকায় বর্ষাকালে ভূমি অত্যন্ত সেঁতসেঁতে হয়, এজন্য বহু প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, হার্ম্মাটান সেইরূপ শুষ্কতা আনিয়া বর্ষার অনিষ্টকারিতা নিবারণ করিয়া থাকে।

৪। সিরক্কো—ইহা প্রথমোক্ত খামসিন বায়ুর ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা কিছু শান্ত। ইহা উষ্ণ দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ু; ভূমধ্যস্থ সাগর এবং ইটালী ও সিসিলির উপর প্রবাহিত হয়, কিন্তু নেপল্সের চতুর্দ্দিকে এবং প্যালার্ম্মোতে ইহার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব। ইহা জুলাই মাসে বয়। ব্রিডোন নামক এক সাহেব, প্যালার্ম্মো হইতে লেখেন "শুক্রবার ও শনিবার

অত্যন্ত শীতলতা অনুভব হয়, তাপমানে পারদ ৭২॥ ডিগ্রি। তৎপরবর্ত্তী রবিবার সিরক্কো বহিতে আরম্ভ হয়। আমরা যে ঘরে ছিলাম তাহা বৃহৎ, দৃঢ়বদ্ধ এবং উচ্চ ছাদ বিশিষ্ট, এজন্য তাহার মধ্যে ইহার পরাক্রম অনুভূত হয় নাই। কিন্তু ৮টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া যেমন একটী রুদ্ধ কপাট খুলিয়াছি, অমনি চমকিত হইলাম—এমন চমকিত জীবনে কখনও হই নাই, বোধ হইল উনান হইতে আগুনের হল্‌কা আসিয়া যেন মুখমণ্ডল পোড়াইয়া দিল। আমি তখনি সরিয়া দূরে গিয়া কপাট বন্ধ করিলাম এবং চিৎকার করিয়া আমার সঙ্গী ক্লারটনকে বলিলাম দেখ কি, বায়ুমণ্ডলে আগুন লাগিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে শরীরের বন্ধন সূত্র সকল এলাইতে লাগিল, লোমকূপ সকল এ প্রকার বিস্তারিত হইতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন তাহা হইতে ঘর্ম্মনদী বহিবে। তাপমান যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে শীতল স্থানে ৭৩ ডিগ্রি, কিন্তু বাহিরের বাতাসে ধরিবামাত্র ১১০ ডিগ্রি উঠিল। আমরা নগরের বাহির্ভাগে ছিলাম, ভিতরে তাপ যে আরও অধিক পরিমাণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বায়ু ঘন ও ভারি বোধ হইল, কিন্তু বায়ুমান যন্ত্রে বড় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সূর্য্য সমস্ত দিনের মধ্যে প্রকাশ হইল না, এই রক্ষা, নতুবা উত্তাপ অসহ্য হইত। একটু পোমেটম বাহিরে ধরিবামাত্র গলিয়া গেল। মনে করিলাম একবার রাস্তায় বেড়াইয়া বাহিরে জীব সকল কিরূপ আছে দেখিয়া আসি, কিন্তু উত্তাপে গৃহের বাহিরে যাইবার সাহস হইল না। ৩টার সময় পর্য্যন্ত এইরূপ উত্তাপ থাকিয়া তৎপরে বায়ুর গতি ঠিক্ বিপরীত দিকে ফিরিল। সিরক্কো বহিলে সমুদায় সজীব পদার্থ নির্জ্জীবের মত হইয়া পড়ে, মনুষ্যের মনের তেজও হ্রাস হইয়া যায়। ইটালীয়দিগের কোন গ্রন্থ লেখা অপকৃষ্ট হইলে বলিয়া থাকে, " সিরক্কোর সময়ের লেখা।" এই দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ু আফ্রিকার উত্তর উপকূল হইতে ভূমধ্য সাগরের উপর প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর অবসানেই ইটালীয় নামক উত্তর পূর্ব্ব বায়ু বহে, ইহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ। সিরক্কো দ্বারা যে কিছু অপকার হয়, এই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের নিউ সাউথ ওয়েল্‌স প্রদেশে সিরক্কোর ন্যায় এক প্রকার বায়ু বহে। এই দ্বীপমধ্যস্থ কোন অজ্ঞাত মরুভূমি তাহার উৎপত্তি স্থান বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। এই বায়ুও উত্তর পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হয়। সিডনী নামক স্থানে সামুদ্রিক বায়ুর সঞ্চার থাকাতে উত্তাপ অনেক কম হয়, কিন্তু ভূমধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহার প্রখরতা অত্যন্ত, এবং তাহাতে উদ্ভিদ্ সকলের প্রাণনাশ হয়। হরিদ্বর্ণ পত্র ও ফল সকল শুকাইয়া পোড়া কাগজের মূর্ত্তি ধারণ করে। বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড সকল যব গম প্রভৃতি

শস্যোদ্গমে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া হাসিতেছে; হঠাৎ এই বায়ু স্পর্শে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়, সুন্দর বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান সকলও শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

কেন লতাকুঞ্জতলে আমার হৃদয় নাচে?

লতায় ফেলেছে ঘেরে গৃহের জানালা গুলি,
নাচে শত ফোটা ফুল সে লতায় দুলি দুলি।
ফুলের বাগান মাঝে ক্ষুদ্র ওই গৃহ খানি,
শোভার আগার কিবা হাসিতেছে আঁখি
মেলি!
কেন এত ভালবাসি, প্রকৃতির চারু হাসি,
কেন ভাল লাগে যেতে রাত্ দিন্ কুঞ্জতলে?
লতা তোর ও দুলনি, ফুল তোর ও নাচনি,
কেন দেখে নাচে প্রাণ পবনের সাথে
সাথে?
বড় নাকি ভাল বাসি লতা পাতা ফুলদল,
বড় নাকি ভাল বাসি পাখীর ললিত গান,
আনমনে তাই থাকি সে উদ্যান মাঝে
বসি।
ফুল তোর শোভা আছে মানি তাহা শতবার
কিন্তু প্রাণ কেড়ে নিতে আছে কিবা
অধিকার?
এই কি নিয়ম হ্যাঁগা অবুঝ এ প্রকৃতির;
সৌন্দর্য্যের রাঙ্গা পায়ে, এ জগৎ ভুলে গিয়ে
ক্ষুদ্র মানবের মন, নোয়ায়ে থাকিবে শির?
ফুল তুমি ফুটোনা,
লতা তুমি নেচোনা,
পাখী তুমি কলকণ্ঠে মধু আর ঢেলোনা!
পবন সুগন্ধ আর এনোনাকো মোর কাছে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি হারাইয়ে ফেলি পাছে।
কুসুম লতার ফাঁসে জড়িয়ে পড়িয়ে আছে;
ও শোভা আমার পাশে প্রকৃতি গো এন না;
স্বচ্ছ সরসীর কোলে, ওই যে নলিনী দোলে,
ওরূপ দেখিও যেন আর এঁকে রেখো না।
শ্যামল পত্রের পাশে, রাত দিন ফুল হাসে,
পাতা তুমি ঝরে পড় ফুল তুমি হেসো না।
শত কণ্ঠে শত পাখী, গায় গান থাকি থাকি,
বিহগ উড়িয়ে যাও আর গান গেওনা।
ফুল তুমি ফুটোনা
লতা তুমি নেচোনা
পাখী তুমি কল-কণ্ঠে মধু আর ঢেলোনা,
পবন সুগন্ধ আর এনোনাকো মোর কাছে,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি হারাইয়ে ফেলি পাছে।
বার মাস দেখি বসে তবু তৃপ্তি মানে না
একি ঘোর দায়?
মন তুমি ফিরে চাও, লতা পাতা ভুলে যাও
সারাদিন কুঞ্জতলে প'ড়ে নাকি থাকা যায়!
লতা তোর সাধ্য কিরে ধরিয়া রাখিতে
মোরে?
অনন্তের শোভা নাকি এশোভায় ফুটে আছে,
তাই আমি সারা দিন, হেথায় পড়িয়ে থাকি,
তোমার সুস্বর পাখী তাই তাল লাগে কানে,
তাই লতা কুঞ্জ তলে আমার হৃদয় নাচে।

সুখসম্মিলন।

(২০৮ সংখ্যা ১৮ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস যায় যায়; বেলা দুপ্রহর; সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ, বৃক্ষহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে,একটী পাখীর সমাগম নাই, প্রান্তর নিস্তব্ধ। তবে উচ্চ আকাশের গায়ে দু চারিটি চিল উড়িতেছিল, কেন না তাহাদের খাদ্য সংগ্রহের বড় প্রয়োজন। এমন বিস্তৃত প্রান্তরে এমন সময়ে একটীও মানুষ নাই। রাখালেরা গোচারণ বন্ধ করিয়া গৃহে গিয়াছে অথবা প্রান্তরের যে দিক্ গ্রামের সহিত সংলগ্ন, যেখানে গৃহ আছে, বৃক্ষ আছে, ছায়া আছে, গোরু ছাড়িয়া সেই স্থানে বসিয়া আছে। এমন সময়ে কে তুমি রমণী মলিন বসনে শরীর আবৃত করিয়া এই জনহীন প্রান্তর দিয়া একাকিনী গমন করিতেছ? তোমার মুখ বিশুষ্ক এবং ম্লান অথচ গম্ভীর; দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য অথচ স্থির। তৈলবিহীন কেশপাশ অযত্নে একদিকে বদ্ধ থাকিলেও চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে তুমি? আহা পাঠিকা দেখ, দেখ প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে মাঠের ঘাসগুলি পর্য্যন্ত আগুন হইয়া উঠিয়াছে, চলিতে কি পারা যায়? এ রমণী কি ভিখারিণী? যে ভিখারিণী, তাহার চিরদিন এমনি করিয়া গত হয়, সে কেন এত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে? দেখিলে বোধ হয় রমণীর জীবনে এপ্রকার কষ্টভোগ অল্প দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর চলিতে পারে না। ঊর্দ্ধে আকাশ অনন্ত বিস্তৃত, চারি দিকে প্রান্তর বহুদূর প্রসারিত, নিকটে এমন একটিও জলাশয় নাই যে শুষ্ককণ্ঠ একবার সিক্ত করে; ভিখারিণী ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ঐ ছায়াহীন প্রান্তরের উত্তপ্ত তৃণ শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। এমন স্থলেও মানুষের নিদ্রা হয়। ভিখারিণী ঘুমাইয়া পড়িল।

ধনীর কুমারী! তুমি সুখশয্যায় শয়ন করিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছ! ঐ দেখ, প্রতপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে তৃণশষ্পাকীর্ণ স্থানে ও কে নিদ্রা গেল? কে জানে যে উহারও সুখ সম্পত্তি এক দিন তোমারই মত ছিল না। একথা একবার ভাবিও, সুখের উল্লাসে মজিও না, বিলাসের মাত্রা কমাইয়া একবার দীন দুঃখীর পানে চাহিও।

সুখের দিনও যায়, দুঃখের দিনও যায়, ক্রমে ক্রমে রৌদ্রের তেজ কম পড়িয়া গেল,দিবা অবসানোম্মুখ হইল; প্রান্তরে পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিল; আপনার

লক্ষ্যমুখে আবার পথিকেরা গমন করিতে লাগিল। ভিখারিণী উঠিয়া বসিল, ক্ষীণ দৃষ্টিতে প্রান্তরের পারের দিকে চাহিয়া দেখিল; নৈরাশ্যের ছবি যেন কে সে দিকে আঁকিয়া রাখিয়াছে, আর সে দিকে যাইতে প্রাণ চায় না। ভিখারিণী অধোবদনে গাইতে লাগিল, কি মধুর স্বর! কি পবিত্র সঙ্গীত ধ্বনি! ভিখারিণী গাইল:—"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।" রৌদ্রে প্রান্তরের বায়ু উত্তপ্ত ছিল, সুকণ্ঠের অমৃত বৃষ্টি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিল; ভিখারিণী গাইতে লাগিল:—

"আর কেহ নাহি যে বিপদ-ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে।"

ঐ সঙ্গীতের কি এমন কোন শক্তি আছে যে ভরসাহীনের বুকে ভরসা দেয়, দুর্ব্বলের প্রাণে বল দেয়? আছে বুঝি, তাহা না হইলে ভিখারিণী সঙ্গীত সমাপন করিয়া আবার প্রান্তর বাহিয়া চলিতেছে কেন? দেখ দুর্ব্বল চরণে বল আসিয়াছে, নির্ভরসায় ভরসা আসিয়াছে। ভিখারিণী চলিতে লাগিল।

সে যাহা হউক, এ রমণী কে? ভিখারিণি! তোমার মুখ বিষাদে ম্লান হইলেও, শোকে অন্ধকারময় হইলেও, প্রতপ্ত রৌদ্রে বিশুষ্ক হইলেও আমরা ও মুখ চিনি। তুমি দুঃখিনী শৈলবালার দুঃখিনী মাতা। আজ তিন দিন হইল, তোমার ক্রোড়ের নিধিকে হারাইয়াছ, তাই গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিখারিণী হইলে। অসহায়া তুমি একাকিনী, এমন করিয়া কত কাল বেড়াইবে, কোথায়ই বা শৈলের উদ্দেশ পাইবে বল। শৈলবালাকে কে অপহরণ করিয়াছে তাহাত বুঝিয়াছ, তবে কলিকাতার দিকে যাইতেছ কেন? যাহাহউক যাও; দ্রুতপদে প্রান্তর পার হইয়া যাও, দেখিও যেন আশ্রয় প্রাপ্তির ক্লেশে আবার কষ্টে পড়িতে না হয়। দেখিতে দেখিতে ভিখারিণী প্রান্তর পার হইয়া গেল, সূর্য্যদেবও পশ্চিম গগনে ডুবিলেন। ভিখারিণী যে গ্রামে উপস্থিত হইলেন সে গ্রাম কলিকাতা হইতে অতি অল্প দূরেই স্থিত। আশ্রয় প্রাপ্তির ভাবনা ভাবিতে হইল না। প্রান্তর পার হইয়া যাই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি এক জন বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; বালকের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইবে। ভিখারিণীকে দেখিয়াই তাঁহার অন্তরে কেমন দয়ার ভাবের উদ্রেক হইল; বালক জিজ্ঞাসা করিল তুমি কেগা? শৈলের মাতা কহিলেন আমি ভিখারিণী; একটুকু আশ্রয় খুঁজিতেছি। বালক পরম আনন্দে ভিখারিণীকে সঙ্গে করিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গেল।

পথপর্য্যটনের ক্লেশে, অনাহারে অনিদ্রায় শৈলের মাতা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আর উঠিবার শক্তি নাই। ক্রমে ঘোর বিকারে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। পরের আশ্রয়ে শৈলের মাতা

অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে যেমন মানুষের ভীষণ অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া জগৎকে পিশাচের আবাস বলিয়া মনে হয়; তেমনি আবার অনেক সময়ে মনুষ্যের সদাশয়তা, বদান্যতা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য দেখিয়া স্বর্গ বলিয়া জগৎ-সংসারকে আদর করিতে ইচ্ছা করে। এক দিকে ভিখারিণীর ক্রোড়ের রত্ন অপহৃত হইতে দেখিলাম। আর এক দিকে ঐ দেখ একটী ধনী পরিবার ধনের অভিমান ভুলিয়া মুমূর্ষু পথের ভিখারীকে নিজের গৃহে কেমন করিয়া শুশ্রূষা করি-তেছে। বৈদ্য দ্বারা রীতিমত চিকিৎসা চলিতেছে; বাটীর গৃহিণী ঐ বালকের মাতা স্বহস্তে পথ্য যোগাইতেছেন—পাছে দাস দাসীগণ ভিখারিণী বলিয়া হতাদর করে। বালকটী কলিকাতায় পড়েন, ভিখারিণীর আরোগ্য লাভ প্রতীক্ষায় বাড়ীতেই রহিয়াছেন। উঃ কি প্রবল জ্বর; আজ তিন দিনের মধ্যে ভিখারিণী চক্ষু মেলে নাই; কথা বলিবার মধ্যে কতকগুলি প্রলাপ বকিতেছিলেন মাত্র। বালক শিয়রে বসিয়া ঔষধ সেবন করাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময়ে ভিখারিণী চক্ষু মেলিল, বালক অমনি তাহার মুখের দিকে চাহিল। ভিখারিণী আজ তিন দিনের পর চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" বালক বলিল আমি দেবেন্দ্র।

ভিখারিণী। শৈল কোথায়?

দেবেন্দ্র। শৈল কে?

ভিখারিণী এবার আবার সংজ্ঞা হারাইয়া প্রলাপ বকিতে বকিতে বলিল "সত্যং শিব সুন্দরং।"

এই সময় হইতে বালক দেবেন্দ্র যত্নের সহিত ভিখারিণীর প্রলাপ বাক্য শুনিতে আরম্ভ করিল। দেবেন্দ্র ভাবিল, একি ভিখারিণী? আমার বাবা যখন মরেন, তাঁহার মুখে ঐ শেষ কথাটী শুনাগিয়াছিল "সত্যং শিব সুন্দরং।" দেবেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে ঔষধ সেবন করাইবার কথা ভুলিয়াছে। দেবেন্দ্রের স্নেহময়ী মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবেন্, ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে। দেবেন্দ্র চকিতের মত চাহিয়া বলিল "না মা ভুলিয়া গিয়াছি।" মাতা দেবেন্দ্রকে কিছু না বলিয়া নিজ হাতে রোগীর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন।

বালক দেবেন্দ্র আপনার মনে চুপি চুপি গাইতে লাগিল "সত্যং শিব সুন্দরং রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।"

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৮ সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর)

এই সকল অন্তরায় থাকিলেও কলম্বসের চরিত্র দেখিয়া স্পানিয়ার্ডগণ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার গাম্ভীর্য্য, ভদ্রতা, সতর্কতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভীরুতা গুণে অনেকে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি সাধারণতঃ সকলের এতদূর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন যে তাঁহার পরিচ্ছদাদি সামান্য হইলেও কেহ তাঁহাকে অর্থ-লিপ্সু প্রতারক মনে করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করে নাই। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা যদিও মুরদিগের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা কলম্বসের প্রস্তাব সাদরে শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর ধর্ম্মগুরু ফার্ডিনাণ্ড ডি টেলাভেরার উপর তাহার তদন্তের ভারার্পণ করিলেন। এই মহাত্মা দেশের অনেক উপযুক্ত লোকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে কলম্বস যে পথদিয়া ভারতবর্ষে যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে একবার যাইতে ন্যূনকল্প তিন বৎসর লাগিবে। অপর কেহ কেহ মীমাংসা করিলেন যে হয় কলম্বস দেখিবেন যে আটলাণ্টিকের পার নাই, অথবা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর গোলত্ব হেতু আর ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না! এবং এইরূপে প্রকৃতি পৃথিবীর যে দুই অংশকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে যাতা-য়াতের পথ বাহির করিতে গিয়া নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। কেহ কেহ এই চিরপ্রচলিত যুক্তির আশ্রয় লইয়া কল-ম্বসের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন যে তাঁহা-দের জ্ঞানী পূর্ব্ব পুরুষগণ ও সমস্ত মানব জাতির অপেক্ষা যদি কেহ আপনাকে অধিক জ্ঞানী মনে করেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত অহঙ্কার ও বাতুলতা প্রকাশ পায়। একপ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কি ফল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া টেলাভেরা কলম্বসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করিলেন। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা তাহা শুনিয়া কলম্বসকে বলিলেন যে মুরদিগের সহিত সংগ্রাম শেষ না হইলে তাঁহারা কোন নূতন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না।

কলম্বস বুঝিলেন স্পেনে আর কোন আশা নাই। কিন্তু এইরূপে নিরাশ হওয়াতে যদিও তাঁহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তথাপি তাঁহার

সিদ্ধান্তে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক,তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। এত দিন রাজপদাভিষিক্ত মহাত্মাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি অবশেষে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীস্থ দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু প্রস্তাব ভ্রমাত্মক মনে করিয়াই হউক অথবা রাজা ফার্ডিনাণ্ডের বিদ্বেষের ভয়েই হউক তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেন না।

এই সকল নিরাশার যন্ত্রণার উপর কলম্বসকে আরও একটী কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তিনি তাঁহার ভ্রাতা বার্থোলো-মিউকে ইংলণ্ডের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদবধি তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই। বার্থোলোমিউ ইংলণ্ড যাইবার সময় পথিমধ্যে দস্যুহস্তে নিপতিত হইয়া তাহাদের নিকট বন্দী-ভাবে ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি পলায়ন করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হয়েন এবং রাজার নিকট কলম্বসের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সপ্তম হেনরি অত্যন্ত কৃপণ ও সতর্ক হইলেও অন্যান্য ভূপতিগণের অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছিলেন। এদিকে ভ্রাতার কোন সংবাদ না পাইয়া ও স্পেনে কোন আশা নাই দেখিয়া কলম্বস্ স্বয়ং ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় আয়োজন স্থির করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে কোন উপযুক্ত অভি-ভাবকের নিকট রাখিয়া যাইবার বন্দো-বস্ত করিবেন, এমন সময়ে পেলস্‌বন্দরের নিকটস্থ রাবিড়ার আশ্রমের অধ্যক্ষ জুয়ান পেরেজ তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই আশ্রমেই তাঁহার সন্তানেরা শিক্ষালাভ করিয়াছিল। পেরেজ অত্যন্ত বিদ্বান্ লোক ছিলেন, রাজ্ঞী ইজাবেলার নিকট তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি কলম্বস্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও চরিত্রের উপর তাঁহার নিরতি-শয় শ্রদ্ধা ছিল। কৌতূহল বশতঃই অথবা বন্ধুতা অনুরোধেই হউক, তিনি তাঁহার পরিচিত গণিতশাস্ত্রবিৎ একজন চিকিৎসকের সহিত মিলিত হইয়া কলম্বসের প্রস্তাবের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার যুক্তিমার্গ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। তখন তিনি ইজাবেলাকে এই অনুরোধ করিয়া একপত্র লিখিলেন যে তিনি কলম্বসের প্রস্তাবটী পুনরায় উপযুক্ত মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখেন।

স্পানিয়ার্ডগণ তখন গ্রানাডা আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া রাজা,রাজ্ঞী ও তাঁহা-দের পারিষদ্‌বর্গ সণ্টাফি নামক স্থানে

বাস করিতেছিলেন। পেরেজের পত্র পাইয়া ইজাবেলা তাঁহাকে সণ্টাফিতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইজাবেলার এরূপ চিত্ত পরিবর্ত্তনের কারণ পেরেজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা। পেরেজ আসিলে পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাতের ফল এই হইল যে কলম্বসকে পুনরায় অত্যন্ত সমাদরের সহিত রাজসভায় আহ্বান করা হইল এবং তাঁহার আগমনোপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থও প্রেরিত হইল। এদিকে গ্রানাডা অধিকৃত হইয়া মূরদের সহিত যুদ্ধের শীঘ্র অবসান হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্পানিয়ার্ডগণ নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এরূপ আশা হইতে লাগিল; অপরদিকে কলম্বস্ রাজার নিকট সমাদর প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার বন্ধুগণও অধিকতর সাহস পূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাষ্টাইলের রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আলফোন্সো ডি কুইণ্টানিলা ও আরাগণের রাজকীয় রাজস্বসংগ্রাহক লুই ডি সাণ্টেঞ্জেল তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু ফার্ডিনাণ্ডের বিশ্বাস উৎপাদন করা দুরূহ হইয়া উঠিল। তিনি তখনও কলম্বসের প্রস্তাব কল্পনা-প্রসূত ও অসম্ভব মনে করিতেছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুদিগের চেষ্টা বিফল করিবার জন্য যে সকল লোক পূর্ব্বে তাঁহার কথা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উপরই এই বিষয় স্থির করিবার ভারার্পণ করিলেন। তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে কলম্বস পূর্ব্বের ন্যায় অসন্দিগ্ধ ও বিশ্বস্ত-চিত্তে তাঁহার মত পোষণ ও পুরস্কারের প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি বলিলেন, “এই আবিষ্ক্রিয়া সমাধার জন্য আমার অধীনে কয়েক খানি অর্ণবপোত দেওয়া হউক। আমি যে সকল দেশ, দ্বীপ ও সাগর আবিষ্কার করিব, আমাকে ও আমার উত্তরাধিকারীদিগকে পুরুষানুক্রমে তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ সকল দেশ হইতে যে আয় হইবে, তাহার দশমাংশ আমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিব। এতদ্ভিন্ন এই আবিষ্কার কার্য্য সাধনের জন্য যে ব্যয় হইবে, আমি তাহার অষ্টমাংশ দিব ও তজ্জন্য লাভের অষ্টমাংশ আমার হইবে। যদি আমার আবিষ্কার চেষ্টা বিফল হয়, আমি কিছুই চাহি না।” এই কথা শুনিয়া তাঁহারা খরচের হিসাব করিতে বসিলেন এবং যদিও দেখা গেল যে ব্যয় অধিক হইবে না, তথাপি তাঁহারা বলিলেন যে স্পেনের রাজকোষের তদানীন্তন অবস্থায় এত ব্যয় ভার বহন করা কোন ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। আরও কলম্বস যতদূর আশা দিতেছেন, তাহা সকল হইলেও তাঁহার প্রার্থিত

পুরস্কার অত্যন্ত অধিক। এবং যদি আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁহার আশা সফল না হয়, তাহাহইলে এত ব্যয় বাহুল্যের পর স্পেনকে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কার্ডিনাগুও তাঁহাদের কথায় ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং ইজাবেলাও কলম্বসকে সাহায্য করিতে পুনরায় অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার নবোদ্দীপ্ত আশার এইরূপ পরিসমাপ্তি হওয়াতে কলম্বসের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ইংলণ্ডকে তাঁহার শেষ আশাস্থল জানিয়া তথায় গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্ত্রীজাতির সদ্গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(২০৫ সংখ্যা ৩১২ পৃষ্ঠার পর।)

নির্ম্মলা ও প্রমদা।

নির্ম্মলা। লজ্জা যেমন স্ত্রীজাতির ভূষণ, সেইরূপ দয়াও নারী হৃদয়ের একটী প্রধান অলঙ্কার। দয়াহীনা নারী আর জ্যোৎস্নাহীন চন্দ্র একই কথা।

প্রমদা। দয়া কাহাকে বলে?

নির্ম্মলা। পরদুঃখ নিবারণের প্রবল ইচ্ছার নামই দয়া। দয়া, স্বার্থের বিরোধিনী। দয়া আর স্বার্থ এক স্থানে এক সময়ে বাস করিতে পারে না।

প্রমদা। তুমি বলিলে দয়া নারীর অলঙ্কার। আবার বলিতেছ দয়া ও স্বার্থে এক স্থানে থাকিতে পারে না। স্ত্রীলোকের স্বার্থ নাই এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়?

নির্ম্মলা। প্রমদা তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ স্বার্থশূন্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। কেবল যে, স্ত্রীজাতি স্বার্থপর, তাহা নহে, পুরুষও ভয়ানক স্বার্থপর।

প্র। একথা ভাই ঠিক্ বলিয়াছ, পুরুষেরা বড় স্বার্থপর। চাটুর্য্যেদের কর্ত্তাকে দেখ, কতবড় স্বার্থপর, আপন দশ বছরের বিধবা মেয়ে, তার মুখপানে একবার তাকালেন না; দেখ আজিও এক মাস স্ত্রী মরে নাই, ইহার মধ্যে নিজে বিয়ে করে নিশ্চিন্ত হলেন।

নি। ও আর কি কথা? উহা অপেক্ষা কত বড় বড় ঘটনা হইতেছে। তা পুরুষের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। নারী জাতির বিষয় আলোচনা করাই আমাদের প্রয়োজন।

প্র। তা সত্যি কথা, স্বার্থপরতা

স্ত্রীলোকের মধ্যেই বা কম কি? আপনার ছেলেটী আপনার মেয়েটী আর আপনার স্বামী ইহা ভিন্ন আর সকলেই পর।

নি। তুমি কিছু বাড়াইয়া বলিতেছ। কেন শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাস্থর এবং তাঁহাদের ছেলে মেয়েকে কি কেহ আপনার মনে করে না?

প্র। করিবে না কেন, তবে অন্তর টিপুনি কেবল ইঁদুরই জানে।

নি। সে কি কথা। আমাকে বুঝাইয়া বল।

প্র। বিড়াল যখন আপনার ছানাটীকে মুখে করিয়া লইয়া যায়, তখন বিড়াল ছানা জানিতেও পারে না। কিন্তু সেই বিড়াল যখন ইন্দুরের ছানাকে মুখে করিয়া লইয়া যায়, তখন বিড়ালের অন্তর টিপুনিতে ইন্দুর ছানার প্রাণান্ত। সেইরূপ অমুকের বাড়ীর বৌমা আপনার ছেলে মেয়ের ধুলা কাদা মুছাইয়া ফিট ফাট করিয়া সাজাইতেছেন। যদি দেবর কি ভাসুরের ছেলেগুলিকে সাজাইতে বসেন, অমনি নাসিকা শিকায় উঠিবে। মৃদু মধুর স্বরে বলিবেন, "ছেলেগুলা কি নোংরা, ছুঁতে ঘৃণা করে, পোড়া কপাল, ছোঁড়াটা যেন বাঁদর-মুখো। সাত জন্মের পাপ, তা নইলে এমন ঘরে পড়িব কেন? ক্যাল সিকনি ক্যাল।" এই ত ভালবাসা। স্বামী বিদেশে চাকরী করে মাস কাবারে বৌমার হাতে টাকাগুলি দেন। বৌমার ভাই গুলিখোর, প্রতিদিন তাহার সেবা করেন, কারণ তাহার আর বাসস্থান নাই। স্বামী যখন দেশে পিতা মাতার নিকট টাকা পাঠান, তখন বৌমার নানা আপত্তি। বুড় বুড়ী মরিলেই তিনি বাঁচেন।

নি। তুমি ভাই তিলকে তাল কর, তাই স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে এত কথা বলিতেছ। স্ত্রীলোক মাত্রেই কি ঐরূপ স্বার্থপর? ঘোষেদের বৌকে কি তুমি দেখ নাই। তাহার মনে ভিন্ন ভাব নাই। সে আপনার পুত্র কন্যা অপেক্ষাও অন্যের পুত্র কন্যাকে অধিক ভাল বাসে। অন্যের দুঃখ দেখিলে তাহার চক্ষে জল ধরে না। সে আপনার অলঙ্কার বন্ধক দিয়া কখন বিক্রয় করিয়া কত অপরিচিত লোকের কষ্ট নিবারণ করিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় কি কার্য্য করিয়াছে তাহা কি মনে নাই? অলঙ্কার যত দিন ছিল, তাহাতেই চলিল, তাহার পর ঘটি বাটী প্রভৃতি, পরে তাহার বস্ত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া এবং অবশেষে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়াছে। এখানে স্বার্থ কোথায়? এজন্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি দয়া ও স্বার্থ এক স্থানে থাকিতে পারে না।

প্র। তা ভাই! তার স্বামীরও গুণ আছে। অন্যের স্বামী হইলে তাকে কি ঐরূপ দান করিতে দিত? কখনই না।

নি। তাত ঠিক কথাই। স্বামী স্ত্রীর সমান দয়া না হইলে সংসারে বিরোধ উপস্থিত হয়। একটী অন্ধ খঞ্জ দেখিয়া

দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এখন তোমার স্বামী যদি তোমাকে নিষেধ করেন, কিম্বা তুমি যদি তোমার স্বামীকে নিষেধ কর, তাহলে কি সংসারে কুশল থাকে? স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই দয়ার প্রয়োজন।

প্র। আমি শুনেছি লেখা পড়া শিখিলে গরিব দুঃখীকে ভিক্ষা দিতে নাই। এ ভাই কি রকম কথা?

নি। লেখা পড়ায় বলে, যাহারা যথার্থ দয়ার পাত্র তাহাদিগকেই ভিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহারা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া অন্যায়।

প্র। এই পদ্মা নদীতে একটী ভদ্র লোকের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি নিতান্ত অসহায় ভাবে তোমার বাসায় উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে বল আছে, তিনি চাকরী করিতে পারেন, তা বলে কি তাঁকে আশ্রয় দিবে না?

নি। তা দিব না কেন? ভিক্ষুক আর ভদ্রলোক কি চেনা যায় না?

প্র। ভিক্ষুক কি ভদ্রলোক সাজিতে পারে না?

নি। পারিবে না কেন? তাহা প্রায়ই ঘটে না। দুঃখীকে দয়া করিবে, ইহার আর বিচার নাই।

প্র। সে দিন নিতাই সরকারের মাতার শ্রাদ্ধে বিশ হাজার টাকা দুঃখীকে দান করিয়াছেন। এক এক জন দুঃখীকে আট আনা করিয়া দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নিস্তারিণী বলিল সরকার মহাশয় টাকা গুলি জলে ফেলিলেন।

নি। তা নিস্তারিণী মন্দ কথা বলে নাই। যদি সরকার মহাশয় দয়ার্দ্র মনে দান করিয়া না থাকেন তবে সমস্ত টাকা জলে পড়েছে সন্দেহ নাই। আর আট আনা করিয়া এক এক জন লোকে পাইলে তাহার চিরদিনের দুঃখশেষ হইল না। অথচ বিশ হাজার টাকা গেল। ঐ বিশ হাজার টাকা এক স্থানে জমা রাখিলে তাহার সুদে চিরদিনের জন্য ২০।২৫ জন দুঃখীর দুঃখ দূর করা যাইত। এই জন্য নিস্তারিণী ঠিক্ বলিয়াছেন, বিশ হাজার টাকা জলে ফেলা হইল।

প্র। তা ভাই নিস্তারিণীর মতন সকলে লেখা পড়া শিখিলে গরিব দুঃখীর কি উপায় হবে? তারা তো আর মুষ্টি ভিক্ষা পাইবে না?

নি। এ নিয়ম তো আজি নূতন নহে। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে যে, অপাত্রে দান করিলে পুণ্য হয় না। তাহা বলিয়া কি ভারতবর্ষে হৃষ্টপুষ্ট ভিক্ষুকে দান পায় না?

প্র। সে মরা মনু অপেক্ষা এখনকার জীবন্ত ইংরাজ-মনুদের কথায় অনেক বল।

নি। ওসকল কথা কোন কাজের নহে। হৃদয়ে দয়া থাকিলে কোন মনুই কিছু করিতে পারেন না। দয়া পরম

ধর্ম্ম, দয়াবান্ লোকই যথার্থ দেবতা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকের এত প্রিয় কেন? দয়ালু বলিয়া। বিলাতে একজন বাঙ্গালি বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে একখানি পত্র মাত্র লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় দশ হাজার টাকা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন, ইহা কি সামান্য কথা! অনেক লোক মুখে বন্ধু বন্ধু বলিয়া আত্মীয়তা জানায়, বিপদে পড়িয়া দুইটা টাকা ঋণ চাও, অমনি বন্ধুর মুখ মলিন হইল। কেহ বলিবেন স্ত্রীর অলঙ্কার গড়াইতে হইবে, কেহ বলিবেন বাড়ীতে থিয়েটর করিতে হইবে, এ সময় টাকার বড় অনাটন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় সেরূপ নীচ নহে, তাঁহার হৃদয় উদার প্রশস্ত। পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী পরদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন। তিনি দয়াবতী নারী। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, বিধবা-বিবাহ দিবার জন্য এত আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহার জননীই তাহার কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা কোন বালিকা বিধবার দুঃখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হন। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, ঈশ্বর! তোদের পোড়া শাস্ত্রে কি বালিকা বিধবাদের বিবাহের এক আধটী শ্লোক বচন নাই? দয়াবতী জননীর মুখে এই হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐরূপ শ্লোক সংগ্রহ জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ের নানা শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে করিতে পরাশর সংহিতার মধ্যে একটী শ্লোক পাইলেন। শ্লোকটী দেখিয়া তাঁহার শরীর আনন্দরসে প্লাবিত হইল। জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, মা! বালিকা বিধবার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে, আমাদের পোড়া শাস্ত্রে এমন বচন পাইয়াছি। একথা শুনিয়া সাগর-জননী আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন।

সাগর-রত্নাকর, তাঁহার জননী রত্নগর্ভা।

একদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা নিতান্ত বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, তাহা দেখিয়া সাগর-জননী পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত দুঃখিত কেন? কোন দুর্ঘটনা কি হয়েছে? সাগর-পিতা বলিলেন, আরে সর্ব্বনাশ হয়েছে। দীনকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। দীন বিধবা বিবাহ দিতে গিয়াছিল, সেই ক্রোধে বিরোধী লোকে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া সাগর-জননী ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ইহার জন্য দুঃখ করিতেছ কেন? আমার সন্তান মদ খেয়ে বেশ্যালয় গিয়ে অথবা চুরি ডাকাতি করিয়া প্রাণত্যাগ করে নাই, দেশের মঙ্গল করিতে গিয়া যদি মরিয়া থাকে তাহাতে দুঃখ কেন? ইহা আমাদের বংশের গৌরব। একি সামান্য কথা। দিবানিশি স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া যাহার

প্রাণ কাঁদে, কেবল তাঁহারই মুখ হইতে ঐরূপ বীরবাক্য বাহির হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক দয়াবতী হইলে তাহার পুত্র কন্যাও তাহার প্রকৃতি লাভ করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার সহোদর সহোদরাগণ তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

প্র। আহা আমি শুনিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় অল্প দিন হইল পরলোক গত হইয়াছেন। তিনিও দয়ার অবতার ছিলেন। হোমিওপাথি চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন, গরিব দুঃখী দিগের বাটী বাটী হাঁটিয়া গিয়া ঔষধ পথ্য দিতেন, রাত্রি জাগরণ করিতেন, মাতার ন্যায় রোগীর বিষ্ঠা মূত্রও পরিষ্কার করিতেন। তিনি হাকিমী কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বক্ষণ কেবল পরোপকারেই নিযুক্ত ছিলেন। বোধ হয় এইরূপ কার্য্যে বিজাতীয় পরিশ্রমে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হন। তাঁহার বিয়োগে শত শত দীন দরিদ্র পিতৃ মাতৃ হীন হইয়া হাহাকার করিতেছে। এইরূপ দয়াই সার্থক দয়া,এইরূপ জীবনই সার্থক জীবন। ইহাঁর মাতাও ধন্যা।

নি। দয়াবতী স্ত্রীলোক কেবল যে পরের দুঃখ দূর করিবেন তাহা নহে। আপন পরিবারস্থ কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাহা আগ্রহ পূর্ব্বক মোচন করিতে যত্নবতী হইবেন। অনেকে দাস দাসীকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা অতি অন্যায়। দাস দাসীকে পুত্র কন্যার ন্যায় ভাল বাসা কর্ত্তব্য। দাসীকে ঝী বলিয়া থাকে। কিন্তু ঝীর মত দয়া মায়া কোথায়? রাণী ভবানী, অহল্যাবাই ইহাঁরা দয়াবতী ছিলেন,এজন্য লোকে আজিও ভক্তি পূর্ব্বক ইহাঁদিগের নাম গ্রহণ করে। হাজার লেখা পড়া শেখ, বিবিয়ানা পোষাক পর, আর সভ্য ভব্য হও, দয়া না থাকিলে সকলই বৃথা।

প্র। তোমার মুখে দয়ার কথা শুনে আমার দয়াবতী হইতে ইচ্ছা হইতেছে, কেমন করিয়া দয়া পাওয়া যায়?

নি। তোমার শরীরে যেমন চক্ষু নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি আছে, সেইরূপ তোমার শরীরের মধ্যে চেতন জীবাত্মা আছে তাহাই প্রকৃত তুমি। সেই জীবাত্মার, জ্ঞান, দয়া, লজ্জা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, ন্যায়, পবিত্রতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তি আছে। তাহাদিগকে চালনা করিলেই লাভ করা যায়। যে দয়ার কার্য্য করে, সে দয়াবতী হয়।

প্র। যদি সকলেরেই দয়া আছে, তবে ডাকাতেরা নরহত্যা এবং কশাইরা পশুহত্যা কিরূপে করে?

নি। মানুষ মাত্রেরই চক্ষু কর্ণ আছে। তবে মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অন্ধ ও কালা হয় কেন? দয়া সকলেরই আছে। সর্ব্বদা পরোপকার করিতে থাক, দয়া দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দয়া মানব হৃদয়ের প্রধান ভূষণ। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির দয়া প্রধান অলঙ্কার।

প্র। যাহারা দুঃখী, হাতে টাকা কড়ি নাই। তাহারা পরের উপকার কিরূপে করিবে?

নি। টাকা না থাকিলেও উপকার করা যায়। শরীরের শ্রম দিয়া মুখের মিষ্ট কথা দিয়া উপকার করা যায়।

প্র। পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে অতিথি সেবা জলছত্র অন্নছত্র ছিল, এখন উঠে গেল কেন?

নি। দ্রব্যাদি মহার্ঘা, তাহার উপর আবার অধিকাংশ লোকে কোন ধর্ম্ম মানেনা। পরকালে বিশ্বাস নাই। এখন ভয়ানক স্বার্থপরতা, শুনেছি কেহ২ নাকি গর্ভধারিণী জননীকে বাবার পরিবার মনে করিয়া ভরণ পোষণ করিতে কষ্ট বোধ করে। এই ঘোর ধর্ম্মহীন সময়ে অতিথি সেবা জলছত্র অন্নছত্র উপহাসের বিষয়। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা না হইলে দিন দিন আরও নাস্তিকতা বাড়িবে। তখন জনসমাজ পশু সমাজ হইয়া পড়িবে। মূর্খ হইয়া ধার্ম্মিক হও তাহাও ভাল, তথাপি পণ্ডিত হইয়া নাস্তিক হওয়া মহা সর্ব্বনাশের কথা। দয়া ও ধর্ম্ম দুইজনে ভাই ভগী। যেখানে দয়া সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে দয়া। যে নারী দয়াতে হৃদয় ভূষিত করেন, তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিতে আলোকিত হয়। অতএব দয়া ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া যেন আমরা নারীজাতির প্রকৃত শোভাধারণ করি, দেশের মুখ উজ্জ্বল করি।

নূতন সংবাদ।

১। বাঙ্গালোরে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক একত্র হইয়া একটী ধোবার কারখানা খুলিয়াছেন। গরিব স্ত্রীলোকদিগের জীবিকার উপায় করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য। যন্ত্রে কাপড় কাচা হয়, তাহাতে কাপড় নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ১২ খানা কাপড়ে ।০ আনা লাগিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা এরূপ শুভানুষ্ঠান দেখিলে অতিশয় আনন্দ হয়।

২। পৃথিবীর কয়েকটী বড় বড় বিখ্যাত লোক সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। (১) ডারউইন, ইনি একজন অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিদ্, কিন্তু ইহঁার এক উদ্ভট মত যে বানরকুল হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। (২) লংফেলো, ইনি একজন তেজস্বী ও ভাবুক কবি ছিলেন। (৩) এমারসন ইনি আমেরিকার একজন অতিশয় চিন্তাশীল লেখক ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

৩। সংবাদ পত্রে দেখা গেল অর্দ্ধ নরাকার যে মৎস্যটী লোহিত সাগরে ধৃত হয়, সেটীকে ইডেন হইতে বোম্বাইয়ে আনা হইয়াছে এবং ইহার নাড়ী

ভুঁড়ি বাহির করিয়া আরক দিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মাথা ও দুইটী হাত মানুষ বা বানরের মত। হাতে ৪টী করিয়া অঙ্গুলি আছে এবং তাহার একটী অঙ্গুলি মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায়। ইহার নিম্নদেশ সরু হইয়া মাছের লেজের মত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে নয় ফিট,"এটী একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দেহ নাই।

৪। বলরামপুরের মহারাজা অযোধ্যা ও বিন্ধ্যাচলের দেবমন্দিরের প্রতিবাসী দুঃখীদিগের জন্য অন্নছত্র করিবার উদ্দেশে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আজ কাল এরূপ কার্য্যে এরূপ দান বিরল আমরা এই দানের জন্য মহারাজের বদান্যতার প্রশংসা করি, কিন্তু এই প্রভূত অর্থে কতকগুলি অলস পোষণ না হয়, সে বিষয়ে যেন সাবধান হন।

৫। আয়র্লণ্ডের কৃষিজীবীদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট বলপ্রদর্শন করিতে যাওয়াতে তুমুল কাণ্ড বাধিয়াছে। তত্রত্য চিফ সেক্রেটারী এবং আর একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী হত হইয়াছেন। যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছে, তাহার শান্তিবিধান করিবার জন্য অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার প্রয়োজন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জোয়ানের জীবন চরিত—শ্রীকৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ আনা। এই পুস্তকখানি বিশুদ্ধ ও অতি সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে আদৌ অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না। জোয়ান প্রসিদ্ধ বীর রমণী। ফ্রান্সের অতি সঙ্কট সময়ে দৈববলে বলী হইয়া তিনি কিরূপে রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিতে পাঠিকাগণের অবশ্য কৌতূহল হইতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইহার মূল্য অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এখানি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহারা এক একবার পাঠ করিবেন। ইহা বালিকাবিদ্যালয়ের একখানি পাঠ্য গ্রন্থও হইতে পারে।

২। সামুয়েল হানিমানের জীবনী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় কর্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৶৹ আনা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা হানিমান্ একজন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন, অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তির ন্যায় অবলম্বিত মহৎব্রত পালনে তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সমাজের নিন্দা, তাড়না বহুল পরিমাণে সহ্য করেন। সুখের বিষয় তাঁহার জীবনের শেষাংশ সুখে ও সমাদরে অতিবাহিত হয়। গ্রন্থকার এই পুস্তক খানি বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার লেখা অতি সুন্দর ও

নীতিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিলানীর সহিত হানিমানের আশ্চর্য্য বিবাহ ঘটনা এবং ঐ রমণীর উচ্চ চরিত্রের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিয়া পাঠিকাগণ আমোদিত ও উপকৃত হইতে পারিবেন।

৩। ডাক্তার সরকারের 'Journal of Medicine' পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই মহোপকারী পত্রখানি স্থায়ী হউক্।

৪। পাগলিনী নাটক—শ্রীযোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা। একটী রাজকুমারী এক ছদ্ম-বেশধারী রাজকুমারের অনুরাগিণী হইয়া অনেক সঙ্কট অবস্থায় পতিত হন এবং অবশেষে স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সতীত্ব ধর্ম্মের পুরস্কার লাভ করেন। ইহার লেখা নির্দ্দোষ এবং অনেক স্থলে যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হইয়া সুপাঠ্য হইয়াছে।

৫। বনপ্রসূন—আগামীবারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

নিশীথে কুহু।

কুহু কুহু নিশীথেও? ঘুমাওরে পাখী
কলকণ্ঠ; কণ্ঠ তব লভুক বিশ্রাম।
অথবা অশ্রান্ত যদি, গাও থাকি থাকি,
সুষুপ্ত যদিও, চিত্ত পাইবে আরাম।

২

ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখি আবিল হৃদয়,
আকুলিত হয় যদি নৈশ তমিস্রায়।
আঁধার গলিয়ে হবে মধুরিমাময়,
যদি কর্ণে গীত তব প্রবেশিতে পায়।

৩

আমিরে পাগল পাখি তোর মন্ত্রবলে,
পারিলে এখনি ত্যজি নরের জীবন,
ছুটিয়া আকাশে যাই দুটী পক্ষ তুলে,
অনন্ত আকাশে গাই গাথা অগণন।

৪

যখন দেখিব কোন অভাগার ঘরে,
করেন্ নি নিদ্রা দেবী শুভ-পদার্পণ,
ছুটিয়া আসিব তার তরু শাখা পরে,
ঢালিব শ্রবণে কুহু সুধা-বরষণ।

৫

তীব্র চিন্তা দগ্ধ-প্রাণ জ্বলে যাতনায়,
না ঘুমাবে যতক্ষণ ত্যজিব না তারে,
জাগরণে কুহু গানে চতুর্থ যামায়
নিশ্চিত আসিবে নিদ্রা ক্লান্ত আঁখিপরে।

৬

উষার সুস্নিগ্ধ হাসি নীরবে যখন,
সোহাগে সে শীর্ণ মূর্ত্তি করিবে চুম্বন,
ঈষদুন্মীলিতাধরে সুখের স্বপন
আঁকিবে ঈষৎ হাসি রেখার মতন।
অমনি পাতার তলে কুহু কুহু বলে,
উড়ে যাব অন্য কাজে অন্য কোন স্থলে।

বেথুন বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১০ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৮৯—জুলাই ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড রিপণ এ দেশের হিতার্থ যে একটী কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা সফল হইলে ভারতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারতবাসীরা যাহাতে আপনারা আপনাদিগের শাসন-কার্য্য চালাইতে পারেন, সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে লইয়া এক একটী সভা হইবে, তাহার সভাপতির কার্য্যও দেশীয় লোক দ্বারা সম্পন্ন হইবে। গবর্ণমেণ্টের আয়ের কিয়দংশ এই সভার হস্তে অর্পিত হইবে এবং রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কার্য্য তদ্দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। এদেশের লোক অবশ্য গবর্ণরী পদ পাইতেছেন না, কিন্তু আত্মশাসন-শিক্ষা করিয়া আপনাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যত সক্ষম হন, ততই মঙ্গলের বিষয়।

আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী ফ্রেড্রিক কাবেণ্ডিসের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে শোকার্ত্ত হইয়া অনেক বড়লোক তাঁহার বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক পত্র লেখেন, তিনি আয়র্লণ্ডের রাজপ্রতিনিধিকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"আয়র্লণ্ডে যে ভয়ানক বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়াছে, আমার প্রিয়তমের মৃত্যু দ্বারা যদি তাহা শান্ত হয়, আমার নিজের নিদারুণ ক্ষতির জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখ করিব না। আমার স্বামীর জীবন

অপেক্ষা মৃত্যু দ্বারা অধিক উপকার হইবে, যদি তিনি ইহা জানিতেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার জীবন পরিত্যাগে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেন না। কোন প্রকারে এই কথাটী আয়র্লণ্ডে প্রচার হইলে এবং ইহা দ্বারা তথাকার বিন্দুমাত্র কল্যাণ হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।"

ধন্য এই রমণীর ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনস্বিতা এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ব্যগ্রতা! প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম-বীরত্বের দৃষ্টান্ত এইখানেই!

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহার অর্দ্ধগ্রাস মাত্র আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু নীল নদের তীরে এবং অন্য কোন কোন স্থানে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যাতে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া যখন সূর্য্যমণ্ডলকে ঢাকে, তখনি সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়, এজন্য কখনই সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে না। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন স্থান চন্দ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়াতে সেই স্থানে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয়। গত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অম্বালার নিকট থানেশ্বরে এক বৃহৎ মেলা হইয়াছিল। ভারতের আরও অনেক তীর্থ স্থানে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়।

খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা বিদ্যা-প্রচার জন্য এদেশে যত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আর কোন সম্প্রদায় তত করেন নাই। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে ইঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। কলিকাতা ও উপনগরে যেসকল খৃষ্টীয় বিদ্যালয় আছে, চারি সহস্রের অধিক বালিকা তাহাতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বোর্ডিঙ্ ও অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন। খৃষ্টীয়দিগের অধীনে যত বালক পড়ে, তদপেক্ষা বালিকা অনেক অধিক। খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাব হিন্দু-অন্তঃপুরে ক্রমশঃ অধিক প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে অনেক কুসংস্কার দূর হইতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ সকল সংক্রামিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কেম্ব্রিজের মহিলাদিগের কলেজের সমৃদ্ধ অবস্থার কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক ১৮ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবেশের অধিকারিণী। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের কন্যার ইহার প্রতি বড় যত্ন, তিনি শীঘ্র ইহার Principal (অধ্যক্ষের) পদ গ্রহণ করিবেন শুনা যাইতেছে।

ইংলণ্ডে "May meetings" অর্থাৎ বৈশাখী সভা অতি প্রসিদ্ধ। এই মাসে তত্রত্য সকল ধর্ম্মপ্রচার সভার বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ব্রিটিষ এবং ফরেণ বাইবল সোসাইটী নামে একটী সভার কার্য্যবিবরণ পাঠে

জানা গেল তাহার বার্ষিক আয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ৯ লক্ষের অধিক বাইবেল বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমাজ গত বর্ষ ৩ কোটী এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৯ কোটীর অধিক সংখ্যক বাইবেল ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছে। একটী সভার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, এমত কত সভা দ্বারা কত কার্য্য হইতেছে!

ইংলণ্ডে (Salvation Army) নামে যে এক সেনাদল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাদিগের দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। ফ্রান্স, জর্ম্মণি, হলণ্ড, সুইডেন, রোম, ইটালী, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি সকল গিয়াছিল। ইংলণ্ডে এমত সহস্র সহস্র লোক আছে, তাহারা কোন ধর্ম্ম মন্দিরে উপদেশ পায় না। তাহাদিগের পরিত্রাণের সহায়তার জন্য এই ভ্রমণকারী সেনাদল হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক রমণী আছেন। উৎসব সভায় সভাপতি বুথ ও তাঁহার পত্নী বক্তৃতা করেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার আলবানীর ডিউক লিওপোল্ডের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাঁর পত্নী মধ্যম এবং তৃতীয় রাজবধূ অপেক্ষাও সুন্দরী। রাজকুমার সাহিত্য এবং সুকুমার বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং পিতার ন্যায় স্বদেশের হিতসাধনে বিশেষ উৎসাহশীল। তিনি সপরিবারে সুখী হউন।

দুই বৎসর হইল আমেরিকার ইয়র্ক হেরাল্ড নামক সংবাদপত্র সম্পাদকের উদ্যোগে জেনেট নামক এক জাহাজ উত্তরকেন্দ্র আবিষ্কার করিতে যায়। পথে বরফ পর্ব্বতের সংঘর্ষণে জাহাজখানি ভগ্ন হয়, কিন্তু জাহাজস্থ ৯। ১০ জন লোক এতদিন পরে লীনা নদীর নিকট উঠিয়াছে। ইহারা উত্তর পশ্চিম দিয়া পথ করিয়া গিয়াছে। ধন্য আমেরিকার সংবাদ পত্র, যাহার সাহায্যে এরূপ সাহসিক কার্য্যে এত অর্থ ব্যয় হইতে পারে, এবং ধন্য সেই আমেরিকা বাসিগণ, যাহারা এরূপ আশ্চর্য্য সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিল!

সম্প্রতি আর দুইটী বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইয়াছে—কফম্যান ও গারিবল্ডী। কফম্যান রুসিয়ার সেনাপতি হইয়া বোখারা, খোকন, খিবা প্রভৃতি জয় করিয়া রুসিয়ার জয়পতাকা ভারতবর্ষের প্রান্তে আনিয়াছিলেন, তিনি ১৫ বৎসর তুর্কিস্থান শাসন করেন। গারিবল্ডী সেনাপতি ছিলেন, ইনি ম্যাটসিনির সহিত একমত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে ইটালীকে উদ্ধার এবং সমুদায় ইটালীর একতা সংস্থাপন করেন। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রধান লোক এবং সাধারণের স্বত্বাধিকার রক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

নারী-চরিত।

কুমারী মেরিয়া এজওয়ার্থ।

কুমারী এজ্‌ওয়ার্থের নাম আজি কালি বিদ্বন্মণ্ডলীতে সুবিখ্যাত। ইনি বালক ও বালিকাদিগেরজন্য নীতিগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়নের একটী নূতন যুগ পত্তন করেন। মেরিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারিতে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড-শায়রে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রিচার্ড লভেল এজ্‌ওয়ার্থ। তিনি একটী আইরিস ভদ্রবংশীয়। আয়র্লণ্ডে কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকাতে, মেরিয়ার বয়স যখন প্রায় চারি বৎসর, তখন পুনরায় তথায় গিয়া বাস করিলেন। লং ফোর্ডশায়রের অন্তঃপাতী এজওয়া-র্থস্‌টাউন নামে নগর ইহাঁদের নিবাস স্থান। কুমারী এজওয়ার্থের জীবনের সারাংশ ও অধিকাংশ সময় এই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা একজন্ বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বড় আদর ও যত্ন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরি-য়া তাঁহার বড় আশার ধন। অতি শৈশবাবস্থা হইতে ইহাঁর বিদ্যা বিষ-য়ে সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, পিতাও ইহাঁর বুদ্ধি পরিচালনায় ও বিদ্যানুশীলনে সাধ্যমত যত্নের ত্রূটী করি-তেন না। মেরিয়া বিংশতি বৎসর বয়সে এরূপ বিদ্যাবতী হইলেন, যে গ্রন্থরচনায় সমর্থ হইলেন। পিতা ও কন্যা প্রথমতঃ একত্রে পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৭৮৯ সালে প্রকৃত শিক্ষা ও বাল্য-পাঠ বিষয়ে গ্রন্থ প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ ইঁহাদের উভয়ের মিলিত লেখনীবিনির্গত। মেরিয়া বালক বালিকাগণের জন্য বিবিধ পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন; এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক উপন্যাসও লেখেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি কিয়দ্দিবস গ্রন্থ প্রণয়নে অসমর্থ ছিলেন, পরে পুনরায় তাহাতে নিযুক্ত হন। তাঁহার শেষ উপন্যাস "হেলেন ১৮৪৭ সালে প্রচারিত হয়। তিনি সত্যপরায়ণা ছিলেন এবং সাধুতা তাঁহার জীবনের প্রধান ভূষণ ছিল। তিনি নম্র ও শান্ত-প্রকৃতি এবং এরূপ প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, যে বাটী হইতে চলিয়া গেলে বোধ হইত যেন বাটী অন্ধকার ও নিরানন্দে আচ্ছন্ন হইল।

ইং ১৮২৩ অব্দে কুমারী এজওয়ার্থ এবট্‌সফোর্ডে সুবিখ্যাত উপন্যাস-লেখক সার ওয়াল্‌টার স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সার্ ওয়াল্‌টার অত্যন্ত সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা

করেন এবং বলেন "তোমাতে যে গুণ আছে তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে লোকের অনেক পরিমাণে বুদ্ধি প্রাখর্য্য আবশ্যক। মেরিয়া এক পক্ষ কাল তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া এজওয়ার্থস্ টাউনে প্রত্যাগমন করেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, স্কট যে তাঁহার প্রসিদ্ধ ওয়েবার্লীনবেল নামক উপন্যাস গ্রন্থ সকল লেখেন, তাহা কুমারী এজওয়ার্থের দৃষ্টান্তে। উক্ত রমণী যেরূপ সুন্দর কৌশলে ও দক্ষতা সহকারে আইরিস চরিত্র সকল চিত্র করেন, স্কটলণ্ডীয়দিগের চরিত্র সেইরূপে চিত্রিত করিলে জনসমাজের বিশেষ উপকার হয়, এই ভাবিয়া সারওয়াল্‌টর তাঁহার অদ্ভুত উপন্যাসাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। কুমারী এজওয়ার্থ বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাত হইয়াও জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার পরম সুহৃৎ বিবী সি, এস, হল, আর্ট জর্ণ্যাল (Art Journal) নামক পত্রিকায় তাঁহার বিষয়ে লেখেন;—

"বাড়ীর বালক ও বালিকাগণকে চারি পাশে একত্র করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে তিনি তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে কিংবা অন্য কর্ম্ম করিতে দিতেন, কিন্তু কেহ যেন চুপ করিয়া বসিয়া না থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। বাহিরে এরূপ দেখাইতেন, যেন তিনি কিছুই দেখিতেছেন না বা শুনিতেছেন না, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে কাহার কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকিলে বা সন্দেহ হইলে, তিনি তখনি তাহা জানিতে পারিতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ছেলেগুলিকে তিনি অবাধে তাঁহার সমুদয় পুস্তক ব্যবহার করিতে ও তৎসমুদয় লইয়া খেলিতে দিতেন। কেহ দোষ করিলে শুধরাইয়া দিতেন, আপনি খেলানা আনিয়া দিতেন, এইরূপ কার্য্যে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন ও পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি বিদ্যার সহচরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বৃথা অভিমান, গরিমা, ও প্রদর্শনেচ্ছা স্থান পাইত না। যখন আমি তাঁহার সুমিষ্ট কথাগুলি শুনিতাম, তখন সেই উপন্যাসোল্লিখিত অপ্সরাদিগের কথা আমার মনে পড়িত, যাহাদিগের মুখ হইতে কথা কহিবার সময় মুক্তা নিঃসৃত হইত।"

১৮৪৯ সালের ২১শে মে এজওয়ার্থস্ টাউনেই এই গুণবতী রমণীর মৃত্যু হয়। ইহাঁর মৃত্যু অতি আশ্চর্য্য, অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পীড়া হইয়াছিল এবং যখন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, বোধ হইল যেন নিদ্রা যাইতেছেন।

কুমারী এজওয়ার্থের রচিত পুস্তক সকল * অতি সহজ ও সুমিষ্ট ইংরাজীতে লিখিত এবং উপদেশপূর্ণ। আমাদের

---

* প্রধান প্রধান পস্তকগুলির নাম :—'Belinda' "Leonora," "The Modern Grisolda," "Moral Tales," "Popular Tales," "Tales of Fashionable Life," "Orlandino," "Helen."

ইচ্ছা হয়, এ দেশীয়া ভগিনীগণ স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। তাঁহার রচনাহইতে সার সার কতিপয় নীতিগর্ভ উপদেশের উল্লেখ করা যাইতেছে, ইহা-দ্বারা পাঠিকাগণ সন্তান পালন সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন ;—

১। শিশুদিগের ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহাদের প্রশংসা করিবে। সকল বিষয়ের চিন্তা ও উদ্ভাবন বিষয়ে তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে। কিন্তু যদি সামান্য কার্য্যে তাহাদিগের প্রশংসা কর, তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট অধিক মানসিক উন্নতির আশা করিও না।

২। পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনে মাতা কিংবা শিক্ষয়িত্রী বালকবালিকার মনে এরূপ কৌতূহল জন্মাইয়া দিবেন,যাহাতে তাহাদের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ হইতে পারে ও তাহারা আপনা আপনি উপযুক্ত পুস্তক বাছিয়া লইতে পারে। বালক অপেক্ষা বালিকাকে বিদ্যা শিক্ষায় অধিক যত্নবতী হইতে উপদেশ দেওয়া উচিত।

৩। "যাহার পরিণামে মঙ্গলের আশা নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না" এই সাধুপদেশের জন্য কোন এক সুলতান এক ফকিরকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। ছাত্রীর হৃদয়ে যাহাতে ইহা উত্তমরূপে অঙ্কিত হয়, ইহা শিক্ষয়িত্রী বা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। মিতব্যয়িতা স্ত্রীজাতির গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। কোন কোন স্ত্রীলোক তুচ্ছ ও অসার বস্তু ভাল বাসে। শৈশবা-বস্থায় পিতা মাতা একটু যত্ন করিলে এরূপ অপরুচি নিবারিত হইতে পারে। বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা কখন কন্যার সমক্ষে কোন অলঙ্কারের আদর করিবেন না।

গার্হস্থ্য সুখ।

সকল লোকে যে ধনবান্ বা বিদ্বান্ হইবে, এমন কথা নয়, কিন্তু কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ সকলেরই সুখের প্রয়োজন। যে সুখ সকলের চাই, তাহা ধনের সুখ নহে, মনের সুখ। এই সুখ লোকের চরিত্র হইতে উৎপন্ন হয়। এ সুখে প্রত্যেক নর-নারীর মন যেমন সুখী হয়, তেমনি ইহা যে পরিবারে থাকে, সে পরিবার সুখী; যে সমাজে থাকে, সে সমাজও সুখী হয়। দুঃখী পরিবার যদি সচ্চরিত্র হয়, মনের সুখে ঘর সংসার করিতে পারে। কিন্তু ধনী পরিবার অসচ্চরিত্র হইলে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। যে পরিবারে স্বামী অলস, মাতাল, রাগী ও নাস্তিক এবং স্ত্রী চঞ্চলা, বহুব্যয়শীলা,

এবং কলহপ্রিয়া সে পরিবারে সুখের আশা কোথায়?

সৎ চরিত্র, কতগুলি সদ্‌গুণ অভ্যাস দ্বারা গঠিত হয়। এই গুণগুলির মধ্যে সাধুতা, সদ্‌বিবেচনা, স্বার্থত্যাগ, শ্রমশীলতা, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, বাধ্যতা, সন্তোষ, এইগুলি প্রধান। বালক বালিকা এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্রেও এই গুণ গুলি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদিগকে কত সম্মানাস্পদ ও সুখী করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আমরা ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

সাধুতা—সাধুতা সকল সদ্‌গুণের মূল। এক ব্যক্তির শ্রমদক্ষতা, বিনয়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সহস্র গুণ থাকিলেও এক সাধুতার অভাবে সকলই পণ্ড হয়। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি যে সকল কাজ ধরা পড়িলে লোকে জেলে বা ফাঁসে যায়, কেবল তাহা না করিলে সাধু হওয়া যায় না। সাধু হইবার জন্য এমন একটু মনের ভাব চাই, যে এক চুলও অসত্যের পথে যাইব না, যা ঠিক্ তাই ভাবিব, তাই বলিব, তাই করিব। লোকে ছোট ছোট কাজে অসাধুতা শিক্ষা করে। তামাসা করিয়া একটী মিথ্যা কথা বলিলাম, লোকের আধ পয়সা লইয়া দিলাম না, বা ফাঁকি দিলাম, অপরের সুখ দেখিয়া মনে মনে একটু হিংসা করিলাম, অপরের মনে দুঃখ দিবার জন্য দুটা শক্ত কথা বলিলাম, এইরূপে অসৎ কার্য্য অভ্যাস হয়। এরূপ কার্য্য হইতে শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ শিশুই পরে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা হইয়া থাকে এবং বাল্যকালে যে কু-অভ্যাস করে, বড় হইলে তাহা ছাড়িতে পারে না, বরং বড় বড় কাজে তাহার পরিচয় দেয়। যে বালক বালিকা পিতা মাতাকে না বলিয়া চুরি করিয়া খায় বা একটী পয়সা লুকাইয়া রাখে, সে বয়স হইলে যে চোর হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যার যা তাকে তাই দেওয়া, গুণের প্রশংসা করা, দুঃখীকে দয়া করা, অন্যকে আপনার মত দেখা, আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যকে সুখী করিবার চেষ্টা করা, বাল্যকাল হইতে এই সকল সদ্‌গুণের অভ্যাস হওয়া চাই। চরিত্র দ্বারা একজন অপরের বিশ্বাসভাজন হইলে কতসুখে পরস্পর একত্রে সংসারে বাস করা যায়, আর স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যদি অবিশ্বাস করেন, পিতা, সন্তানকে, প্রভু ভৃত্যকে যদি অবিশ্বাসী বলিয়া জানেন, তাহা হইলে পদে পদে কষ্ট, সংসারে বাস করা কেবল দুঃখের কারণ হয়।

সাধুতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটী আখ্যায়িকা বর্ণনা করা যাইতেছে। দুঃখী ব্যক্তি এবং সামান্য বালকবালিকাও সাধুতার কেমন পরিচয় দান করিতে পারে, পাঠিকাগণ ইহাদ্বারা বুঝিতে পারিবেন। এক জন সম্ভ্রান্ত লোক

স্কটলণ্ড ভ্রমণকালে তাহার রাজধানী এডিনবরার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ছেঁড়া কাপড় পরা এক বালক তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। ধনী বলিলেন 'খুচরা পয়সা ভাঙান নাই।' বালক বলিল "আমি ভাঙাইয়া আনিয়া দিব।" ধনী তাহাকে 'নাছোড়বান্দা' দেখিয়া একটী আধুলী ফেলিয়া দিলেন। বালক মনে করিল ভাঙাইয়া আনিতে হইবে। সে পয়সা ভাঙাইয়া আনিল, কিন্তু দাতাকে আর দেখিতে পাইল না। সে কয়েক দিন সেই খানে ভিক্ষা করে আর সেই ধনীর খোঁজ করে। অবশেষে এক দিন তাঁহাকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল এবং ভাঙান পয়সা গুলি এক একটী করিয়া তাঁহার হস্তে গণিয়া দিতে লাগিল। বালকের এই সাধুতায় ধনী ব্যক্তি এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে তাহার ভরণ পোষণের ভার লইয়া তাহাকে এক বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিলেন।

একটী গরিব বিধবা স্ত্রীলোকের অনেক গুলি অপগণ্ড সন্তান ছিল, কিন্তু তিনি সৎপথে থাকিয়া অনেক কষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। সমস্ত সপ্তাহ তিনি সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া কঠিন পরিশ্রমের কার্য্যে খাটিতেন এবং রবিবার তাহাদিগকে একটু ভদ্রবেশে সাজাইয়া উপাসনালয়ে লইয়া যাইতেন। তাহাদিগের কাপড় কিনিয়া দিবার তাঁহার সঙ্গতি ছিল না, ছেঁড়া কাপড়ে যোড় ও তালি দিয়া তাহাদের পোষাক প্রস্তুত করিতেন। যদিও সে পোষাকের সমুদায়ই তালি, কিন্তু একটী ছিদ্র কোথাও দেখা যাইত না এবং তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহার একটী পুত্র এক ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে কাজ করিত, তিনি দুটী পুরাণ জামা তাহাকে দিয়া বলিলেন "তোমার মা বড় গৃহস্থালীতে নিপুণ, পুরাণ জিনিষ কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় জানেন, অতএব এই জামা দুইটী লইয়া যাও।" বালক মার নিকট তাহা লইয়া গিয়া তাহা কাটিয়া একটী ছোট ভাইয়ের পোষাক করিতে বলিল। কিন্তু কাটিতে মার মন সরিল না, তিনি তাহার একটী সারিয়া বড় বালকটীরই পোষাক করিলেন এবং অপরটী সাবধানে রাখিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে বালকের পরিচ্ছদ নষ্ট হইলে সে দ্বিতীয় বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাতা তাহা বাহির করিয়া সারিতে যাইবেন, এমন সময় পকেটে ৫০ টাকার এক নোট দেখিলেন। দুঃখিনী তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া ভদ্রলোকের বাটীতে গেলেন এবং সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে নোটখানি ফিরাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক তাঁহার সাধুতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তোমার ঘরে যে জিনিষ আছে, তাহা হারাইবে না জানি।" বিধবা নারী কিছু পুরস্কার পাইলেন না, কিন্তু উচিত কার্য্য করিয়াছেন

বলিয়া প্রফুল্লমনে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ছেঁড়া জামা সেলাই করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পুত্র কাজকর্ম্ম করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া জননীকে বলিলেন "মনিব আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে ও আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য তলব করিয়াছেন। আমরা এমন কি কাজ করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার রাগ হইতে পারে?" মা বলিলেন চল যাই, গেলেই শুনিতে পাইব। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন একটী বৃহৎ হলে ভদ্রলোকটীর যত প্রজা ও ভৃত্য একত্র হইয়াছে এবং প্রতিবেশী দুই তিনটী ভদ্রলোকও তথায় উপস্থিত আছেন। বিবী কোল্‌ন (ঐ দুঃখিনী বিধবা) ও তাঁহার পুত্র উইল সমাগত হইলে ভদ্র লোকটী ৫০ টাকার নোটের বিষয় সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করিলেন, পরে ১০০ টাকার একখানি নোট লইয়া বিধবার হস্তে দিয়া বলিলেন "এই তোমার সাধুতার পুরস্কার।" পরে তাঁহার পুত্রের সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "এমন সুমাতা না হইলে এমন সুসন্তান হয় না। আমি ইহাকে আমার "নায়েব" স্বরূপ অন্য একটী তালুকে নিযুক্ত করিলাম।" বিধবা ও তাঁহার সন্তান কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে অভিভূত হইয়া আর একটী কথাও বলিতে পারিল না। সমাগত লোকেরা বিধবার সাধুতা ও জমীদারের উদারতার জন্য কাহাকে কত সাধুবাদ দিবেন? তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগকে "ধন্য ধন্য" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা।

আকাশে বিদ্যুতের ক্রীড়া দর্শন কি মনোরম! যাঁহাদের কল্পনায় বিদ্যুল্লতা রমণী মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হন, তাঁহাদের মনে কত অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হয়। কিন্তু এই চিকুরের সহিত ঝঞ্ঝনা আছে, তাহার শব্দে কে না ভীত ও চমকিত হয়? অসভ্য লোকেরা ইহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ গর্জ্জন শুনিয়া সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করে। সভ্যলোকেরাও ইহার তেজের নিকট অনেক সময় আপনাদিগকে বিপন্ন ও নিরুপায় দেখেন। সকল জীবজন্তু ত্রাসিত হয়। পঙ্কতলস্থ বাইন মৎস্য ইহার শব্দে ছট ফট করিয়া লাফাইতে থাকে, রাজপথবাহী অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহী সহিত কাঁপিতে থাকে, সকল পশু আপন আপন আশ্রয় স্থানে গিয়া লুকায়, ঈগল পক্ষী ডানা গুটাইয়া পাহাড়ের ফাটালে প্রবেশ করে, হরিণ

দাবদগ্ধের ন্যায় উন্মাদগ্রস্ত হয়। কেবল সিল মৎস্যের ইহাতে আনন্দ অনুভব হয়, সে বজ্রধ্বনি শুনিয়া সমুদ্রের গভীর গর্ভস্থ নিভৃত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চড়ার ধারে আইসে এবং নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে।

এই বিদ্যুৎ কি? অনেক কাল মনুষ্যের অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত নামে একপ্রকার পদার্থ আছে, ইহা প্রাচীন গ্রীকেরা জানিতেন, হিন্দুরাও ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ ও তাড়িত যে একই পদার্থ এবং ইহা সকল বস্তুর মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন কি না জানা যায় না। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ী উড়াইয়া মেঘ হইতে বিদ্যুৎকে ভূমিতলে আনয়ন করেন এবং তাড়িতের সহিত ইহা এক পদার্থ সপ্রমাণ করেন। দুইটী মেঘে তাড়িত পদার্থ যখন সমান পরিমাণে থাকে, তখন তাহার প্রকাশ দেখা যায় না, কিন্তু একটীতে অধিক এবং অন্যটীতে অল্প হইলেই স্বাভাবিক নিয়মে একটীর অতিরিক্ত তাড়িত অন্যটীতে যায়, ইহাতেই আলোকের মত তাহা দৃশ্যমান হয়। বন্দুকের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার আওয়াজ বা শব্দ হয়, বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বজ্রধ্বনি হয়। শব্দ অপেক্ষা আলোকের গতি দ্রুত বলিয়া বিদ্যুৎ অগ্রে প্রত্যক্ষ হয়, বজ্রধ্বনি পরে শুনা যায়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে এবং এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যখন এই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, তখন অতি ভয়ানক হয়। ধাতু অথবা কোন আর্দ্র বস্তু মধ্যে থাকিলে তাড়িত এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সহজে পরিচালিত হইতে পারে। পৃথিবী তাড়িতের আধার, মেঘ হইতে ইহাতে তাড়িত পরিচালিত হয়। বাটীর ধারে একটী লোহার শিক পুতিয়া রাখিলে মেঘের তাড়িত বাটী স্পর্শ না করিয়া শিকের ভিতর দিয়াই পৃথিবীতে যায়। বিজ্ঞানকৌশলে এখন লোহার তার দ্বারা তাড়িত চালনা করিয়া সংবাদ সকল চক্ষুর নিমেষে দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে।

পৃথিবীর সকল স্থানে তাড়িত সমান নয়, এক এক দেশে ইহার আধিক্য দেখা যায়। হামিল্‌টন নামে এক সাহেব আসিয়া মাইনরের বিষয়ে এক গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি আঙ্গোরা নামক স্থানে গিয়া দেখিলাম, তথাকার সকল বস্তু অতিরিক্ত তাড়িতে পূর্ণ। রেসমী রুমাল, এবং পশমী ও পট্টবস্ত্রে ইহা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান দেখিলাম। কখন কখন আমি অন্ধকারে শয্যাতে শয়ন করিতে যাইতাম, কম্বল হইতে এত তাড়িত বাহির হইত, যে তাহা

যেন এক খানি আলোকের চাদর বলিয়া বোধ হইত। আমি যখন পশমী রুমাল হাতে লইতাম, তখন এক মুটা শুষ্ক পাতা বা খড় হাতে ভাঙ্গিলে যেরূপ 'মচ্ মচ্' শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শুনিতাম। দুই এক-বার আমার হাত ও অঙ্গুলিতে তাড়িতের আঘাতও অনুভব করিয়াছি। এ দেশের বায়ুর শুষ্কতা এবং সাময়িক সংঘর্ষণ এই তাড়িতাধিক্যের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দিন রাত্রির পরিবর্ত্তনে অথবা বায়ুবেগের ন্যূনাধিক্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমি যতদিন তথায় ছিলাম, আকাশে এক খানিও মেঘ দেখিতে পাই নাই।" পর্য্যটকগণ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আরও অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জে হুকার বেন নেবিস পর্ব্বতে, সস্থর মণ্ট ব্লাঙ্ক পাহাড়ে এবং টপার এটনা গিরিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার প্রমাণ পাইয়া-ছেন। টপার সাহেব একটী বরফ ক্ষেত্রে নামিয়া যেমন একখানি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি একটী তাড়িতাঘাত প্রাপ্ত হন এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করেন। তখনি তাঁহার মস্তকের কেশ সকল খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং তাড়িত স্ফুলিঙ্গের সঞ্চারে এক প্রকার গুণ গুণ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বরফ তাড়িতের পরিচালক বলিয়া এই-রূপ ঘটনা হইয়াছিল। মেঘ সকলের মধ্য হইতে যখন তাড়িতনির্গম হইতে থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া বিপদজনক, তথাপি অনেকে এরূপ স্থলে নিরাপদে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৭৭৮ সালে আবি রিচার্ড নামক এক সাহেব সালন্স ও টর্ণসের মধ্যবর্ত্তী বয়ার নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আরোহণ কালে একটী নিবিড় মেঘের মধ্য দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইতে বজ্রপাত হইতেছিল। মেঘ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বজ্রের শব্দ সচরাচর যেমন শুনাযায়, সেইরূপ শুনিলেন; কিন্তু তাহা দ্বারা যখন আবৃত হইলেন, এক একটী শব্দ থামিয়া থামিয়া হইতেছে শ্রবণ করিলেন, গড় গড়ানে শব্দ শুনিতে পাইলেন না। যখন মেঘ ভেদ করিয়া উপরে উঠিলেন, তখন আবার বিদ্যুৎ দর্শন ও গড় গড় শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পিরেনিজ পর্ব্বতে যখন ত্রিকোণমিতির জরিপ হয়, তখন আরাগো সাহেবের ভগিনী কতক-গুলি ইঞ্জিনিয়ারের সমভিব্যাহারী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করেন এবং উল্লিখিতরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

অশান্তির প্রস্রবণ।

আমাদের পাঠিকাবর্গের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই নানা প্রদেশের নানা প্রকার আগ্নেয় গিরি ও উষ্ণ-প্রস্রবণের বিবরণ দর্শন, শ্রবণ বা পাঠ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু অশান্তির প্রস্রবণের বিষয় কখনও দর্শন, শ্রবণ বা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন কি? এই অশান্তির প্রস্রবণ ভূমণ্ডলের প্রায় সকল স্থলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ গৃহেই বিদ্যমান আছে। পাঠিকাবর্গ বোধ হয় জানিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, প্রতিগৃহে উক্ত অশান্তির প্রস্রবণ কি? তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

অশান্তির প্রস্রবণ দর্শন করিলে হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়া উঠে। এই অশান্তির উৎস সকল হইতে দিবারাত্রই অশান্তির উষ্ণবারি উৎসারিত হইতে থাকে। যে গৃহে একটী বা ততোধিক অশান্তির প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে, তথাকার গৃহপালিত পশু পক্ষাদি পর্য্যন্ত ভয়ে সঙ্কুচিত ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহারা অশান্তির প্রস্রবণের মূর্ত্তি দেখিয়া দূরে পলায়ন করে, নতুবা নীরব ও আশ্চর্য্য হইয়া প্রস্রবণের বিচিত্র কাণ্ড দেখিতে থাকে, নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে বা আমোদ প্রমোদ করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি, যে গৃহে অশান্তির প্রস্রবণ বিরাজমান আছে, সে গৃহে শান্তি নাই, সদ্ভাব নাই, একতা নাই এবং সে গৃহে কুবেরের সমস্ত ধন আসিলেও সচ্ছলতা নাই। সংসার চিরদিন যেন ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমি হইয়া থাকে।

সর্ব্বদাই যে অশান্তির প্রস্রবণ হইতে উষ্ণ বারি উৎসারিত হয় তাহা নহে; কিন্তু আমরা নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে, গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া করিয়া দেখিয়াছি বঙ্গসংসারের অনেক স্থানেই দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় অশান্তির প্রস্রবণ হইতে অশান্তির বারি উৎসারিত হইতেছে, গৃহবাসিগণ অশান্তির উষ্ণবারির জ্বালায় গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আবার কোন কোনটী বা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়ের উষ্ণ ও বিষম অপ্রীতিকর বারি উৎসারিত করিতে বিরত থাকে, কিন্তু প্রস্রবণের ভাব দেখিলে অনুমান হয় যেন পর মুহূর্ত্তেই আবার হৃদয় শতগুণ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

এই অশান্তির প্রস্রবণ সকল দেখিতে একরূপ নয়, কোনটী কৃষ্ণবর্ণ, কোনটী গৌরবর্ণ, কোনটী দুধে আল্‌তায় মিশ্রিত; আকৃতিতে কোনটী ক্ষীণ, কোনটী মধ্যম,

কোনটী বা স্থূল, কিন্তু বাহিরের গঠন ভিন্ন হইলেও ভিতরের গঠন সকলেরই প্রায় একরূপ। অশান্তির প্রস্রবণের আস্য-দেশ ভিন্ন ভিন্ন। এই মূর্ত্তি ঈশ্বরের হস্তনির্ম্মিত। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রীতি, শান্তি, পারিবারিক সুখ ও ধর্ম্মোন্নতির সহায়তার জন্য ঈশ্বর এই মূর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় পরমেশ্বরের এমন ইচ্ছা নয় যে তাঁহার সৃজিত সেই মূর্ত্তি সকল অশান্তির উষ্ণবারি উৎসারিত করিয়া মনুষ্যের চিত্তে ও পুণ্যক্ষেত্র সংসারে দুঃখ ক্লেশ আনয়ন করে; কিন্তু এই সকল পবিত্র মূর্ত্তি সংসারের বিচিত্র ভূমিতে পতিত হইয়া মানবের দুর্ভাগ্য বশতঃ অনবরতই অশান্তির বারি উৎসারিত করিতেছে।

সুবোধ পাঠিকাবর্গ বোধ হয় সংসারে অশান্তির প্রস্রবণ কি? তাহা আভাসে অনুমান করিতে পারিয়াছেন। অশান্তির প্রস্রবণ আর কিছুই নহে—অশান্তিময়ী নারীমূর্ত্তি। ইহাঁরা যখন অশান্তির বারি উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকেন, তখন গৃহের পতি পুত্র দাস দাসী প্রভৃতি এমন কি গাভী ও গৃহমার্জ্জারটী পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া থাকে। অশান্তিময়ী শাশুড়ী সরলা বধূকে জিয়ন্তে দগ্ধ করেন, অশান্তিময়ী বধূমাতা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে শেল বিদ্ধ করিয়া থাকেন। অশান্তিময়ী পত্নী যখন তেজস্বিনী হইয়া স্বামীকে অতিক্রম করিতে ও তাঁহাকে নিজ কুটিল ইচ্ছানুসারে চালাইতে অভিলাষিণী হন, তখন সে দৃশ্য কি অপ্রীতিকর! স্বামীর অবস্থা যদ্যপি মন্দ হয়, এবং নিজের অভিলাষানুরূপ কার্য্য না হয়, তাহা হইলে অশান্তিময়ীর মুখ অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে, মুখমণ্ডলে যেন দীপ্ত অগ্নি জ্বলিতে থাকে, তখন পতিকে সুমধুর বাক্যে তুষ্ট করা এবং তাঁহার সহিত সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, স্বামী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বৃথা অভিমানে ও রোষ-ভরে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, পতির দুঃখের সমভাগী হইতে চাহেন না। পাঠিকা ভগিনি! আপনি কি সংসারে অশান্তিময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিতে অভিলাষ করেন? বোধ হয় না। যখন অশান্তিময়ী গগনভেদী প্রচণ্ড স্বরে পতি পুত্র ও দাস দাসীকে তিরস্কার করেন, যখন প্রতিবাসীর সহিত উচ্চ কণ্ঠ মিলাইয়া গর্জন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, পাঠিকাবর্গ বোধহয় দেখিয়া থাকিবেন। সত্য বটে গৃহধর্ম্ম করিতে হইলে পাঁচ জনে উত্ত্যক্ত করে, অকারণে অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত কলহ হইবারও সম্ভাবনা; পুত্র কন্যাগণ অনবরত বিরক্ত করিয়া থাকে; স্বামীর সহিত অনেক সময় মতভেদ ও অনৈক্য হইতে পারে এবং প্রতিবাসীর সহিত কোন না কোন কারণে হটাৎ বিবাদ হইবারও বাধা নাই, কিন্তু অশান্তিময়ী শান্তি ও সহিষ্ণুতার অভাবে সামান্য কারণে উত্ত্যক্ত হইয়া

চতুর্দ্দিকের অশান্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করেন।

অশান্তিময়ীর সকল কার্য্যই অশান্তিপূর্ণ। কি গৃহ কর্ম্ম, কি সন্তানপালন কি পতিসেবা, কি দাস দাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, কি প্রতিবাসীমণ্ডলীর সহিত ব্যবহার, সকল কার্য্যে যেন উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে প্রতিগমন করিলে অশান্তিময়ী সন্তান সন্ততিগণকে অবিরত ভৎর্সনা ও প্রহার করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিক চিৎকারের উপর চিৎকারে পরিপূরিত করেন; বালক বালিকাগণ অপরিষ্কৃত বা কদাকার হইয়া থাকিলেও তৎপ্রতি দৃকপাত নাই, দাস দাসীদিগকে যত্ন ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া অবিশ্রান্ত খাটাইতেছেন ও যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই প্রয়োগ করিতেছেন, প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ভাব ও একতার পরিবর্ত্তে বিনাকারণে বা সামান্য কারণে কলহে প্রবৃত্তা হন। অশান্তিময়ীর বিশ্বাস তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। শান্তি ও সহিষ্ণুতা স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিক সম্পত্তি, অশান্তিময়ী তাহা বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন করিয়া রাখেন!

অশান্তিময়ীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে আশ্চর্য্য স্ত্রী যুদ্ধের কথা শুনাযায়। ইহা অবশ্য ইতর জাতীয়াদিগের মধ্যে, কিন্তু ইহার ফটোগ্রাফ সময় সময় ভদ্রগৃহেও দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইতে হয়। পাড়ার দুইটী স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ হইলে প্রথমে একজন বামহাতে এক খানি কুলা এবং ডানি হাতে একগাছি ঝাঁটা লইয়া অগ্রসর হন এবং সেই ঝাঁটাদ্বারা সেই কুলা বাজাইয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকেন। অপর স্ত্রীলোক এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া আপনার ঝাঁটা ও কুলা লইয়া দৌড়িয়া আসেন। পরে উভয়ে বাদ্যধ্বনি সহ সিংহনাদ করিতে করিতে উভয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষান্ত করিতে থাকেন। একজন যখন বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন বাদ্যযন্ত্র কুলা ও ঝাঁটা একটী ধামা চাপা দিয়া সরিয়া যান। বিপক্ষ রমণী যতক্ষণ সাধ্য এক তরফা যুদ্ধ করিয়া আর একটী ধামা চাপা দিয়া আপনার কুলা ও ঝাঁটা রাখিয়া চলিয়া যান। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না, এইখানেই যুদ্ধের শেষ হইল। পরদিবস ঐ উভয় স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জন যখনি অবকাশ পাইলেন, আপনার চাপা ঝাঁটা ও কুলা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ এই আহ্বানধ্বনিতে সকল কাজ ফেলিয়া আপনার রণবাদ্য ও বাজাইতে থাকেন। পূর্ব্বদিবসের মত আবার তুমুল যুদ্ধ হইয়া যখন যিনি ক্লান্ত হইলেন, ঝাঁটা ও কুলা ধামা চাপা দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ চাপা ও খোলা যুদ্ধ কয়েক দিন চলিয়া পরে উভয়ের গাত্র জ্বালা নিবৃত্তির সহিত যুদ্ধেরও নিবৃত্তি হয়।

কিন্তু যে সংসারে বিষকূপ, সেইখানেই

অমৃত নদী। যে গৃহে শান্তিময়ী নারী আছেন, তথায় স্বর্গের ছবি বিদ্যমান। শান্তিময়ীর চির প্রসন্ন মুখ ও সলজ্জ হৃদয় দেখিলে মানবের মন স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হয়, তাঁহার চিত্ত-প্রফুল্লকর মধুর বাক্য শ্রবণে সকলেরই হৃদয় উল্লাসিত হয়, তাঁহার শান্তিপূর্ণ পবিত্র হাস্যে গৃহ আলোকিত থাকে। তাঁহার হস্ত সকলকে নিরাপদে রাখিতে ব্যস্ত, নিত্য অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, মিতব্যয়িতা বা অবস্থানুসারিতা তাঁহার প্রধান বিবেচনার বিষয়। জিহ্বা তাঁহার সত্যের আধার, তাঁহার হৃদয় স্বামীর সিংহাসন ও পুত্র কন্যাগণের নিরাপদ আরামস্থল, ধর্ম্ম তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার, নিত্য উপাসনা ধর্ম্মালোচনা ও জ্ঞানচর্চ্চা করা তাঁহার দিবসের সারকর্ম্ম। পতির আগমন জন্য প্রফুল্ল হৃদয়ে উৎসুক-নেত্রে প্রতীক্ষা করিবেন, এই তাঁহার প্রধান আনন্দ, তিনি সন্তানসন্ততিগণকে সুপরিষ্কৃত বসন পরিধান করাইয়া, নিজে শুদ্ধ হৃদয়ে ও প্রফুল্লমনে স্বামীর অভ্যর্থনা ও সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার সুখ। প্রতিবাসী মণ্ডলী, দাসদাসী, ও অপরাপর পরিজন-বর্গকে সুমিষ্ট ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। শান্তিময়ীর সকলই শান্তিময়, তাঁহার গৃহে, তাঁহার কার্য্যে, তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সেই শান্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গসংসারে অশান্তির প্রস্রবণময়ী নারীমূর্ত্তি অনেক আছেন, আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন আপন আপন চিত্ত শান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া শান্তিময়ী হয়েন। তাঁহারা শান্তিময়ী হইলে নিজে সুখী হইবেন এবং আমাদের অনেক আশা ফলবতী হইবে। বঙ্গগৃহ দরিদ্রতাতে পূর্ণ থাকিলেও শান্তিময়ীর শান্তিগুণে সংসার সুখ সম্পদে ভাসিতে থাকিবে, এবং রোগে, শোকে, বিপদে—এমন কি ভয়ানক উত্ত্যক্ততাতেও মনের শান্তি ভঙ্গ হইবে না। কি পতি পুত্র কন্যা, কি প্রতিবাসীমণ্ডলী, যে কেহ তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন, সকলেই যেন তাঁহার স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ জ্যোতিতে ও অমৃতময় বাক্যে হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন, এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মধুর সম্বোধন শুনিয়া সুখী হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সংসারই যথার্থ সুখের সংসার, তথায় হিংসা, দ্বেষ ও অভিমানের তীব্র হলাহল নাই। বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি আসুরিক ভাব নাই, সর্ব্বস্থানেই, শান্তি, প্রীতি, ও ঐশ্বরিক ভাবে পরিপূর্ণ। আমাদিগের সকল ভগিনী শান্তিময়ীর আদর্শ হইতে চেষ্টা করেন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।